তত্ত্ববিবেক - তত্ত্বসূত্র - আম্নায়সূত্র

শ্রুতি স্মৃতি-পঞ্চরাত্রাদি সনাতন শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
নিখিল তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যান

শ্রীশ্রীচৈতন্য-পঞ্চশতষড়বিংশবার্ষিকী প্রকাশন

গ্রন্থ রচয়িতা
শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-প্রবর

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

★

বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক
শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

চেতলা, কলিকাতা-৭০০ ০২৭

প্রকাশক ঃ —শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
২৯এ/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭।

মুদ্রণ-ব্যবস্থাপক ঃ—শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

মুদ্রণালয় ঃ—ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো (প্রাঃ) লিমিটেড
১৮৫/১ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশন-তিথি ঃ—শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা, ৩০শে দামোদর ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ,
২৭.১১.১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ।
দ্বিতীয় প্রকাশন-তিথি ঃ—অক্ষয় তৃতীয়া, **২৯শে বৈশাখ ১৪২০।**
১৩.০৫.২০১৩ খৃষ্টাব্দ
শ্রীগৌরাব্দ - ৫২৬

গ্রন্থবিনিময়ের আনুকুল্য ঃ— ৩০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপক্রমণিকা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগ বরায় তে॥

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের ভূতপূর্ব আচার্য্য ও অধ্যক্ষ—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ, তথা বৈষ্ণবগণের ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের চরণারবিন্দ স্মরণপূর্বক সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে দু' একটি কথা নিবেদন করি।

বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত এই গ্রন্থত্রয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমার্থানুভূতি-সম্পন্ন তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। এই তিন গ্রন্থে বিচারিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য এবং তাৎপর্য্যৈক্য থাকায় ইহা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার অনুশীলন দ্বারা, মননশীল পাঠকগণ পরমার্থ বিষয়ে— প্রবেশ, পরিচয় এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ববস্তুকে তত্ত্বতঃ না জানিলে পরতত্ত্বানুভূতি লাভ হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়, "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস, ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।" জড় ও পরমার্থের পরস্পর বৈলক্ষণ্য হেতু, বর্ত্তমান জগতে সাধারণ মানবগণ ধর্মানুশীলন করিতে যাইয়া বহুভাগই অপধর্ম, উপধর্ম, ছলধর্ম ইত্যাদি দ্বারা কবলীকৃত হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এই সকল বিধর্মের হস্ত হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আত্মধর্মের আনন্দালোক লাভ করে। সুকৃতি ব্যতিত ভগবদ্বিশ্বাসের উদয় হয় না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,— "হে অর্জুন, দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমাতে শরণাগত হয় না।" অতএব সুকৃতিমান ভগবদ্বিশাসী পুরুষই এই গ্রন্থের অধিকারী। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়, 'সারগ্রাহী' না হইলে পরমার্থকথা বোধগম্য হয় না।

'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর, স্বদেশে এবং বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মত বাদ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া সেইগুলির দোষগুণ সম্বন্ধে এবং পরমার্থ-বিষয়ে সেই সকলের যথাযথ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে,—মনোধর্মমূলক মতবাদসমূহের নিরর্থকতা, আত্মানাত্ম-বিবেক, আত্মধর্মের অবিচ্ছিন্নতা, আত্মানুভূতির সাধনপ্রণালী, মুক্ত আত্মার অবস্থিতি, স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান মূলক নিরপেক্ষ বিচার ইত্যাদি। এই গ্রন্থকে বলা যায়, 'পরমার্থ পথ

প্রবেশিকা'। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তত্ত্বসূত্র' পঞ্চ প্রকরণে বিভক্ত পঞ্চাশৎ সূত্র সমন্বিত রচনা। ইহাতে পরতত্ত্ব, চিৎপদার্থ, অচিৎপদার্থ, সম্বন্ধতত্ত্ব এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক প্রকরণের প্রত্যেক সূত্র শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ব্যাখ্যাদ্বারা তাহা সকলের সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। ইহার অনুশীলনদ্বারা পাঠকগণ পরমার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করিবেন। তৃতীয় গ্রন্থ আম্নায়সূত্রে ঠাকুর মহাশয় ষোড়শ প্রকরণ সমন্বিত ১৩০ সূত্র রচনা করিয়া সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপাদিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার সম্মত সম্বন্ধ, অভিধেয়ে ও প্রয়োজনত্ত্ব স্থাপন করিয়া পরমার্থ সাধকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত ষড়্‌বিধ লিঙ্গ এবং বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থ ভজনরাজ্যের এক অমূল্য সম্পত্তি। গ্রন্থ পরিচয় সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু লিখিলাম না। পাঠক মহাশয়গণ সাবহিত চিত্তে গ্রন্থ সাহিত্যের আস্বাদন করুন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত ইহজগতে প্রকট ছিলেন। নদীয়া জেলার বীরনগরে উলা গ্রামে তিনি গোবিন্দপুরের আঢ্য জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সামাজিক জীবনে তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্ত কর্মী এবং অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বাস্তববাদী, নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বদর্শী ঠাকুর মহাশয় ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে নিখিল লোক-হিতকারী ছিলেন। বহু ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য জীবনের মধ্যেও তাঁহার নিষ্ঠাযুক্ত ভজন সাধন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পদ্য গদ্যময় বিপুল ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন, আদর্শ গৃহস্থা শ্রম ও ত্যক্তগৃহাশ্রম যাপন, শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অসীম নিষ্ঠা—এই সকল বিষয়ের পরিশীলনদ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে অতিমর্ত্য মহাপুরুষ বলিয়া জানা যায়।

ঠাকুর মহাশয়ের রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, ভজন রহস্য, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অমৃতাপ্রবাহ ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার বিদ্ধদ্রঞ্জন ও রসিকরঞ্জন ভাষ্যদ্বয়—এই সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দিতে যখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত নির্মল বৈষ্ণবধর্ম বিভিন্ন অপসম্প্রদায়দ্বারা বিকৃতরূপে গৃহীত, আচরিত এবং প্রচারিত হইতেছিল; ইত্যবসরে তিনি জগতে প্রকট হইয়া, পুরাকালে ভগীরথ মহারাজের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানরূপ শুদ্ধভক্তি ধর্ম পুনরায় ইহজগতে অবতরিত করাইলেন। আজ আমরা শ্রীল ঠাকুরের কৃতিত্ত্বের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা প্রাপ্ত হই। আশা করি, তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থরাজি বহুকাল পর্যন্ত পরমার্থের আলোকস্বরূপে ইহজগতে বিরাজ করিয়া সংসার সাগরে জর্জরিত জীবগণকে অমৃতত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া উদ্ধার করিবে।

পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্য সুযোগ্য পথ-প্রদর্শকের অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, ইহাকেই সাধুসঙ্গ বলা যায়। সৎপুরুষের অভাব ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রাচুর্যের ফলে জনসাধারণের পক্ষে

উপযুক্ত সাধুসঙ্গ কিন্তু দুর্লভ হয়। সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থের সাহায্যে এই ন্যূনতা কিছু অংশে নিবারণ করা যায়। পরমার্থের আলোক-প্রদায়ক গ্রন্থের সুষ্ঠু অনুশীলন দ্বারা গ্রন্থকর্তার বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে পরোক্ষভাবে গ্রন্থকর্ত্তা-সাধুর সঙ্গ লাভ হয়; এবং এই সঙ্গের ফলে কৃতী পাঠকের চিত্ত ভগবদুন্মুখ হয়। আশা করা যায়, কালজয়ী সনাতন ধর্মের সার সর্বস্বদ্বারা রচিত এই তত্ত্বগ্রন্থের অনুশীলনের ফলে সরল-হৃদয় শ্রদ্ধাবান্ পাঠকগণের পারমার্থিক উন্নতি, ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি এবং অনুসন্ধিৎসুগণের সৎসন্ধান—এই সকল লাভ হইবে।

ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধা বৃত্তি এবং ইহা শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। কোনরূপ কৃত্রিম উপায়দ্বারা তাহাকে উদয় করান যায় না। আত্মার ভক্তিবৃত্তিকে জাগরিত করিবার প্রকৃত বিধান এই গ্রন্থসমূহে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; পাঠক মহাশয়গণ তাহা বিচার সহকারে অনুশীলন করুন। পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন নাস্তিক্য ও ধর্ম্মান্ধতা, বিষয়বুদ্ধি ও শুষ্কবৈরাগ্য, বন্ধ্যাতর্ক ও জড়-ভাবুকতা—এই সকল নিরর্থক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত সুমতি লাভ করেন। অসৎসঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণ রূপ সদাচারের মাধ্যমেই পারমার্থিক অনুষ্ঠানসকল সুফল প্রদান করিবে।

আমার পূজনীয় গুরুবর্গের অন্যতম শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ এবং সহানুভূতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে নূতন নূতন মঠাদি স্থাপন করিবার অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থের প্রচার অধিক মহৎকার্য।' প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ উল্লেখ করিয়া তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিয়াছেন,—"মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নাম হট্টের প্রচার দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের লেখনী-নিঃসৃত এই ভক্তিবিনোদ বাণীদ্বারা উৎসাহিত হইয়া, নিজে অবাঙ্গালী হইয়াও এই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থত্রয় সম্পাদনের এবং পুনঃপ্রকাশের দুঃসাহসে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। 'ভক্তিবিনোদবাণী কখনই রুদ্ধ হইবে না।' এই 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' বাণী এস্থলে স্মরণ করি।

গ্রন্থ প্রকাশনের অদম্য ইচ্ছা আমার অসম্যক অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করিয়া অগ্রসর হইলাম। মদ্রদেশীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে অর্থাৎ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থত্রয় ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎকাল হইতেই ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম; ভগবদিচ্ছায় তাহা অধুনা সফল হইল। বঙ্গভাষায় এই দার্শনিক গ্রন্থ যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তদ্রূপ ইংরাজী ভাষায় তাহা সম্ভব হয় না। পাঠকগণের সুবিধা, নিজের অনুশীলন এবং গ্রন্থোপযোগের বৃদ্ধ্যর্থ এই সংস্করণে যথামতি কিছু অংশ অধিকরূপে সংযোজিত করিলাম। তত্ত্ববিবেকের 'বিবেকাঞ্জলি' নামক তাৎপর্য্য, তত্ত্বসূত্রের শ্লোকসমূহের ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ, এবং আম্নায়সূত্রের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ,—এই সকল মূলগ্রন্থের সহিত এই সংস্করণে প্রদত্ত হইল। ইহাতে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছি জানি না। কোনপ্রকার দোষ-ত্রুটি থাকিলে গুণগ্রাহী পাঠকগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীমন্নারদ বলিয়াছেন, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ ; সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া!' অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতিমূলক কর্ম্মই জীবের উপযুক্ত কর্ম্ম এবং শ্রীহরিতে জীবগণের মতি যাহাতে আসক্ত হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। এই গ্রন্থসমূহের প্রতিলিপিকরণ, বিবরণ, অনুবাদকরণ, মুদ্রণের ব্যবস্থা, গ্রন্থ-প্রস্তুতীকরণের কার্যাদিসকল স্বহস্তে নির্বাহ করিয়া নারদ মহর্ষি প্রোক্ত কর্ম জ্ঞানাদির কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়াছি। বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে দৃষ্ট হয়,—'হে বিপেন্দ্র সর্ব প্রযত্নদ্বারা বৈষবশাস্ত্র সংগ্রহ করা শ্রেয়ঃকামী মানবগরের কর্তব্য। চক্রপাণি শ্রীহরির তুষ্ট্যর্থ এই সকল সনাতন শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অনুশীলন করিবে।.........' বহুদিনের পরে এই অমূল্য গ্রন্থত্রয় শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব কৃপায় এইভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশততম আবির্ভাবোৎসবের স্মারকরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পরমার্থলিপ্সু সজ্জনগণ ইহার অনুশীলন করুন। নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি অনাত্মধর্মের কবল হইতে জগদ্বাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি-মন্দাকিনীর মঙ্গলময় সান্নিধ্য লাভ করুন।

মাদৃশ-দুর্ব্বলচিত্ত ও পারমার্থিক বলহীন পতিত ব্যক্তির অভিলাষ সকল কেবল আকাশ কুসুমের ন্যায় নিরর্থক হওয়া স্বাভাবিক। কার্য্যারম্ভের পরে অনুভব করিলাম, বামুনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়, এবংবিধ বৃহৎকার্যে উদ্যত হওয়া আমার পক্ষে কতই না অসঙ্গত! 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' এই কবিবাক্য পদে পদে স্মরণ করি। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের ভাষায়,— 'শ্রীভক্তি-মার্গ ইহ কোটি কণ্টকরুদ্ধঃ। সুতরাং আমার সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রস্তুতীকরণার্থ অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। 'বলহীনের বল বলরাম'—এই কথাকে ভরসা করিয়া আমার কর্ত্তব্য পরিপালন করিলাম। ভগবান্ যেহেতু দীন ব্যক্তির প্রতি অধিক দয়াশীল, করুণাময়ের করুণাই আমার চরম সম্বল।

যাহাই হউক, নানা বিঘ্নের মধ্যেও আমার পক্ষে অঘটিত ঘটনারূপ এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য সম্পন্ন হওয়া কেবল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছা এবং শ্রীশ্রীগৌহরির অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শ্রীল ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকমল পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীভক্তিমলয় গিরি মহারাজ, শ্রী অসীমকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীমতি যোগামায়া মজুমদার, শ্রীমতি হেমলতা বিশ্বাস এবং শ্রীমতি বিভা পাল যদি উৎসাহ ও অর্থ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্কল্প কেবল স্বপ্নরূপেই থাকিত। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য মহারাজ ও শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারীর সহানুভূতি ও সময়োচিত সাহায্যদির জন্য তাহাদের নিকটও আমি ঋণী। মুদ্রণের হরফ ও মুদ্রণালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর কর্মিগণ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অধিকিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশনে যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তগণের প্রতি আমি চির-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সর্বশেষে শ্রীহরিনামপরায়ণ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে সকাতর নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কৃপা এই অধমের প্রতি সিঞ্চন করুন; তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সফল হইল মনে করি।

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
তারিখ—১৩ই ফাল্গুন ১৪১৯
ইং ২৫-০২-২০১৩ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মাঘী-পূর্ণিমা তিথি
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, চেতলা,
কলিকাতা-৭০০ ০২৭

প্রকাশকের নিবেদন

আমার গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগুরুসেবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ হয়েও এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় এত কঠিন তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক সম্পাদনা করিতে পারিবেন তাহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাঁহার এই মেধাকে সকল পাঠকই ভূয়যী প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। তিনি ইতিপূর্বে এই তিনটি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ করে সংবাদ পত্রে বহু প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই নিরলস সেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ গ্রহণ করে তাঁহাকে প্রচুর আশীর্বাদ করিবেন।

ইতি—

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য উপাস্য
শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জিউ
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন
যব
কমল
ঊর্দ্ধরেখা
চক্র
অঙ্কুশ
ছত্র
বলয়
বল্লী
পুষ্প
অর্দ্ধচন্দ্র
শঙ্খ
পর্বত
বেদী
কুণ্ডল
গদা
শক্তি
রথ
মৎস্য
অম্বর
ধনু
গোষ্পদ
ত্রিকোণ
কলস
অর্দ্ধচন্দ্র
মৎস্য
পদ্ম
স্বস্তিক
বজ্র
অষ্টকোণ
শ্রীমতি রাধিকার চরণ-চিহ্ন
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান।।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন
h. Brahmachari
7/85.
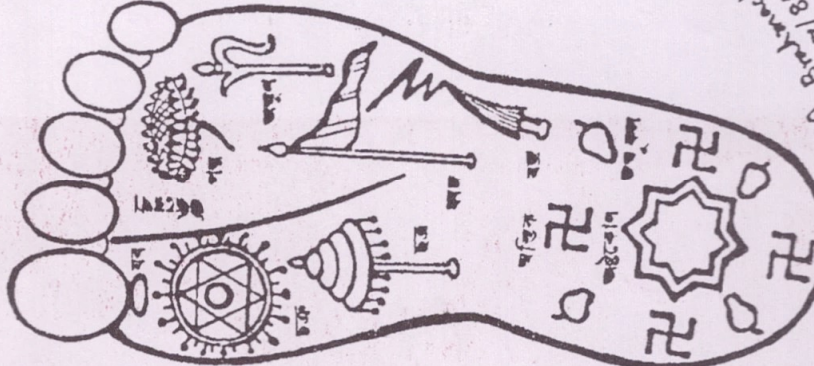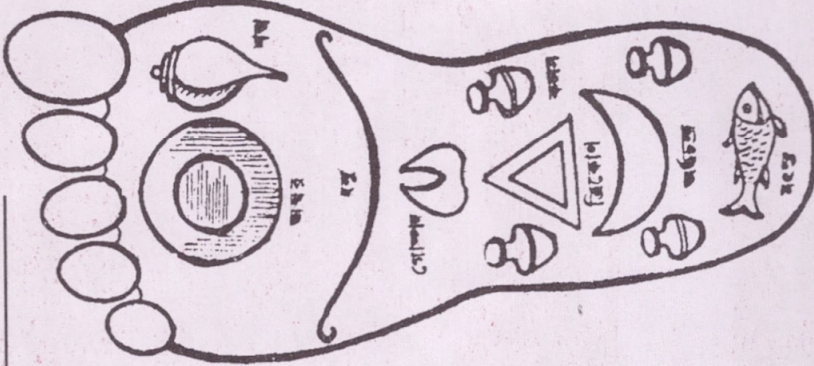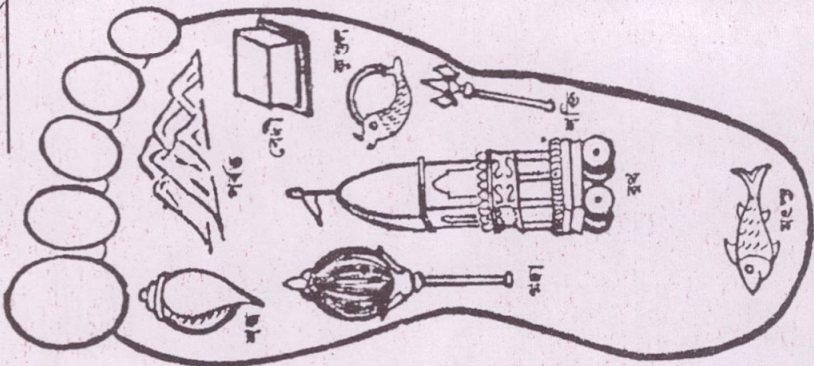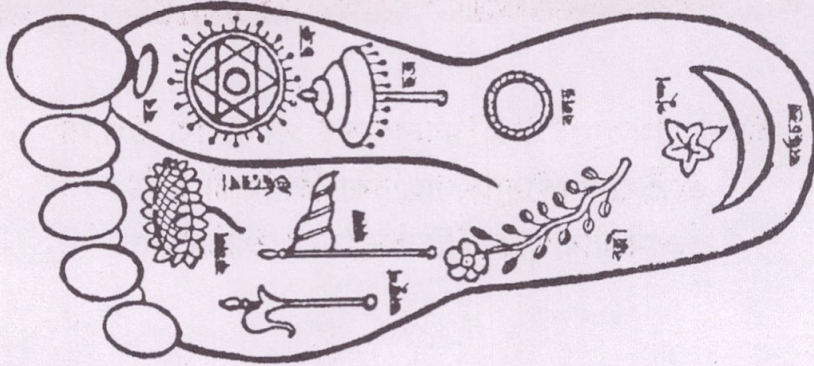
শ্রীযুগল চরণের চিহ্নসমূহ

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত 'শ্রীরূপচিন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতি রাধিকার চরণচিহ্ন

ছত্রারি ধ্বজ বল্লিপুষ্পবলয়ান পদ্মোদ্ধরেখাঙ্কৃশা
নর্দ্ধেন্দুং চ যবং চ বামননু যা শক্তিং গদা স্যন্দনম্।
বেদী কুণ্ডল মৎস্য পর্বত দরং ধত্তেঽন্বসব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যাচিতাঙিঘ্রং ভজে ॥ ২ ॥
অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেঽঙ্গুষ্ঠতলে যবারী।
প্রদেশিনী সন্ধিভাগূধর্বরেখামাকুঞ্চি হামাচরণাধর্মেব ॥ ২৩ ॥
মধ্যাতলেহজ্ঞ ধ্বজ পুষ্প বল্লীঃ কনিষ্ঠিকাধোঙ্কুকমেব।
চক্রস্য মূলে বলয়া তপত্রে পাঞ্চৌ তু চন্দ্রার্ধনথান্য পাদো ॥ ২৪ ॥
পাঞ্চৌ বাযং স্যন্দন শৈলমূর্দ্ধে তৎপার্শ্বয়ো শক্তিপদে চ শঙ্খম্।
অঙ্গুষ্ঠমুলেঽথ কনিষ্টিকাধো বেদী মধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন

চন্দ্রাধং ত্রিকোণধনুযীং ঘং গোষ্পদং প্রোঙ্গিকাং
শঙ্খং সবাপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণামকং স্বস্তিকম্।
চক্রম ছত্র যবাঙ্কুশং ধবজ পবী জম্বুর্ধ্বরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরিমূনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥ ১ ॥
অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্ঘাতপত্রং তনুং তর্জনীসন্ধিভাগূর্ধ্বরেখাম্।
পদার্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধোঽম্বুজং তত্তলঽং ধ্বজং সংপতাকম্ ॥ ৯ ॥
কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বক্তনেযাং তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুভিঃ।
যুতং জম্বুভির্মধ্যভাতাষ্টকোণং মনো মে স্মরং শ্রীহরের্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ ॥ ১০ ॥
ত্রবিষন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যা বিহীনম্।
ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোনং চতুষ্কুম্ভ মর্ধেন্দুমনৌ চ বামে ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রী ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রশস্তি

অঘ বক পূতনারে কৈল মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণ চরণে ॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর। যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥
অনন্ত যে চরণ মহিমা গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ পা'য় ॥

বল কৃষ্ণ , ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ করা ধ্যান ॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র। কভূনহে যমের সে অধিকার পাত্র ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন
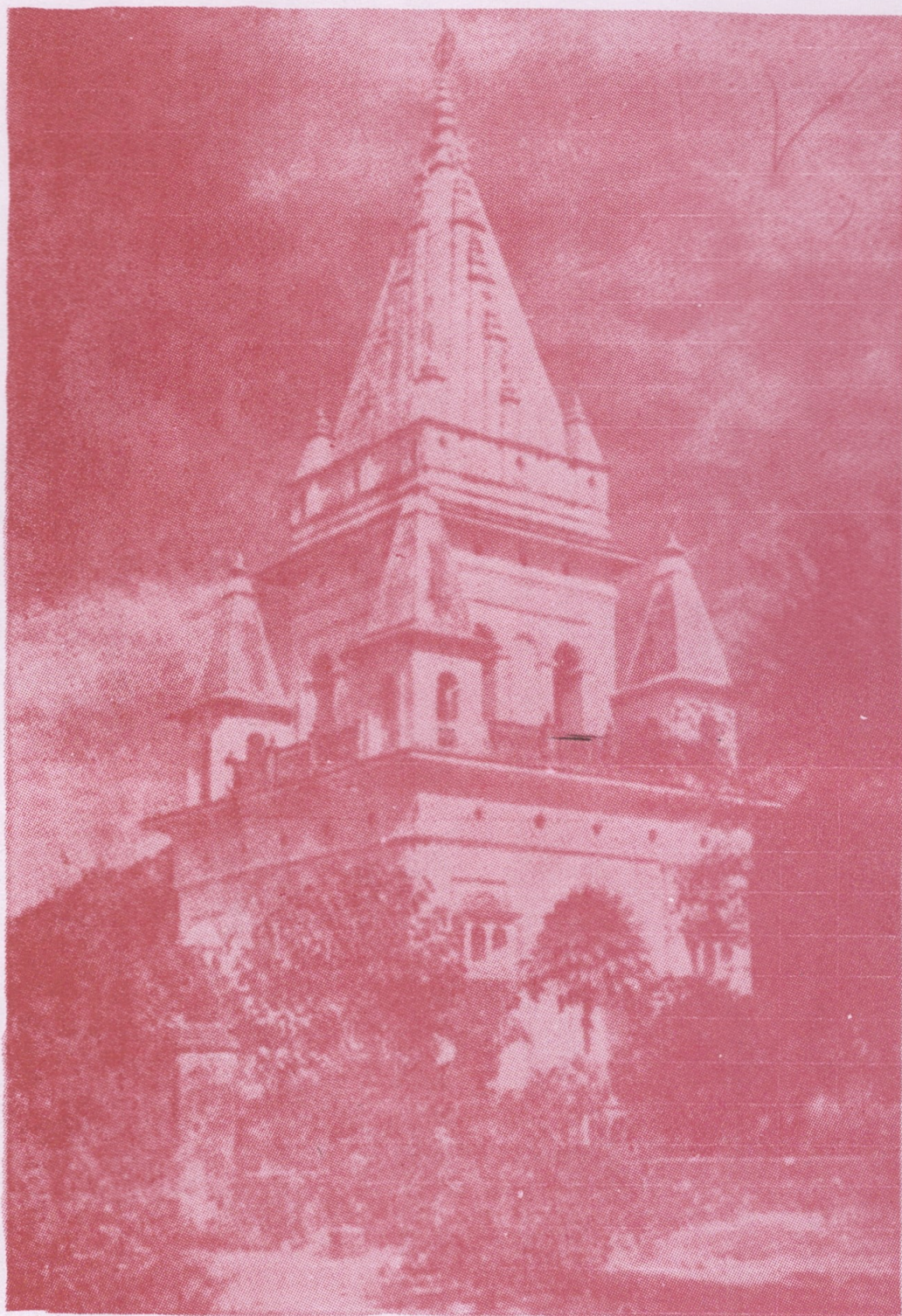
শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ

এবং তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী—
ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থরত্ন-সমূহ

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের বর্ত্তমান মঠাচার্য্য
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজের করকমলে

ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত হইল।

বিষয়-সূচী

তত্ত্ববিবেক

তত্ত্বসূত্র

আম্নায়সূত্র

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

— গ্রন্থ রচয়িতা —

আবির্ভাব—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তিরোভাব—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবর্য্য

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রী ম দা ম্না য় সূত্র

শ্রৌত পরম্পরা-প্রাপ্ত শাস্ত্রসার সিদ্ধান্তগুচ্ছ
অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার-সম্মত
এবং
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধভিধেয়-প্রয়োজন প্রতিপাদক
গ্রন্থরাজ
ভজন জীবনের আধার, আশ্রয় এবং আলোকস্বরূপ
ত্রিংশোত্তর-শত সূত্র সমন্বিত প্রকরণ ষোড়শক।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্

শক্তিমত্তত্ত্ব নিরূপণম্

ওঁ হরিঃ ॥ অথাত আম্নায়সূত্রং প্রবক্ষ্যামঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃওঁ ॥

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগদাচার্যবিগ্রহম্। কেন ভক্তি বিনোদেন বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ ॥
প্রমাণৈরষ্টভিঃ ষড়্ভির্লিঙ্গৈর্বেদার্থনির্ণয়ম্, অভিধাবৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
ত্রিংশোত্তর শতং সূত্রং রচিতং মহদাজ্ঞয়া। পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ সর্বে চৈতন্যপদসেবিনঃ ইতি ॥ ১ ॥

সর্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্বক এবং শ্রুতিপ্রমাণকে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান করিয়া আমরা শ্রীআম্নায়সূত্র বলিতেছি।

জগতের আচার্যবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে ভক্তি-বিনোদ উপাধিক কোন ব্যক্তি এই ১৩০ সংখ্যক সূত্র রচনা করিলেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছয় প্রকারের লিঙ্গ অবলম্বন করতঃ সমস্ত বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি আশ্রয়পূর্বক মহদাজ্ঞাক্রমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত বৈষ্ণবসকল ইহা স্বচ্ছন্দে পাঠ করুন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব এই অষ্টবিধ প্রমাণ এবং উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টি তাৎপর্য-নির্ণয়ের লিঙ্গ। অভিধা, লক্ষণা প্রভৃতি শব্দের বৃত্তি। তন্মধ্যে অভিধাবৃত্তিই মুখ্যা। যে স্থলে অভিধা অসম্ভব, সে স্থলে লক্ষণাদির প্রয়োগ। ॥ ১ ॥

যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ দ্বারাই অর্থোপলব্ধি করিয়া কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী বা পরিত্যাজ্য, তাহা নির্ণীত হয়। যদিও দশবিধ প্রমাণ প্রচলিত আছে ; আম্নায় সূত্রকার আর্ষ ও চেষ্টা এই দুইটীর স্বতন্ত্রত্ব অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি সম্ভব—এই অষ্টবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও এই অষ্ট প্রকারই স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ শব্দের সাধারণ অর্থে, বিষয় সন্নিকর্ষে ইন্দ্রিয়

দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির কারণ, কোন প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া তদ্রূপ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান, যুক্তি বা পরামর্শ দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়। উপমান,— প্রসিদ্ধ কোন পদার্থের সাদৃশ্য দ্বারা সাধ্যের সাধন বা অন্য পদার্থের পরিচয়। শব্দ,—আপ্তবাক্য অথবা ভগবৎ কথিত অপৌরুষেয় বাক্যসমূহ অথবা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান। ঐতিহ্য— প্রচলিত জনশ্রুতিই ঐতিহ্য ; ইহা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ইতিহাসাদি জ্ঞান। অনুপলব্ধি অথবা অভাব অর্থাৎ দর্শনে অনুপলব্ধি ; যাহা পাওয়া যায় না, তাহার 'অভাব। অর্থাপত্তি—কার্য বা পরিণামের দর্শন দ্বারা তাহার মূল কারণের বিচার কল্পনা যাহা করা যায়, তাহাই অর্থাপত্তি। সম্ভব—সহস্রের মধ্যে শতের সম্ভাবনাকে সম্ভব বলে।

বেদার্থ নির্ণয়ের পদ্ধতি যথা,—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে ॥

(প্রাচীন ভাষ্যকারগণকৃত শ্লোক)

সূত্রাকারে নিবদ্ধ ব্রহ্মসূত্রাদির তাৎপর্য নির্ণয়ে অন্তরায় বিহীনতার জন্য প্রাচীন ভাষ্যকারগণ প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

বিবেচনাপূর্বক আরম্ভই উপক্রম ; যে বিষয় লইয়া গ্রন্থারম্ভ হয়, তাহাকে উপক্রম বলে। গ্রন্থের সমাপ্তি বা যে বিষয়ে গ্রন্থ পর্যবসিত হয়, তাহাকে উপসংহার বলে। উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। প্রণিধানযোগ্য বিষয়ের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথনকে অভ্যাস বলে, যাহা দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অপূর্ব্ব অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও বর্ণিত বিষয়ের নাবীন্যতাই অপূর্ব্বতা। গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়বস্তুটি গ্রন্থ প্রমাণ দ্বারাই বোধগম্য হইয়া অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার নাম অপূর্বতা ফল। সাধারণতঃ বৈদিক বিধিবাক্যের তাৎপর্যব্যাখ্যাকে অর্থবাদ বলে। গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের যে প্রশংসা বা তদিতর বিষয়ের গর্হণকে বলা হয় অর্থবাদ। এই অর্থবাদরূপ উপায় আবার তিন প্রকার যথা,—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। বিষয়বস্তুর সঙ্গতি, সিদ্ধি অথবা যুক্তিযুক্ততাকে উপপত্তি বলা যায় ; অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য বা ব্যাখ্যা সর্বথা যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই।

শব্দবৃত্তি বা শব্দের অর্থপ্রকাশিকা যোগ্যতা তিন প্রকার যথা, মুখ্যা (অভিধা), লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যাবৃত্তিও আবার রূঢ়ি ও যোগা ভেদে দ্বিবিধা। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অপেক্ষা না করিয়া যে বৃত্তি শব্দের অর্থবোধ করায়, তাহাই রূঢ়ী। যোগ অর্থাৎ যোগ-রূঢ়বৃত্তি, ইহার উদাহরণ যেমন, পঙ্কজ অর্থে পদ্ম। ইহা যৌগিক বৃত্তিতে প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্নার্থ বুঝায়, যেমন 'মৃগাঙ্ক' শব্দে নিশাকর চন্দ্রকে বুঝায়। মুখ্য অর্থের বাধা ঘটিলে লক্ষণাবৃত্তিযোগে শব্দের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অন্য অর্থ বোধ হয়—যেমন 'গঙ্গায় ঘোষ' অর্থে গঙ্গাতটে ঘোষ পল্লী। এই লক্ষণাও তিন প্রকার যথা,—জহৎ স্বার্থা, অজহৎ স্বার্থা, জহদজহৎ-স্বার্থা। আর গৌণীবৃত্তিতে কথিত অর্থের লক্ষিত গুণযুক্ত সাদৃশ্য

বুঝায়, যেমন 'সিংহ দেবদত্ত' বলিলে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী দেবদত্তকে বুঝায়। যখন অভিধা-লক্ষণাদি বৃত্তি স্ব স্ব অর্থবোধ করিয়া স্তব্ধ হয়, তখন যে বৃত্তির বলে উদ্দিষ্ট অর্থের বোধ হয়, তাহা ব্যঞ্জনা (বা গূঢ়ার্থবোধিকা) বৃত্তি। এই সকল শব্দবৃত্তিগুলি পদ ও বাক্যত্ব প্রাপ্ত শব্দ-সমূহের অর্থ-প্রকাশে প্রযুক্ত।

প্রাচীন ভাষ্যকারগণ কি প্রকার সতর্কতার সহিত এবং নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। [১]

ওঁ হরিঃ॥ তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ হরিঃ ওঁ॥ ২॥

ছান্দোগ্যে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। বৃহদারণ্যকে। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।- পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ শ্রীমদ্ভাগবতে। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২॥

তত্ত্ববস্তু এক বই দুই নয়॥ ২॥

ছান্দোগ্য ৬।২।১ শ্লোকে, উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎস, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্বে একমাত্র নিত্যসত্তাবিশিষ্ট অদ্বয় বস্তুই বর্তমান ছিলেন। বৃহদারণ্যকে ৫।১ শ্লোক,—ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হন। লীলাপূর্তির পরে পূর্ণ অবতারের পূর্ণস্বরূপকে আপনাতে গ্রহণপূর্বক পূর্ণ অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন, পরমেশ্বরের পূর্ণত্ব কোন-ক্রমে হানিপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত সনাতন শাস্ত্র প্রতিপাদিত পরাৎপর পরতত্ত্ব। তাঁহার গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর স্বরূপই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধুর্যময় রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে,—সৃষ্টির আদিতে আমিই একমাত্র ছিলাম, জড়ব্রহ্মাণ্ডাদি আমা হইতে পৃথক্ কিছু ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি পূর্ণরূপে অবস্থান করি, এবং প্রলয়ান্তেও সচ্চিদানন্দরূপ আমিই একমাত্র থাকিব। আমার কোনকালে ক্ষয় নাই [২]

ওঁ হরিঃ॥ নিত্যং অচিন্ত্য শক্তিকম্॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩॥

শ্বেতাশ্বতরে। বিচিত্র শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো চান্যেষাং শক্ত্যস্তাদৃশস্যুঃ। একো বশী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ॥ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে। পরমাত্মা হরিদেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা। শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥ শ্রীজীবগোস্বামী,—সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণস্তা স্বরূপভূতাঃ স্বরূপাদভিন্ন শক্তয়ঃ॥ ৩॥

সেই তত্ত্ব নিত্য, এবং অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন॥ ৩॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপশক্তি বিভিন্ন প্রকার, এবং তাহা জ্ঞান,

ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ সম্বিৎশক্তি, সন্ধিনী শক্তি এবং হ্লাদিনী শক্তি নামে বিভক্ত হইয়া বেদাদি-শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে। এই এক পরমেশ্বরই সমস্ত দেবতাদের স্বতন্ত্র প্রভু এবং সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলেন,—শ্রীহরিই সেই শক্তিমান, পরমপুরুষ এবং শ্রীই তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি। ভগবান্ কেশবই পরমপুরুষ এবং শ্রীদেবী তাঁহার পরমাপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, অগ্নি ও তার উত্তাপ যেমন, শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিসমূহ বর্তমান; যাহা কেবল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্মের শক্তি তাঁহার স্বরূপভূত তত্ত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবে বর্তমান। কেবল লীলার জন্য শক্তি ও শক্তিমান্ নিত্যকাল দ্বিধা প্রকটিত। [৩]

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্যং সবিশেষম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। স বৃক্ষ কালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থং অমৃতং বিশ্বধাম॥ জ্ঞান শক্তিবলৈশ্বর্য্য বীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী। সদা স্বরূপ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য নূতনঃ। সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ ॥ ৪ ॥

সেই পরতত্ত্ব সর্ব্বদা সবিশেষ ॥ ৪ ॥

সেই পরমাত্মা সংসার বৃক্ষের ফল শোক-মোহ-সুখ-দুঃখাদি রহিত, ত্রিবিধ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তিনি মায়িক দেশ-কালের অতীত এবং তাঁহা হইতেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিশ্বের আশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, শাশ্বতপুরুষ, জীব-হৃদয়ে বিরাজমান, ইঁহা জ্ঞাত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। সেই ভগবান্ পূর্ণৈশ্বর্য্যরূপ সমগ্র—জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ দ্বারা সর্বদা যুক্ত; তাঁহার সমস্ত গুন সংপূর্ণ হেয়ত্ববর্জিত। ভগবানের গুণাবলী বর্ণনায় শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—তিনি সর্ব্বদা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, ত্রিকালসত্য বলিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ নিত্যনূতন পুরুষ, তাঁহার আকার সচ্চিদানন্দময় মহানন্দ-স্বরূপ এবং তিনি সমস্ত অচিন্ত্য সিদ্ধি দ্বারা সর্ব্বকাল সেবিত হইয়া থাকেন। [৪]

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্যং নির্বিশেষঞ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫ ॥

কঠে। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ হরিবংশে। ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্‌যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠমভজেস্তৎ সনাতনম্॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। নির্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ ৫ ॥

সেই তত্ত্ব নিত্য সবিশেষ হইয়াও নিত্য নির্বিশেষ ॥ ৫ ॥

সেই পরমাত্মা দুর্ব্বোধ্য কেন? শ্রুতিতে দেখা যায়,—প্রাকৃত শব্দ ভগবানকে নির্দ্দেশ

করিতে পারে না, তিনি প্রাকৃত স্পর্শের অগোচর, তিনি প্রাকৃত রূপবিহীন অতএব চক্ষুর বিষয় নহেন, তিনি প্রাকৃত রসনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং প্রাকৃত গন্ধহীন বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় নহেন, তিনি নিত্য; কিন্তু সেই পরমপুরুষকে, শাশ্বত পরমাত্মাকে তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের কৃপায় জানিয়া অপ্রাকৃত ভগবন্নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সেবা করিলে জীব মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। হরিবংশেও শ্রীভগবদুক্তি যথা,—ব্রহ্মতেজরূপ দিব্যজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা সনাতন পুরুষ আমিই, যাঁহার ভজনাই জীবের কর্ত্তব্য। সেই পরমপুরুষের অঙ্গজ্যোতিরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নির্বিশেষরূপে জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনের জন্যই শ্রুতিসমূহ ভগবান্‌কে নির্বিশেষ বলিয়া সূচিত করেন। [৫]

ওঁ হরিঃ ॥ বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যং তদচিন্ত্য শক্তিত্বাৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ কৌর্ম্মে। ঐশ্বর্যযোগাদ্‌-ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কদাচনঃ॥ শ্রীজয়তীর্থ মুনিঃ। ন কেবলং সামান্যতো বিচিত্র শক্তিরীশ্বরঃ কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান বিচিত্রশক্তিঃ॥ শ্রীজীবঃ। ধর্ম্ম এব ধর্মিত্বং নির্ভেদ এব নানা ভেদবত্বং অরূপিত্ব এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং ইতি পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণ নিধিঃ।৬॥

সেই তত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তিপ্রযুক্ত সবিশেষ-নির্বিশেষরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম সমঞ্জসরূপে বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

সেই পরম পুরুষ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন; যেহেতু তিনি প্রাকৃত পদরহিত হইয়াও দ্রুত গমন করেন এবং প্রাকৃত হস্তহীন হইয়াও সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুঃ না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সকল কথা শ্রবণ করেন। জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা তিনি জানেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাকে জগতে কেহ জানেন না; তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনযুক্ত ভক্তিনেত্র দ্বারাই তাঁহাকে দেখেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে আদিপুরুষ, পূর্ণপুরুষ, ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকেন। কূর্ম্মপুরাণে যথা,--ঐশ্বর্য্য-যোগযুক্ত ভগবান্ সচ্চিদানন্দ লীলাময় পুরুষ বলিয়া পরস্পর বিরুদ্ধার্থসূচক গুণগণ দ্বারা অভিহিত হন। তথাপি পরমপুরুষের সমস্ত গুণসমূহ মঙ্গলময়, যেহেতু কোনপ্রকারের দোষ তাঁহাতে কদাচ দৃষ্ট হয় না॥ শ্রীজয়তীর্থ মুনি বলেন,--ঈশ্বরের শক্তি কেবল বিচিত্র বা আশ্চর্য্যকর নহে কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সর্ব্বদা তাঁহার অচিন্ত্য পরমাদ্ভুত শক্তিমত্তা বর্ত্তমান॥ শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি অনুসারে,—ভগবান্ পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান অনন্ত গুণসমূহের সমুদ্র। তাঁহার বিরুদ্ধগুণের উদাহরণ যথা,—একই পুরুষে ধর্মের এবং ধর্মিত্বের অবস্থান, ভেদবিহীনতা এবং ভেদময়তা, রূপরাহিত্য এবং সচ্চিদানন্দ সুন্দররূপ, সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং মধ্যমাকার কৃষ্ণবিগ্রহত্ব, এই সকল যুগপৎ এবং পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে নিত্যকাল তাঁহাতে বর্ত্তমান ॥৬॥

ওঁ হরিঃ ॥ সবিশেষত্বমেব বলবদিতরানুপলব্ধে ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং। তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ মহাবরাহে। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাদ্যস্য পরাত্মনঃ। হেয়োপাদেয়রহিতাঃ নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥ পরমানন্দ সন্দোহ জ্ঞানমাত্রা চ সর্বতঃ দেহ দেহি ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ শ্রীজীবঃ। অখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যাকারস্য স্ফূর্তি লক্ষণত্বেন স্ব প্রভাকারস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয় ইতি যুক্তমেব ॥ ৭ ॥

নির্বিশেষ অবস্থা উপলব্ধ হয় না বলিয়া সবিশেষ অবস্থা বলবান ॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ও আরণ্যোপনিষৎ বলেন, আকাশে অবস্থিত সূর্যকে চক্ষু যেমন অবাধে দর্শন করে, তদ্রূপ বিষ্ণুর যে পরমপদ দিনমণি সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, সেই পরমপদ দিব্যসূরি বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন। সেই বিষ্ণুপদ চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব। মহাবারাহ পুরাণ বলেন,—বিষ্ণুর স্বাংশভূত অবতার সকলই নিত্যকাল শাশ্বতরূপে বর্তমান আছেন। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক কোন প্রকার হেয় বা উপাদেয় গুণ তাঁহাতে নাই। চিন্ময় পরমানন্দ পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানে দেহ এবং দেহীর মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই, যাহা জীবে কিন্তু বিদ্যমান। শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন,—অখণ্ডতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ নিজের সর্ব্বব্যাপী প্রভাবলয়রূপ ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয় স্বরূপেই সামান্যভাবে ভক্তের দৃষ্টিতে গোচরীভূত হন। ভক্তিনেত্রবিহীন অর্থাৎ ভক্ত্যন্ধ জনের নিকটেই ভগবান্ উপলব্ধ না হইয়া নির্বিশিষ্টরূপে বিচারিত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চিন্ময় সবিশেষ, এবং অধিকারী ভক্তগণের নিকট সর্বদা ওই রূপেই অনুভূত হইয়া থাকেন। [৭]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান—রূপেণ তচ্চতুর্দ্ধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ভাগবতে। ভক্তিযোগেন মনসা সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রযাম্ ॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ শ্রীজীবঃ। একমেবং পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ তদ্রূপবৈভব জীব প্রধান রূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে ॥ ৮ ॥

সেই বলবান্ সবিশেষতত্ত্ব স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চতুর্বিধরূপে নিত্য বর্তমান ॥ ৮ ॥

সেই পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ ও সর্বকারণ-কারণ, তিনি কালেরও কাল, ঐশ্বর্য, কারুণ্য, ঔদার্য, মাধুর্য প্রভৃতি অসংখ্য দিব্য কল্যাণগুণের আশ্রয়, নানাবিধ বস্তুরচনাকুশল ও সর্ব্বজ্ঞাতা, তিনি প্রকৃতির ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার অধীশ্বর, তিনিই ভক্তিমার্গের সাধককে মুক্তি প্রদান করেন ও বহির্ম্মুখ জীবের সংসার-বন্ধন প্রদান করেন, সমস্ত জগতের তিনি পালনকর্তা। ভাগবতে যথা,—ব্যাসদেবের

চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে তিনি পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন. কৃষ্ণের দূরাশ্রিত মায়াতত্ত্বকে দর্শন করিলেন। পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত, তাঁহার ছায়াস্বরূপ দুরস্থিত মায়াকে দেখিলেন। চিচ্ছক্তির অনুপ্রকাশরূপ জীব জীবশক্তিপ্রসূত চিৎকণ; মায়া অপেক্ষা পরতত্ত্ব এই জীবকে ব্যাসদেব দেখিলেন। বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া আপনাদিগকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন। মায়াকৃত কার্যসকলকে অভিমান দ্বারা নিজকৃত বলিয়া মনে করিতেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি অনুসারে,—একমাত্র যে পরমতত্ত্ব ভগবান্ তাঁহার স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা--স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব (অন্তরঙ্গা শক্তি), জীব ও প্রধান (মায়াশক্তি) এই প্রকার চতুর্বিধভাবে অবস্থান করেন। [৮]

ওঁ হরিঃ ॥ অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মকম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

কঠে। একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ভাগবতে। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ পাদ্মে। অচিন্ত্যৈব শক্ত্যৈব একোঽবয়ববর্জিতঃ। আত্মানং বহুধা কৃত্বা ক্রীড়তে যোগ সম্পদা॥ শ্রীজীবঃ। স্বমতেত্বচিন্ত্য ভেদাভেদাবেব। ইতি শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণ সূত্রভাষ্যং সমাপ্তং ॥ ৯ ॥

এই চতুর্বিধ প্রকাশ নিত্য হইলেও অচিন্ত্যরূপে যুগপৎ পরস্পর অভেদ ও ভেদাত্মক ॥ ৯ ॥

যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান, এক, সর্ব্বনিয়ন্তা, অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ নিজেকে বিভিন্নাংশে দেব-তির্যক্ মনুষ্যাদি অনেক প্রকারে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, হৃদয়াকাশে অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে যে সকল বিবেকী ব্যক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তন-মননাদি উপায়ে নিরন্তর সাক্ষাৎকার করেন, সেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহাদের নিত্য সুখ হইয়া থাকে, অনাত্মদর্শী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের সেই শাশ্বত সুখ হয় না। চতুঃশ্লোকীতে শ্রীভগবদুক্তি যথা,—এই জগতে মহাভূত-সকল সমস্ত উচ্চ ও নীচ বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে (পৃথ্বি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদিরূপে) অপ্রবিষ্টরূপে বর্ত্তমান। সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে পরমাত্মরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে ভক্তগণের প্রেমাস্পদ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ পূর্ণ-স্বরূপে নিত্যকাল অবস্থিত আছি। পদ্মপুরাণে যথা,— অমি সর্বদা এক অদ্বিতীয় এবং অবয়বাদি বর্জিত হইয়াও অর্থাৎ অখণ্ড স্বরূপ হইয়াও আমার অচিন্ত্য পরাশক্তির প্রভাবে নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিয়া যোগৈশ্বর্য্যদ্বারা বিচিত্র ক্রীড়াসকল অনুষ্ঠিত করিয়া থাকি। শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি যথা,—নিজ মতের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ এই সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হয়। [৯]

ইতি শক্তিমত্তত্ত্বপ্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

শক্তিপ্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদিতি পর শক্তেঃ প্রভাবত্রয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ॥ বিষ্ণুপুরাণে। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। সচ্চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি॥ ১০॥

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ এই তিনটী এক পরাশক্তির তিনটী প্রভাব॥ ১০॥

সেই পরমেশ্বরের কোন প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই। তাঁহার পরাশক্তি বিভিন্ন প্রকার। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে স্বরূপশক্তি—জ্ঞান, বল, ক্রিয়া রূপা অথবা সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপশক্তিগত হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ বৃত্তিও পূর্ণ চিন্ময়। মায়াবদ্ধ জীবের সত্তায় এই ত্রিবিধ ব্যাপার গুণসম্মিশ্রণ দ্বারা হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা – এই ত্রিবিধ ভাব পাইয়াছেন কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত পরমেশ্বরে ঐ শক্তি নির্ম্মল ও নির্গুণভাবে অবস্থিত। [১০]

ওঁ হরিঃ॥ সৈব স্বতোঽন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা ॥ হরিঃ ওঁ॥ ১১ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং॥ অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥ বিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণু-শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ শ্রীজীবঃ। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গা চ॥ শ্রীকবিরাজঃ। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়া শক্তি॥ ১১॥

সেই পরাশক্তিই স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা॥ ১১॥

শ্বেতাশ্বতরে,—নানাবিচারের পর ব্রহ্মবিদগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের আত্মভূতা অচিন্ত্য শক্তিকে সৃষ্টির কারণরূপে দর্শন করিলেন. ঐ ভগবচ্ছক্তি ভগবানের স্বকীয় সার্ব্বজ্ঞাদি প্রভাবের দ্বারা আচ্ছাদিতা। বহিরঙ্গা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী যাহা অগ্নিরূপে লোহিতবর্ণা রজোগুণাত্মিকা. জলরূপে, শুক্লবর্ণা সত্ত্বগুণাত্মিকা এবং পৃথিবীরূপে কৃষ্ণবর্ণা তমোগুণাত্মিকা। একই দেহরূপ বৃক্ষে থাকিয়া বিমুখ জীব ভোগাসক্ত হইয়া দেহাত্মবোধবশতঃ সংসারে ডুবিয়া যায় এবং মায়ায় মুহ্যমান হইয়া উদ্ধারের উপায় না পাইয়া দীনতাবশতঃ দুঃখ করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে,— বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার.—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই 'চিচ্ছক্তি', ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া। শ্রীজীব-গোস্বামীও বলেন যে পরমেশ্বরের শক্তি—অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা ভেদে ত্রিবিধা। [১১]

ওঁ হরিঃ ॥ তদীক্ষণাচ্ছক্তিরেব ক্রিয়াবতী ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে শক্তিপ্রকরণং সমাপ্তম্।

প্রশ্নোপনিষদি। স ঈক্ষাং চক্রে॥ ঐতরেয়ে। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ সৃজত॥ বামন পুরাণে। তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তীঃ প্রবোধয়ন্। একা এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসা॥ শ্রীভগবদ্গীতায়াং। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। শক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্তা, জড়রূপা প্রকৃতি নহি ব্রহ্মাণ্ডকারণ। মায়া দ্বারে সৃজে তেঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ ১২॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্র ভাষ্যে শক্তিপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

সেই সবিশেষ তত্ত্বের ঈক্ষণ হইতে শক্তি ক্রিয়াবতী হন॥ ১২॥

প্রশ্নোপনিষদে যথা,—সেই ভগবান্ আলোচনা করিলেন বা ঈক্ষণ করিলেন। ঐতরেয় উপনিষদে,—তাঁহার ইচ্ছা হইল—আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। সেই পরমাত্মা এইসকল লোক সৃষ্টি করিলেন। বামনপুরাণে—সেই সেই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রত্যেক শক্তিকে চেতনীভূত করেন। ভগবানের এক পরা শক্তিই ভগবানের দ্বারা বিভিন্নরূপে প্রেরিত হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্যসকল সহজে সম্পন্ন করেন। গীতায় ভগবানের উক্তি যথা,—আমার বিলাস সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে যে কটাক্ষ করি, সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে; এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। [১২]

ইতি শক্তিতত্ত্বের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

স্বরূপ প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ স্বরূপং ত্রিবিধম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ। তত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥ ভাগবতে। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।

স্বরূপ তিন প্রকার॥ ১৩॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—এই প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বই পরমব্রহ্ম বলিয়া বেদান্তে খ্যাত, সেই পরমব্রহ্মে জীব, শব্দাদি বিষয়রূপ প্রপঞ্চ ও প্রেরয়িতা নিয়ামক ঈশ্বর—এই তিনটিই সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এই তিনেরই পরম আশ্রয় সেই পরমব্রহ্ম। তিনি প্রপঞ্চাদির আশ্রয় হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত অবিনাশী কূটস্থ। ব্রহ্মবিদ্গণ এই পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চাতীত মানিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হন এবং তাঁহার সেবাফলে গর্ভবাস, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু—এই পঞ্চবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবতে,—অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই

তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি; চিদ্বিস্তারক পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি; চিদ্বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় বা পূর্ণ প্রতীতি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি অনুসারে জ্ঞানমার্গ দ্বারা ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গ দ্বারা পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গ দ্বারা ভগবদ্রূপে সেই পরতত্ত্ব প্রকাশ পায়। [১৩]

ওঁ হরিঃ॥ জ্ঞানে চিন্মাত্রং ব্রহ্ম ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৪॥

তলবকারে। যদ্বাচানভ্যুদিতং যন্মনসা ন মনুতে যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি॥ মাণ্ডুক্যে। সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। গীতায়াং। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য যেন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥১৪॥

জ্ঞান-মার্গে সেই স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপে প্রকাশ॥ ১৪॥

কেনোপনিষদে,—যে তত্ত্ব প্রাকৃত বাক্‌শক্তি দ্বারা অনুচ্চারিত, যাঁহাকে বুদ্ধি ও মন দ্বারা কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না, যাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা লোক দেখে না, জড় শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে লোকে শুনে না, লোকে যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, তাঁহকেই ব্রহ্ম বলিয়া তুমি জানিবে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে,—শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবদ্বারা বাচ্য এই যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, ইহারা সকলেই পরাপর ব্রহ্মস্বরূপ। এই যে জীব-শরীর মধ্যে প্রত্যগাত্মা আছেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম। চারিটি মাত্রা লইয়া যে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম প্রণব বাচ্য, তন্মধ্যে বৈশ্বানর প্রভৃতি তিন পাদের পরে যিনি তুরীয় বা চতুর্থ পাদরূপে প্রতিপন্ন হন, তিনিই সেই আত্মা ওঙ্কার বাচ্য। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন,—বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বস্বরূপ আমিই জ্ঞানিদিগের চরম-গতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখস্বরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জ্ঞান চক্ষুদ্বারা সেই পরতত্ত্বকে কেবল নির্বিশেষরূপে অনুভূত হয়, কিন্তু ভক্তিনেত্র দ্বারাই তাঁহার চিন্ময় সবিশেষ-রূপ দৃষ্ট হয়। [১৪]

ওঁ হরিঃ॥ যোগে বিশ্বময় পরাত্মা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৫॥

ঐতরেয়ে। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ॥ শ্বেতাশ্বতরে। অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মন্বীশো মনসাঽভিক্লিপ্তো য এতদ্বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি॥ নারদীয় তন্ত্রে। বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যানাথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। পরমাত্মা যেঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥ ১৫॥

অষ্টাঙ্গাদি যোগ মার্গে বিশ্বগত পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ব প্রকাশ পান॥ ১৫॥

ঐতরেয়োপনিষদে,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছুই পৃথগ্ ভাবে ছিল না, একমাত্র তিনিই ছিলেন, জগৎপ্রসবিনী বহিরঙ্গা শক্তি ও জীবশক্তি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিত ছিলেন। ভগবান্ স্বাধীন সঙ্কল্প ও স্বাধীন শক্তিবিশিষ্ট। তাঁহার ইচ্ছা হইল,—আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে,—পরমপুরুষের অভিব্যক্তি স্থান হৃদয় প্রদেশ, তাহার পরিমাণ প্রত্যেক জীবের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণানুসারে, এজন্য তিনি তথায় অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইল। তিনি পরিপূর্ণস্বরূপ এজন্য এবং দেহরূপ পুরে শয়নকারী অথবা সর্ব্বকামনার পূরক কিংবা সর্ব্বপালক অতএব তিনি অন্তরাত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন যেমন জাগ্রদাদি বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন, দেহস্থ পরমাত্মা তাদৃশ নহেন, তিনি সর্ব্বকালেই সর্ব্বাবস্থাতেই প্রাণীদের হৃৎপুণ্ডরীকে সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত। নির্ম্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা তিনি ধ্যানে প্রকাশিত হন। তিনি জ্ঞানের প্রভু। যাঁহারা এই পরমাত্মস্বরূপ অবগত হন, তাঁহারা মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন। নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—ভগবান্ বিষ্ণুর তিন প্রকারের বক্ষ্যমাণ অবতারকে ত্রিবিধ পুরুষাবতার বলিয়া জানিবে। মহত্তত্ত্ব স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং সর্ব্বজীবান্তর্যামী ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার, যাঁহাকে জানিলে জীব মায়া-মুক্ত হয়। এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশস্বরূপ, এজন্য গীতায় বলিয়াছেন,—'একাংশেন স্থিতো জগৎ'। [১৫]

ওঁ হরিঃ ॥ তদবতারাহ্যসংখ্যা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৬ ॥

চতুর্বেদশিখায়াং। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধ কল্কিরহমিতি॥ ভাগবতে। অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার। যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মার অসংখ্য অবতার ॥ ১৬ ॥

চতুর্বেদশিখায় দৃষ্ট হয়,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহই আমি; আমিই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব, রাম, বুদ্ধ, কল্কি ইত্যাদি অবতার-সমূহের মূল পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতে,—হে শৌনকাদি দ্বিজগণ! যেরূপ বৃহৎ জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ বহির্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি ভগবান্ শ্রীহরির অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। ভগবানের ছয় প্রকার অবতারের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। [১৬]

ওঁ হরিঃ ॥ সর্বে চিচ্ছক্তিমন্তো মহেশ্বরাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৭ ॥

চতুর্বেদশিখায়াং। নৈবেতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এষহেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দ ইতি॥ বারাহে। স্বাংশশ্চাথো বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে॥

ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ। সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। মায়াতীত পরব্যোম সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি ধরি অবতার নাম ॥১৭॥

অংশাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার সকলেই চিচ্ছক্তিমান মহেশ্বর ॥ ১৭ ॥

চতুর্ব্বেদশিখা বলেন,—এই অবতারসমূহের কোনরূপ প্রাকৃত জন্ম নাই, অজ্ঞানবন্ধন, বন্ধনমুক্তি ইত্যাদি কোন ব্যাপারই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা সকলে পূর্ণ পুরুষ, জরাবিহীন, অমৃতময়, সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমানন্দময় ইত্যাদি। বরাহপুরাণ বলেন,—ভগবানের দুই প্রকারের অংশ বর্তমান, তাঁহাদের মধ্যে ভগবদবতার-সকল স্বাংশরূপ বিভুচৈতন্য এবং জীবসকল বিভিন্নাংশরূপ অণুচৈতন্য। ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে,—জগতের জীবসকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদানে সমর্থ প্রভুই জগদীশ্বর। সেই পরমপুরুষের সহস্র সহস্র অবতারসমূহ বর্তমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—ভগবানের সমস্ত অবতারগণ নিজ নিজ ধামে পরব্যোমে নিত্যকাল অবস্থান করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অবতার বলিয়া পরিচিত হন। [১৭]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তৌ পূর্ণপুরুষো ভগবান্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ গর্গ সংহিতায়াং পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ পরাৎপরো যঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ। স্বয়ং সদানন্দময়ং কৃপাকরং তং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী। স্বভাবতোঽপাস্ত-সমস্তদোষমশেষ-কল্যাণ গুণৈকরাশিং। ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্মপরং বরেণ্যং ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥ ১৮ ॥

শুদ্ধ ভক্তিমার্গে সেই তত্ত্ব পূর্ণপুরুষ ভগবৎ স্বরূপে প্রকাশ ॥ ১৮ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন,—আমি জানিয়াছি, সূর্যের মত স্বয়ংপ্রকাশরূপ সেই জ্যোতির্ময় বিশ্বব্যাপী মহাপুরুষই ইনি। তিনি অজ্ঞানান্ধকারের অর্থাৎ মায়ার অতীত। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিয়া উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পরমপদ-প্রাপ্তির আর কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। গর্গ সংহিতায়,—সেই পূর্ণপুরুষ অনাদি, নিত্য-নবীন, শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, পরাৎপর যিনি, তিনিই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং সদানন্দ পরিপূর্ণ, কৃপাবারিধি, গুণসমুদ্র, আমি তাঁহার শরণাগতি গ্রহণ করিলাম। শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন,—সেই ভগবত্তত্ত্ব স্বভাবতঃ সমস্ত দোষশূন্য, কেবলমাত্র অশেষরূপ কল্যাণগুণরাশি, চতুর্ব্যূহের মূলরূপ; পরব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বদেবগণের আরাধ্য বস্তু। এতাদৃশ কমললোচন হরি-শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদি ধ্যান করি। [১৮]

ওঁ হরিঃ ॥ ঔদার্য-মাধুর্যৈশ্বর্যভেদেন তৎ স্বরূপমপি ত্রিবিধম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং

প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ গোপালোপনিষদি। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥ মনুঃ। প্রশাসিতারং সর্ব্বেষাং অনীয়াংস মনোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥ ভাগবতে। ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ ॥ নারদপঞ্চরাত্রে। মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ। সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞী। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু। নবকুবলয় দাম শ্যামলো বাম জঙ্ঘা হিততদিতর জঙ্ঘঃ কোপি দিব্যঃ কিশোরঃ। ত্বমিব স স ইবত্বং গোচরোনৈব ভেদঃ কথয় রূপ্যমহো মে জাগ্রতঃ স্বপ্ন এষঃ ॥ ১৯ ॥

সেই ভগবৎ স্বরূপ ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও ঔদার্য স্বরূপ ভেদে ত্রিবিধ প্রকাশমান ॥ ১৯ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। সেই ভগবান্ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরম নিয়ন্তা, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরমপূজ্য দেবতা, প্রজাপতিদিগেরও অধিপতি এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই সমগ্রবিশ্বের পরমেশ্বর স্তবনীয় পুরুষোত্তমকে আমরা ধ্যানকরি। সেই মহাপ্রভু সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী সর্ব্বোত্তম, সর্বশক্তিমান্ তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্যে একমাত্র সমর্থ, জীবের নিগ্রহানুগ্রহ তাঁহারই অধীন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনিই সত্ত্বগুণান্বিত অন্তঃকরণের প্রবর্তক যেহেতু তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশস্বরূপ অবিনাশী পরতত্ত্ব। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে গোপালতাপনী উপনিষদ্ বলেন,—সেই ভগবানের নয়নদ্বয় বিকশিত নবীন কমলপুষ্পের ন্যায় সুন্দর এবং অরুণ-বর্ণযুক্ত, তাঁহার অঙ্গের প্রভা নীলনীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার পরিধানের বসন স্থির বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ; তিনি দ্বিভুজ কিশোর নরাকৃতি গোপবেশ, অসীম মাধুর্যময় আত্মানন্দজনিত মৌনমুদ্রাসমন্বিত তাঁর মন্দহাস্যযুক্ত বন্দনারবিন্দ, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপাদ কণ্ঠলম্বিত বনমালা ধারণ করিয়াছেন। মনু বলেন;—সমস্ত জীবগণের শাসনকর্ত্তা সেই ভগবান্ স্বর্ণদ্যুতিবিশিষ্ট, সমাধি দশা লব্ধ বুদ্ধিগম্য, সেই মহাপ্রভুকেই পরমপুরুষ বলিয়া জানিবে। ভাগবত বলেন,—দেবতাগণেরও পরমপ্রভুরূপ কাল সে পরমেশ্বরে কোন কার্যক্ষম হয় না। নারদপঞ্চরাত্রে,—মণি যেমন শিল্পীর কলাচাতুর্যদ্বারা নীল পীতাদি বর্ণ সমন্বিত হয়, তথা ভগবান্ অচ্যুতও ঐশ্বর্য, মাধুর্য, ঔদার্য প্রেমযুক্ত ভক্তগণের ধ্যান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন। চৈতন্য চরিতামৃতও সেই পরতত্ত্বকে ঐশ্বর্য-বিগ্রহ নারায়ণ, মাধুর্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও ঔদার্য-বিগ্রহ চৈতন্যদেবরূপে স্থাপনা করে। সেই পরম দয়ালু চৈতন্যচন্দ্রই কলিহত জীবের সন্ত্রাণকর্ত্তা। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের উক্তি,— নব কুবলয়দামসদৃশ এক অনির্বচনীয় দিব্য কিশোর বাম জঙ্ঘার উপরি দক্ষিণ জঙ্ঘা স্থাপনপূর্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হে প্রভো, তিনি তোমার ন্যায় এবং তুমি তাঁহার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছ, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অহো! ইহা কিরূপে আমার জাগ্রত অবস্থার স্বপ্ন? [১৯]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বেন ধাম্নাত্মশক্ত্যা চ সোঽপ্যবতরতি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে স্বরূপ প্রকরণং সমাপ্তম্ ।

চৈতন্যোপনিষদি। গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীত সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি ॥ তলবকারে। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব। তস্মাৎ তিরোদধে ॥ কালিকাপুরাণে দেবীস্তুতৌ। যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ। ন বিবৃন্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ॥ শ্রীগোবিন্দদাসস্য প্রার্থনা। হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে। গৌর কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত ভেল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে, না ভজিলাম হেন অবতার। দারুণ বিষয় বিষে, সতত মজিয়া রনু, মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার॥ এমন দয়ালু দাতা আর না পাইব কোথা, পাইয়া হেলায় হারাইনু। গোবিন্দদাসিয়া কয়, অনলে পুড়িনু নয়, সহজেই আত্মঘাতি হইনু ॥ ২০ ॥

ইতি স্বরূপ প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সেই ভগবৎ স্বরূপ স্বীয় ধামের সহিত আত্মশক্তিবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ॥ ২০ ॥

অথর্ব বেদান্তর্গত চৈতন্যোপনিগদ্ বলেন,—মহাপুরুষ গৌরাঙ্গদেব সমস্ত প্রাণিগণেব অন্তর্যামী পরমাত্মা, তিনি ভক্তিযোগ বিস্তারার্থ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ যে প্রেমভক্তি তাহা জগজ্জীবকে বিতরণ করিবেন। তলবকার উপনিষদে,—পরব্রহ্ম বিষ্ণু দেবতাগণের অজ্ঞতা বুঝিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাদের সেই মিথ্যা অভিমান দূরীকরণার্থ স্বীয় অচিন্ত্য-প্রভাবে এক অদ্ভুত প্রাণিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন ইত্যাদি। অনন্তর যক্ষরূপধারী শ্রীবিষ্ণু সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কালিকা পুরাণে দেবস্তুতিতে,—যাঁহার স্বরূপ ব্রহ্মাদিদেবগণ, তপোধ্যান পরায়ণ মুনিগণ ইত্যাদি সকলে ব্যক্ত করিতে পারে না, তাহার বর্ণনা কিপ্রকারে করিব ? শ্রীগোবিন্দদাসের প্রার্থনার মর্ম সহজে বোধগম্য হয়। [২০]

ইতি স্বরূপ প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ধাম প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ তত্তৎ স্বরূপ বৈভবং ধামনিচয়ম্ ॥ ২১ ॥

মুণ্ডকে। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যং অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী। সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্ত্বা হয় তাহাতে বিশ্রাম ॥ ২১ ॥

মুণ্ডকে,—নিত্য-সত্য-স্বরূপ ভগবানকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা দ্বারা, ব্রহ্মচর্য ও তত্ত্বানুশীলন দ্বারা হৃদয়-কমলের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে সেই বিশুদ্ধস্বরূপ পরতত্ত্বকে একান্ত ভক্ত যতিগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া তৎফলে অবিদ্যাদি দোষমুক্ত হইয়া ভক্তিনেত্র দ্বারা দর্শন করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—ত্রিগুণময় তমোরূপা মায়াকে অতিক্রম করিয়া বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক অবস্থিত; যথায় মায়াতীত সিদ্ধপুরুষগণ থাকেন এবং শ্রীহরিদ্বারা নিহত দৈত্যগণও তথায় বাস করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত আছে যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী বৃত্তিদ্বারা প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বময় ধামেই শ্রীভগবান্ অবস্থান করেন। [২১]

ওঁ হরিঃ ॥ জ্যোতির্ব্রহ্মণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥২২॥

প্রশ্নে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ভাগবতে। মুনয়ো বাতবসনা শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ চরিতামৃতে। বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥ নির্ব্বিশেষ জ্যোতিবিম্ব বাহিরে প্রকাশ। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ২২ ॥

জ্যোতিই ব্রহ্মের ধাম ॥ ২২ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—শরীর শোষক ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রহ্মচারী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয় ॥ ভাগবতে,—দিগম্বর, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসীসকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতের উক্তি অনুসারে সেই নির্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে ব্রহ্মসাযুজ্যলব্ধ সাধকগণ লয়প্রাপ্ত হন। [২২]

ওঁ হরিঃ ॥ বিশ্বং পরমাত্মনঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৩ ॥

কঠে। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। পাদ্মে। ত্রিপাদ বিভূতের্ধামস্তত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং। বিভূতির্মায়িকী সর্ব্ব প্রোক্তা পাদাত্মিকা মতঃ ॥ শ্রীকবিরাজ। অন্তরাত্মারূপে তিঁহো জগৎ আধার ॥ প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ! তথাপি প্রকৃতিসহ নাহি স্পর্শ গন্ধ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বই পরমাত্মার ধাম ॥ ২৩ ॥

প্রাণস্বরূপ রক্ষক এবং সর্ব্বলোক-নিয়ামক এই যে ব্রহ্ম, যাহা বিভু এবং সর্ব্বভীতিপ্রদ, উহা হইতে উৎপন্ন এই যাহা কিছু সমস্ত জগতকে কম্পিত করিতেছেন, যাঁহারা এই ব্রহ্মকে অবগত হন, তাঁহারা অমৃতত্বের অধিকারী। এই ভগবানের শাসনে অগ্নি দাহ করিতেছেন, সূর্য তাপ ও প্রকাশ দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ুও নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন। যমও ভয়ে কার্যতৎপর হইতেছেন। সমস্ত লোকপালগণের নিয়ন্তা যদি কেহ বজ্রোদ্যত করের ন্যায় না থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের

নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না। পদ্মপুরাণে,—ভগবানের চিন্ময়ধাম তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতিদ্বারা সংগঠিত এবং সমস্ত মায়িক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একপাদ বিভূতিদ্বারা রচিত হইয়াছে। ভগবানের একাংশ-স্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বত্রই অবস্থিত থাকিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে নিজের ঈক্ষণদ্বারা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করা এবং সৃষ্টির পরে অন্তর্যামীরূপে তাহাকে চালিত করা, এই দুই কার্যদ্বারা পরমাত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধ থাকিলেও এই মায়িক প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোন গন্ধ স্পর্শই নাই। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রভাব। [২৩]

ওঁ হরিঃ ॥ পরব্যোম ভগবতঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে ধামপ্রকরণং সমাপ্তম্।

তৈত্তিরীয়ে। ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ গীতায়াং। ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ পাদ্মে। তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ শ্রীকবিরাজ। প্রকৃতির পারে পরব্যোম নাম ধাম। তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণ লোক খ্যাতি। সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক নাম। গোলোকস্থ শ্বেতদ্বীপে বৃন্দাবন ধাম ॥ ২৪ ॥ ইতি ধামপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তং।

পরব্যোম সংব্যোমই ভগবানের ধাম ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম বস্তু সৎস্বরূপ ও জড় দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদরহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলেন,—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর আনন্দলাভে নিবৃত্ত হয় না। প্রকৃতির সীমায় অবস্থিত ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ বিরজা নদী অতিক্রম করিয়া যে পরব্যোম ধাম অবস্থিত, তাহা ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন, অতএব সনাতন, শাশ্বত অমৃতস্বরূপ, অনন্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় স্থান। এই চিন্ময় বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ-প্রকোষ্ঠই কৃষ্ণধামরূপ গোলোক, যথায় শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন ধাম বিরাজিত আছে। [২৪]

ইতি ধাম প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

বহিরঙ্গা মায়া বৈভব প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ স্বরূপ বৈভব প্রতিচ্ছবিরূপা মায়া ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৫ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ভাগবতে। ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎ স্থান নিরোধ সম্ভবাঃ। তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥ শ্রীজীবঃ। বহিরঙ্গয়া মায়য়াখ্যায়া প্রতিচ্ছবিগত বর্ণসাবল্য স্থানীয় বহিরঙ্গ বৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ। আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয় প্রকাশাৎ ব্যবহিত প্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতঃ প্রতিচ্ছবি বিশেষঃ॥ ২৫ ॥

স্বরূপ বৈভবের প্রতিচ্ছবি মায়া ॥ ২৫ ॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—সেই পরমেশ্বরকে জগতের এই সূর্য প্রকাশিত করতে পারে না, যথা চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সকল প্রাকৃত জ্যোতি ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশিত করে না, এই অগ্নির কি ক্ষমতা আছে? স্বয়ং প্রকাশরূপ অখণ্ড চিন্ময় জ্যোতি সেই ভগবানের অনুগ্রহ দ্বারাই এই সমস্ত জ্যোতিসমূহ প্রকাশ লাভ করে। ভাগবত বলেন, যে কৃষ্ণ হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই এই সৃষ্ট জগতে প্রতিফলিত। এই মায়িক প্রতিফলন হেয় হইলেও প্রতিবিম্বিত ভগবান্ স্বরূপে প্রতীয়মান। ভগবল্লীলার মুখ্য পঞ্চরস সকল চিজ্জগতে বিচিত্ররূপে উপাদেয়। তত্তৎ প্রতিফলন জগতের জড়ীয় জীব-সংসার। এইরূপ প্রাদেশিক তত্ত্ব তোমাকে দেখাইলাম। শ্রীজীব গোস্বামী মায়া সম্বন্ধে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বলিতেছেন,—মায়া নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলনজনিত নানা বর্ণের মিশ্রণ-স্থানীয় বৈচিত্র্যময় তাঁহার বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্মক প্রধান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে অবস্থান করেন। আভাস-শব্দে জ্যোতির্বিম্বের স্বীয়প্রকাশ হইতে ব্যবধানযুক্ত অর্থাৎ দূরস্থ প্রদেশে কিছু উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবিকেই বুঝাইতেছে। সেই আভাস যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, অথচ জ্যোতির্বিম্ব ব্যতীত তাহার প্রতীতি নাই, মায়াও সেইরূপ। ইহা দ্বারা প্রতিচ্ছবি-পর্যায়ভূত আভাসধর্ম্মহেতু সেই মায়াতে 'আভাস' নামও শব্দিত হইয়াছে। [২৫]

ওঁ হরিঃ ॥ প্রধানাদি পদবাচ্যা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৬ ॥

বৃহদারণ্যকে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে॥ শ্বেতাশ্বতরে। ক্ষরং প্রধানমিতি॥ মহাসংহিতায়াং। শ্রীভূদুর্গেতি যাভিন্না জীবমায়া-মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছাস্যাদ্ গুণমায়া জড়াত্মিকা॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। মায়া প্রধানাদি পদ প্রবাচ্যা শুক্লাদি ভেদা সমেপি তত্র॥ শ্রীজীবঃ। তস্যাপ্যাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্॥ ২৬ ॥

মায়াই প্রধানাদি পদবাচ্যা ॥ ২৬ ॥

শ্বেতাশ্বতর এবং ঈশাবাস্য মন্ত্রানুসারে,—আত্মার চিন্ময়ত্ব বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা অবিদ্যারূপা মায়ার ভজনা করেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। শ্বেতাশ্বতর বলেন,—ক্ষরণশীল ও পরিণামিনী এই প্রকৃতি ইত্যাদি। মহাসংহিতায়,—শ্রী, ভূ, দুর্গা ইত্যাদি নামধেয়যুক্ত ভগবানের সেই পরাশক্তি জীবমায়ারূপে, তাঁহার ইচ্ছাময়ী যোগমায়ারূপে এবং জড়রূপা গুণমায়ারূপে ত্রিবিধ-ভাবে প্রতীত হয়। শ্রীমন্নিম্বার্ক স্বামী বলেন,—প্রধান, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দবাচ্যা এই মায়া শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ইত্যাদি ত্রিবর্ণাত্মিকা বা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা বলিয়া অভিহিতা হইয়াছে। শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন,—আভাস শব্দদ্বারাও সেই মায়া সূচিত হইয়াছে। [২৬]

ওঁ হরিঃ ॥ গুণাত্মিকা স্থূললিঙ্গাভ্যাং চিদাবরণী চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। অষ্টকৈঃ ষড্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্‌॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ গীতায়াং। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ শ্রীজীবঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যা-স্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। ইয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি ॥ ২৭ ॥

মায়াই সত্ত্ব-রজ-তম গুণস্বরূপা, স্থূল ও লিঙ্গ দ্বারা চিদ্বস্তুকে আবৃত করে ॥ ২৭ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ব্রহ্ম-শক্তিকে বিশ্বচক্ররূপে বর্ণন করিতেছেন,—মায়ার ছয় প্রকার অষ্টক যথা,—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই প্রকৃত্যষ্টক; ত্বক্ , চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই ধাত্বষ্টক; অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই ঐশ্বর্যাষ্টক; ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য—এই ভাবাষ্টক; ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃপুরুষ ও পিশাচ—এই দেবাষ্টক; দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, আয়াসহীনতা, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—এই গুণাষ্টক; এই ছয় প্রকার অষ্টক-চক্রে যুক্ত বিশ্বচক্র। স্বর্গ প্রভৃতি লোক, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি ও অন্নাদি বহুবিধ বিষয়ক কামনা যাহার এক মহাপাশ। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ভেদে বিভিন্ন পথে সে চক্র ঘুরিতেছে। পাপ ও পুণ্য এই দুইটির নিমিত্তীভূত এক দেহেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ মোহগ্রস্ত সেই বিশ্বচক্র ঋষিরা দর্শন করিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে,—জগৎপতি শ্রীহরির যোগমায়ার অচিন্ত্য কার্য্যসমূহে বিস্ময়ের প্রয়োজন নাই; কারণ তাহার ছায়ারূপা মহামায়া সমস্ত জগজ্জীবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। তথা গীতায়, ভগবান্ বলেন,—এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব জীবের পক্ষে স্বভাববশতঃ দুরতিক্রম্যা। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—মহামায়াশক্তি যদিও বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থশক্তিময় জীবসকলকেও আবৃত করিবার শক্তি এই মায়া ধারণ করে। বহির্মুখ জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে এই মায়া আবৃত করিয়া রাখে। [২৭]

ওঁ হরিঃ ॥ তস্মিন্ দেশ কাল কর্ম্মাদি জড় ব্যাপার বিশেষাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—ছন্দাংসি যজ্ঞা ক্রতবো ব্রতাণি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ] তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধং ॥ ভাগবতে। সা বা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণ সাম্যাবস্থা তমোমায়াদি শব্দবাচ্যা কালস্তু নিমিত্তভূতো জড়দ্রব্য বিশেষঃ কর্ম্মতু জড়মদৃষ্টাদি ব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশীচ ॥ ২৮ ॥

সেই মায়াতেই দেশ-কাল-কর্ম্মাদি জড় ব্যাপার বিশেষ সকল বর্ত্তমান ॥ ২৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—চারিবেদ, গায়ত্র্যাদি ছন্দসমূহ, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অন্যান্য শুভকর্ম্ম, সদাচারাদি ক্রিয়া, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং আরও যাহা কিছু বেদশাস্ত্র প্রতিপাদন করেন, এই সমুদয় বিশ্বপ্রপঞ্চই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকৃতি হইতে সৃজন করেন এবং এই সৃষ্ট জগতে বদ্ধজীব মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সন্নিরুদ্ধ থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয়োক্তিতে,— দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানুসন্ধানরূপা বা কার্য্যকারণরূপা শক্তিই মায়া। হে মহাভাগ, এই মায়াশক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন,— প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। উহা তমোমায়াদি শব্দ বাচ্যা। প্রকৃতি ঈশ্বরের ঈক্ষণে সমর্থা হইয়া বিচিত্র জগৎ সৃজন করে। কাল হচ্ছে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্ধ পর্য্যন্ত উপাধি বিশিষ্ট, চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্য বিশেষ। কর্ম্ম জড় পদার্থ, অদৃষ্টাদি শব্দ ব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। [২৮]

ওঁ হরিঃ ॥ বহিরঙ্গ বৈচিত্রন্তু অন্তরঙ্গ বৈচিত্র বিকৃতিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীআম্নায়সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণং সমাপ্তম্।

মুণ্ডকে। যস্মিন্ দৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষং ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ভাগবতে। ভূতানাং নভ আদিনাং যদ্যদ্ভব্যাবরাবরং। তেষাং পরানুসংসর্গাৎ যথা সংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস। সূর্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ বিদ্যাপতি ঠাকুরের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বর্ণন। বহিরঙ্গ প্রাকৃত বৈচিত্র্য ইহার বিকৃতি। নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল। বিহরই নওল কিশোর, কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন, নব নব প্রেম বিভোর। নবীন রসাল, মুকুল মধু মাতিয়া নব কোকিল কুল গায়। নব যুবতীগণ, চিত উমতায়ই নবরসে কাননে ধায়। নব যুবরাজ, নবীন নাগরী মিলয়ে নব নব ভাতি। নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতি মতি মাতি ইতি ॥ ২৯ ॥ ইতি বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

বহিরঙ্গ বিচিত্রতা অন্তরঙ্গ বিচিত্রতার বিকার বিশেষ॥ ২৯॥

মুণ্ডকোপনিষদে—স্বর্গলোক, মর্ত্ত্যলোক, ও অন্তরীক্ষ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ, বায়ু এই সকলই পরব্রহ্মে গ্রথিত আছে। হে বৎসগণ, তোমরা সর্ব্বাশ্রয় সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই জানিও। তিনিই তোমাদের এবং সকল প্রাণীর নিয়ন্তা, অন্তর্যামী, পরমাত্মা, তাঁহাকে জানিয়া অন্য অপরা বিদ্যা ত্যাগ কর, যেহেতু এই পরমাত্ম জ্ঞানই সংসার-সাগরের পরপারে যাইবার পথ। ভগবান্ আনন্দময় বলিয়াই এই সংসারবদ্ধ জীবগণ পর্য্যন্ত আনন্দের অনুসন্ধানেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ভাগবতে,—হে বিদুর, আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমশঃ নিকৃষ্ট, তাহাদের সহিত স্ব-স্ব কারণের ক্রমশঃ সম্বন্ধ থাকা হেতু উত্তরোত্তর পর পর ভূতের অধিক গুণ জানিতে হইবে। সূর্যের অবস্থান হেতুই যেমন আভাস অস্তিত্ব লাভ করে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিরই অনুকরণে আভাসপ্রাপ্ত জড়া মায়া ব্রহ্মাণ্ডে কার্য করে। এইজন্য চিন্ময়বস্তু মায়িকবস্তু হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ হইলেও, ভাষায় বর্ণিত হওয়ার সময় একপ্রকারই শ্রুত হয়; তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় উপরোক্ত অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বর্ণন প্রসঙ্গে। [২৯]

ইতি বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবতত্ত্ব প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ পরাত্ম-সূর্যকিরণ পরমাণবো জীবাঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩০ ॥

বৃহদারণ্যকে। যথাগ্নে ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মন সর্ব্বানি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥ শ্বেতাশ্বতরে। বালাগ্রশত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে॥ গীতায়াং। ভূমিরাপোনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ সূর্যাংশু কিরণ যেন অগ্নি জ্বালা চয়॥ ৩০॥

পরমাত্মারূপ সূর্যের কিরণ পরমাণু স্বরূপ জীবসকল॥ ৩০॥

বৃহদারণ্যক, জীব সম্বন্ধে বলেন,—অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর বলেন,—এই জীবাত্মার পরিমাণ বহু সূক্ষ্ম, অর্থাৎ একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া সেই অংশকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগের যেরূপ পরিমাণ সেইরূপ জীবের পরিমাণ। কিন্তু স্বরূপতঃ সেই জীব অনন্তরূপ চিন্ময় ধর্মের অধিকারী। জীব সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলেন,—ভূমি,

জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই প্রকারে আমার মায়াশক্তি অষ্টবিধ ভেদবিশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত আমার একটী তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরাপ্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তিনিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থাশক্তি' বলা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের সহিত যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার তটস্থা শক্তির পরমাণুরূপে পরিচয় লাভ করে, দুই প্রকারের উদাহরণ যথা, সূর্যের কিরণ পরমাণু এবং বৃহদগ্নির স্ফুলিঙ্গসমূহ। [৩০]

ওঁ হরিঃ॥ উভয় বৈভবযোগ্যাস্তটস্থ ধর্ম্মাৎ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩১॥

বৃহদারণ্যকে। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং॥ ভাগবতে। তস্মাৎ ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মানাং॥ বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহ পরমোধিয়ঃ॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। অনাদি মায়া পরিমুক্তরূপং ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎ প্রসাদাৎ। বদ্ধঞ্চ মুক্তঞ্চ কিল বদ্ধমুক্তং প্রভেদ বাহুল্যং তথাপি বোধ্যং॥ ৩১॥

জীবসকল তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ স্বরূপবৈভব ও মায়াবৈভবরূপ উভয় বৈভবের যোগ্য॥ ৩১॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—সেই জীব-পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড় জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের সংযোগস্থলরূপ তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। সন্ধি স্থানে থাকিয়া তিনি জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয়ই প্রত্যক্ষ করেন॥ ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশে—অতএব তোমরা গুণত্রয় সম্ভূত সমস্ত কর্মের বীজনাশক এবং জাগ্রদাদি বুদ্ধিপ্রবাহনাশক এই ভক্তিযোগ অভ্যাস করিবে। শ্রীনিম্বার্কস্বামী বলেন,—ভগবানের প্রসাদদ্বারাই বদ্ধজীব অনাদি মায়িক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়। জীবগণের মধ্যে কেহ বদ্ধ, কেহ মুক্ত, আবার কেহ বদ্ধমুক্ত ইত্যাদি বহুপ্রভেদ দৃষ্ট হয়। [৩১]

ওঁ হরিঃ। স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিন্ময়াঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩২॥

বৃহদারণ্যকে। স্বপ্নেন শরীরমপি প্রহত্যা সুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি। শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরন্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ॥ ভাগবতে। আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ, হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥ শ্রীশঙ্করাচার্যস্বামী। অতঃ স্থিতঞ্চৈতৎ ন্যায়তো নিত্যং স্বরূপং চৈতন্য জ্যোতিষ্টমাত্মনঃ॥ ৩২॥

জীবগণ স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপ॥ ৩২॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—শরীর মধ্যে একাকী সঞ্চারী জীবাত্মা স্বপ্নাবেশে শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া অথচ স্বয়ং ক্রিয়াশীল থাকিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃন্দের সূক্ষ্ম মাত্রাসকলকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থার

বাসনাময় বিষয়সকলকে প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি আবার জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসেন। ভাগবতে,—প্রহ্লাদ কহিলেন,—আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত॥ শ্রীশঙ্করাচার্য স্বামীও বলেন,—এরূপভাবে অবস্থিত জীবাত্মা নিজের নিত্যস্বরূপে চৈতন্যরূপ-চিন্ময়বস্তু। [৩২]

ওঁ হরিঃ॥ অস্মদর্থাঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩৩॥

শ্বেতাশ্বতরে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কার সমন্বিতো যঃ। বুদ্ধেগু'ণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ পাদ্মোত্তর খণ্ডে। অহমর্থোব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্ন রূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যাক্ষয় এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভুতঃ পরস্যবৈ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার॥ ৩৩॥

জীবগণ প্রত্যেকেই অহং পদবাচ্য বস্তু বিশেষ॥ ৩৩॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়াকাশে অবস্থিত, স্বরূপতঃ প্রকাশময়, সূর্যের তুল্য সমস্ত বুদ্ধিইন্দ্রিয় প্রাণাদিকে চেতন প্রকাশ দ্বারা সম্পন্ন করিতেছে, এই জীবাত্মা আবার বদ্ধ দশায় নানাপ্রকারের মনোরথ ও অভিমান দ্বারা অভিভুত হইতেছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মত্বের হেতু অপ্রত্যক্ষ এই জীবাত্মা বদ্ধ অবস্থায় মায়িক দেহাদি দ্বারা জরামরণগ্রস্ত হইয়া পরমেশ্বর হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়॥ পদ্মপুরাণে। এই জীবাত্মা অহং শব্দ বাচ্য, অবিনাশী, ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ এবং সনাতন বস্তু। তাহা দহনযোগ্য নহে, ছেদিত হয় না, জলে দ্রবীভূত হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, এবং ক্ষয় রহিত। এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা স্বরূপত পরমপুরুষের দাস বলিয়া খ্যাত॥ জীব দুইপ্রকারে অবস্থান করে, যথা—মুক্ত দশায় এবং বদ্ধ দশায়; জীব যেহেতু অবিনাশী, যেকোন অবস্থায় অবস্থিত জীবসমূহে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অস্মৎ পদবাচ্য অর্থাৎ অহং পদদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। [৩৩]

ওঁ হরিঃ॥ জ্ঞানজ্ঞাতৃত্ব গুণকাশ্চ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩৪॥

মুণ্ডকে। এষোঽনুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সন্নিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥ ভাগবতে। বিলক্ষণঃ স্থূল সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ। জ্ঞোঽতএব ইতি বেদান্তসূত্রং তদ্ভাষ্যে শ্রীবলদেবঃ। জ্ঞএব আত্মা জ্ঞান স্বরূপ তে সন্তি জ্ঞাতৃস্বরূপঃ॥ ৩৪॥

জীবগণ জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ গুণবিশিষ্ট॥ ৩৪॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—এই জীবাত্মা অণুত্বপ্রযুক্ত সহজে উপলব্ধ না হইলেও বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। পাঁচপ্রকারে বিভক্ত মুখ্যপ্রাণ-এই আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে,

জীবিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ চিত্তের সহিত আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে। ভোগাশায়ুক্ত চিত্ত, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আত্মার প্রকাশকে রুদ্ধ করে। ভক্তির প্রভাবে যখন এ সমস্ত তত্ত্ব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হয়, তখন সেই জ্যোতিস্বরূপ আত্মার জ্ঞান স্বরূপত্ব ও জ্ঞাতৃস্বরূপত্ব প্রকাশিত হয়। ভগবান্ একাদশস্কন্ধে বলেন,—আমার তটস্থারূপা জীবশক্তির পরিণতিই জীবাত্মা। স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর হইতে বিলক্ষণতত্ত্ব এই জীব স্ব-স্বরূপের দ্রষ্টা ও পর-দ্রষ্টা। ইহা যেমন দাহ্য দারু হইতে দাহক অগ্নি পৃথক্ এবং তাহা নিজেকেও প্রকাশ করে, যথা নিকটস্থ বস্তু সমূহকেও প্রকাশ করে। বেদান্তসূত্রেও জীবত্মাকে জ্ঞ-তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাহার ভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন,—জীবসমূহ জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞাতৃ স্বরূপ তত্ত্ব। [৩৪]

ওঁ হরি ॥ পরেশবৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৫ ॥

মুণ্ডকে—দ্বা সুপর্ণা সযুজাসখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-অভিচাকশীতি ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ভাগবতে। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ ॥ শ্রীনয়নানন্দ দাস। কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন ধরম করম বহুদূর। অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। ভাইরে ভাই গোরাগুণ কহনে না যায়। কত শত আনন, কত চতুরানন, বরণিয়া ওর নাহি পায়। চারিবেদ ষড় দরশন পড়িয়া সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে। কিবা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন যেন, দর্পণে কিবা তার কাজে। বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার। নয়নানন্দ ভনে, সেই সে সকল জানে, সর্বসিদ্ধি করতলে তার ॥ ৩৫ ॥

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের অবিদ্যাভিনিবেশ ঘটিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

জীবের পরেশবৈমুখ্য মুণ্ডকে যথা,—সর্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একদেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে ; তন্মধ্যে একটী পক্ষী জীব বহুস্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ পিপ্পল ফল বা কর্মফল ভোগ করে, পরমেশ্বররূপ অন্য পক্ষীটী কেবল প্রয়োজক কর্তারূপে অবস্থান করিয়া এবং ভোগ না করিয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করে। জীব ও অন্তর্যামী পরমাত্মা একই দেহরূপ বৃক্ষে বাস করেন, বহির্মুখ জীব দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অসামর্থ্য প্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন গুরুকৃপাবলে অন্যভক্তগণ কর্তৃক সেবিত পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকবিমুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি বিপর্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মাভিমানজনিত ভয় হইয়াছে। শ্রীনয়নানন্দের কীর্তন দ্বারা ইহাই স্পষ্ট হয় যে, পরমেশ্বরে অনুরাগবিহীন জাগতিক অনুষ্ঠান সকল কেবল সংসার দুঃখপ্রদ অতএব ব্যর্থ ॥ [৩৫]

ওঁ হরিঃ॥ স্ব স্বরূপ ভ্রমঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৬॥

বৃহদারণ্যকে। তদ্ যথা তৃণ জালায়ূকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যে-বমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি॥ অয়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজা-পত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্॥ ভাগবতে। জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ। তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে॥ আত্মাজায়াসুতাগার পশু দ্রবিণবন্ধুষ্ নিরূঢ় মূল হৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান॥ ৩৬॥

সেই কারণেই তাহাদের স্বীয় স্বরূপ ভ্রম হইয়াছে॥ ৩৬॥

মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথা,—তৃণাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্ত-ভাগে গমন করিয়া অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক আপনাকে উঠাইয়া লয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া উহাকে অচেতন করিয়া—অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাকে তথায় উঠাইয়া লন। এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া—ইহাকে বিচেতন করিয়া—পিতৃলোক, গন্ধর্ব-লোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক, অথবা অপরাপর জীবের উপযোগী অভিনব ও অধিকতর উত্তম দেহান্তর নির্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে,—এই ভবে জন্তগণ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতে নির্বৃতি লাভ করিয়া বিরাগ প্রাপ্ত হয় না। আহা, মায়ার কি মোহ! শরীর, জায়া, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু—এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া আপনাকে আপনি বহুমানন করে॥ বহির্মুখ জীব নিজের কৃষ্ণদাস্যত্ব বিস্মৃত হইয়া মায়ার দাস্যে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে॥ [৩৬]

ওঁ হরিঃ॥ বিষম কামকর্মবন্ধঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৭॥

বৃহদারণ্যকে। স বা অয়মাত্মা, যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপ-কারী পাপোভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন॥ ভাগবতে। স দহ্যমান সর্বাঙ্গ এষামু-দ্বহনাধিনা। করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। কাম ক্রোধের দাস হইয়া তাহার লাথি খায়॥ ৩৭॥

সেই কারণেই তাহাদের ভয়ঙ্কর কাম কর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে॥ ৩৭॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,--সেই জীবাত্মাই আবার যেরূপ কার্যকারী ও যেরূপ আচারী হন, সেইরূপই হইয়া থাকেন—শুভকারী হইলে সাধু হন এবং পাপাচারী হইলে পাপী হন, পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ এবং পাপকর্মের ফলে পাপবান্ হন। ভাগবতে শ্রীকপিলদেব বলেন,—কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ার ফলে ঘোর দুঃখপ্রদ কামক্রোধের দাস্যে মগ্ন হইয়া এই বহির্মুখ জীবগণ তাহাদের লাথি খাইতে থাকে। [৩৭]

ওঁ হরিঃ ॥ স্থূল লিঙ্গাভিমান জনিত—সংসারক্লেশাশ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৮ ॥

কঠে। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ভাগবতে। তত্রাপ্যজাতনির্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ। জরয়োপাত্ত বৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে॥ চরিতামৃত। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। কভুস্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্য জনেরে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ৩৮॥

স্বরূপতঃ চিন্ময় হইয়াও সেই কারণেই স্থূল ও লিঙ্গাভিমানজনিত তাঁহাদের সংসার ক্লেশ হইয়াছে ॥৩৮॥

কঠোপনিষদে যমধর্মরাজ বলেন,—যে সকল সংসারী ব্যক্তি ঘনীভূত অন্ধকারের মত অবিদ্যার মধ্যে স্ত্রীপুত্রাদির লোভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা নিজেকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র-বিগর্হিত পথ অবলম্বন করে, পরিণামে অন্ধকর্তৃক নীয়মান অপর অন্ধব্যক্তির ন্যায় সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি, সংসার দুঃখই ভোগ করিয়া নিত্যকল্যাণ রূপ শ্রেয়পথ হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে,—এইরূপ করিতে করিতে সেই পতিত ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হয়, তথাপি তাহার নির্বেদ জন্মায় না। যাহাদের পালন করে তাহারা স্বয়ং পালক হইয়া তাহাকে পালন করিতে থাকে। বৈরাগ্য ত' হইল না। এইরূপ মরণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রকারে ভগবদ্বহির্মুখতারূপ অপরাধের ফলে মায়াদ্বারা প্রদত্ত দণ্ডসকল সংসারবদ্ধ জীব নানা প্রকারে ভোগ করিতে থাকে। [৩৮]

ওঁ হরিঃ ॥ তৎ সাম্মুখ্যাৎ সর্বক্লেশনিবৃত্তিঃ স্বরূপ প্রাপ্তিশ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম মৃত্যু প্রহানিঃ। মুণ্ডকে। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ শ্রীবিষ্ণুধর্মে। জন্মান্তর সহস্রেষু তপোধ্যান সমাদিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ ভাগবতে। তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং শোকস্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্নতেঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ চরিতামৃতে। সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ৩৯॥

সেই পরমাত্ম সাম্মুখ্য হইলে পুনরায় সর্বক্লেশ নিবৃত্তি ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয়॥ ৩৯॥

শ্বেতাশ্বতরে,—সাধুপুরুষের অথবা শাস্ত্রের কৃপাদ্বারা যখন এই সংসারবদ্ধ জীব ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার ভজনা করে, তখন সে অহঙ্কার মমকার জনিত প্রাপঞ্চিক বন্ধন হইতে ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করে, জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় এবং ভগবৎ কৃপা বলে মায়াতীত সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া পূর্ণ কাম হয়। মুণ্ডকোপনিষদে,—যখন সাধন-সিদ্ধ ব্যক্তি স্বর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা পরিশোভিত পরমপুরুষ শ্রীহরির দর্শন লাভ করেন, তখন সেই ভাগ্যবান্ ভক্ত নিজের সমস্ত পূর্বসঞ্চিত পুণ্য-পাপ সমূহ ক্ষয় করিয়া মায়ামুক্ত হইয়া পরমেশ্বর সান্নিধ্যে নিজের চিন্ময়স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত

বলেন,—হে প্রভো, যে পর্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোকে বরণ না করে, সেই কাল পর্যন্ত তাহাদের দ্রবিণ-দেহ-সুহৃৎনিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা, আসক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্তিমূল দূর হয় না ॥ শ্রীবিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র বলেন,—পূর্ব পূর্ব সহস্র-জন্মে যাঁহারা তপস্যা, ধ্যান, সমাধিদ্বারা পাপসকল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এমন মহাপুরুষগণের হৃদয়েই কৃষ্ণভক্তি উদয় হয়। সাধুসঙ্গে হরিভজনই চরম শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায়। [৩৯]

ওঁ হরিঃ ॥ অন্তরঙ্গোপলব্ধিস্তৎ সাম্মুখ্যাৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রী আম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে জীবতত্ত্ব প্রকরণং সমাপ্তম্

কঠে। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢোত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ভাগবতে। আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেন দৃঢেন চ। ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্ ॥ বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ শ্রী জীবঃ। সাম্মুখ্যং দ্বিবিধং নির্বিশেষময়ং সবিশেষময়ঞ্চ। তত্রপূর্ব্বং জ্ঞানং উত্তরন্তু দ্বিবিধং অহংগ্রহোপাসনারূপং ভক্তি-রূপঞ্চ ॥ চরিতামৃতে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়। তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায় ॥ কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥ ৪০ ॥ ইতি জীবতত্ত্ব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অন্তরঙ্গ উপলব্ধিই তাঁহার সাম্মুখ্য ॥ ৪০ ॥

অন্তরঙ্গ উপলব্ধির ক্রম যথা কঠোপনিষদে,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ ক্ষমতাবিশিষ্ট রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ; এই বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের অধ্যক্ষতা দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় মিলন হয়; মন হইতে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা বুদ্ধি হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; দেহীরূপ আত্মা সেই বুদ্ধি হইতেও প্রধান যেহেতু এই সমস্ত তত্ত্বের জীবাত্মাই প্রভু। অব্যক্তরূপা প্রকৃতি বদ্ধজীবের পক্ষে দুরত্যয়া বলিয়া জীবাত্মা হইতে সেই মায়া শ্রেষ্ঠা; আবার সেই মায়াশক্তি হইতে পরমেশ্বর শ্রীহরি শ্রেষ্ঠতত্ত্ব; সেই পরমেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। তিনিই চরম বস্তু এবং জীবের পরমাশ্রয় স্বরূপ। এই পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও অত্যন্ত গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া তিনি কাহারও নিকটে সহজে প্রকাশ পান না। ঐকান্তিক ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধিদ্বারা ভক্তযোগিগণ সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সেই শ্রীহরির দর্শন করেন। ভাগবতে,—আত্মতত্ত্ববোধ দ্বারা ও দৃঢ়বৈরাগ্য দ্বারা প্রথম পর্যায়ে প্রবৃত্তিমার্গে স্বধামপ্রাপ্য স্বর্গাদি প্রাকৃতরূপে সগুণময় ভাবে, তারপর নিবৃত্তিমার্গে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি নির্গুণ স্বরূপে এবং সর্ব্বশেষে ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা স্বপ্রকাশ, স্বরাট্, নিত্য স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। জীব স্ব-স্বরূপের এবং

পরস্বরূপের দ্রষ্টা। দারু হইতে যেমন দাহক-অগ্নি শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিলক্ষণ এই জীবতত্ত্ব শ্রেষ্ঠবস্তু। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—ঈশ্বর সাম্মুখ্য দুই প্রকার যথা, জ্ঞানমার্গ দ্বারা নির্বিশেষ জ্ঞানময় অনুভূতি এবং দ্বিতীয় সবিশেষময় সাম্মুখ্যও দুই প্রকার যথা, অহংগ্রহোপাসনারূপ অভেদানুভূতি এবং ভক্তিমার্গে নিত্য সেব্য-সেবকরূপ প্রেমময় সেবানুভূতি॥ বদ্ধজীবের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে কোনও ভাগ্যে কোনও জীব যখন সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন ভক্তির প্রভাবে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণচরণপ্রাপ্ত হয়। বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া জীব ভক্তিবলে অন্তর্ম্মুখীন হইতে পারিলেই ভগবানের সাম্মুখ্য লাভ করে। [৪০]

ইতি জীবতত্ত্ব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবগতিপ্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ সংসারদশাশ্চতস্রঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪১ ॥

বৃহদারণ্যকে। তস্মিন্ শুক্লমূত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রাহ্মণা হানুবৃত্তেঃ॥ ভাগবতে। অদন্তি চৈকং ফলনস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥ চৈতন্য চরিতামৃতে। ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্মজ্ঞান যোগত্যজি। ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হন ভক্ত্যে তার ভজি॥ ৪১ ॥

সংসার দশা চারিপ্রকার॥ ৪১ ॥

জগতের জীবগণ চারিপ্রকার দশা অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রেয়প্রাপ্তির উচিত ও অনুচিত মার্গ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণেরও মতভেদ দেখা যায়। বৃহদারণ্যকে যথা,—কেহ বলেন ঐ মার্গ শুভ্র, আর কেহ বলেন নীল, তথা পিঙ্গল, হরিৎ বা লোহিত ইত্যাদিরূপে ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া থাকেন। ভাগবত বলেন,—কামীপুরুষগণ এই সংসার-তরুর দুঃখরূপ একটী ফল গ্রাম্য ব্যবহারে সেবন করে। সুখরূপ নিবৃত্তি-ফলটি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণ ভোগ করেন। এই সংসারে গুপ্তভাবে একটি ফল আছে, সে ফলই আমি। যাঁহারা ক্ষীর-নীর-বিচারচতুর সেই হংস সকল গুরু কৃপায় এক হইয়াও বহুরূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারেন। সংসার তরুকে মায়াময় বলিয়া যিনি জানেন, তিনিই বেদতাৎপর্য অবগত আছেন। চৈতন্য চরিতামৃত সেই চারিপ্রকার পথের কথা বলেন যথা,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। কেবল ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে জানা যায়। [৪১]

ওঁ হরিঃ॥ অবিদ্যয়া কর্মদশা ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৪২ ॥

কঠে। আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ ইষ্টাপূর্ত্তে পুত্র পশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্‌বৃঙক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ অত্রিস্মৃতৌ। ইষ্টাপূর্ত্তঞ্চ কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেনৈব যত্নতঃ।

ইষ্টেন লভ্যতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষ বিধায়তে এতদ্দশায়াং বিংশ ধর্ম্ম শাস্ত্র বিধিয়ঃ॥ বেদান্ত স্যমন্তকে। বীজাঙ্কুরাদিবদনাদিসিদ্ধং কর্ম্ম তৎ খলু অশুভং শুভঞ্চেতি দ্বিভেদং। বেদেন নিষিদ্ধ নরকাদ্যনিষ্টসাধনং ব্রহ্মণ হননাদ্যশুভং। তেন বিহিতং কাম্যাদিতু শুভং। তত্র স্বর্গাদীষ্টসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যং অকৃতে প্রত্যবায় জনকং সন্ধ্যোপাসনোঽগ্নিহোত্রাদি নিত্যং। পুত্র জন্মাদ্যনুবন্ধি জাতেষ্ট্যাদি নৈমিত্তিকং দুরিতক্ষয়করং চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তমিতি শুভং বহুবিধম্॥ ৪২॥

অবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মদশা প্রাপ্ত হয়॥ ৪২॥

কর্মদশা সম্বন্ধে কঠোপনিষদে—অকরণে দোষাবহ কর্ম যথা; যে গৃহস্থের গৃহে ব্রহ্মবিদ্ অতিথি অভুক্তাবস্থায় অবস্থান করেন, সেই গৃহস্বামীর আশা, অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্তির বাসনা, প্রতীক্ষা অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্ত্যভিলাষ, সাধুসঙ্গ, প্রিয় সত্যবাক্য, ইষ্টাপূর্ত্ত, সমস্ত ফল নিঃশেষে বিনষ্ট হয়, এমনকি পুত্র ও পশুবর্গ সকলই নাশ প্রাপ্ত হয়। অত্রি স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়,—ব্রাহ্মণগণ যত্ন করিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম করিবেন। যেহেতু ইষ্টদ্বারা স্বর্গবাস এবং পূর্ত্তদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এরূপে বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গের ব্যক্তিগণকে কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য নানারূপ প্রলোভন এবং ফলশ্রুতির নির্দেশ দেখা যায়॥ বেদান্ত স্যমন্তকে দৃষ্ট হয়, বীজের অঙ্কুররূপ বৃক্ষ এবং বৃক্ষের উৎপত্তিরূপ বীজ এই দুইয়ের মধ্যে যেমন অব্যবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তদ্রূপ কর্ম ও কর্ম্মফলের মধ্যে অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এই কর্ম দ্বিবিধ—অশুভ এবং শুভ। তার মধ্যে বেদশাস্ত্রে যাহাকে নিষিদ্ধ-কর্ম্ম বলা হইয়াছে, তাহা নরকাদি অনিষ্ট সাধন করে। ব্রহ্মহত্যাদি কর্মসকল অশুভপ্রদ, বেদবিহিত কাম্যকর্মাদি শুভপ্রদ হয়, যথা ইষ্ট-কর্মসাধন স্বর্গপ্রদ, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম কাম্যফলপ্রদ, সন্ধ্যোপাসনাদি, অগ্নিহোত্রাদি নিত্য-কর্মসকল অকৃত হইয়া থাকিলে প্রত্যবায়জনক অর্থাৎ দোষপ্রদ হয়। পুত্রজন্মাদি কর্ম অনুবন্ধি, জাতেষ্টি সংস্কারাদি নৈমিত্তিক দোষদূরীকরণার্থ চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রকারে শুভপ্রদ কর্ম বহুবিধ জানিতে হইবে। [৪২]

ওঁ হরিঃ॥ বিদ্যয়া ন্যাসদশা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৪৩॥

বৃহদারণ্যকে। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ। সর্ব্বভূতহিতঃ শান্ত-স্ত্রিদণ্ডীসকমণ্ডলুঃ একবায়ঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ। তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্য প্রকাশনেনাত্ম বিষয়ং স্বাভাবিক কর্মবিজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ শোক-মোহাদি সংসার ধর্ম চিচ্ছক্তিসাধনমাত্মৈকত্বাদি বিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি॥ ৪৩॥

বিদ্যা দ্বারা ন্যাস বা নির্ব্বেদ দশা হয়॥ ৪৩॥

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যদ্দ্বারা আমি অমর হইব না, তদ্দ্বারা আমি কি করিব? আপনি কেবল অমরত্বের সাধনই আমাকে বলুন।' যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিও সন্ন্যাসগ্রহণ

সম্বন্ধে বলিতেছেন,—নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী ব্যক্তি সর্ব্বজীবের হিতসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়া ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, একবস্ত্র ইত্যাদি সন্ন্যাস চিহ্ন ধারণ করিয়া পরিব্রাজকরূপে বিচরণ করিবেন এবং কেবল ভিক্ষার্থই গ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য বলেন,—যে বৈদিক মন্ত্র সকল বলিলাম, ইহারা আত্মার যথাযথ প্রকাশন দ্বারা আত্মার স্বভাব অনাবৃত করে, সহজে কর্ম'প্রভাবকে নিরাস করিয়া শোক-মোহাদিযুক্ত সংসারের অসারতা জ্ঞাপন করায় এবং আত্মায় চিন্ময় শক্তিসঞ্চার দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর সম্বন্ধ ও সান্নিধ্য-জ্ঞান উৎপন্ন করায়। [৪৩]

ওঁ হরিঃ॥ ঔদাসীন্যান্নির্দ্বন্দ্ব দশা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৪৪॥

তলবকারে। নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্। প্রলপন্ বিসৃজন, গৃহ্নন, উন্মিষন্নিমিষন্নপি॥ ভাগবতে। আজ্ঞায়ৈব গুণান, দোষান, ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি গোচরঃ॥ চৈতন্য ভাগবতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের ঔদাসীন্য বিষয়ে। অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম। সর্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥ কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী। যার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥ ৪৪॥

ঔদাসীন্য দ্বারা নির্দ্বন্দ্বদশা হয়॥ ৪৪॥

কেনোপনিষদে,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে কেহই জানিতে পারেন না, সেজন্য যিনি মনে করেন আমি পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ঠিক জানেন না; তাই বলিয়া আমি যে ব্রহ্মকে জানি না, তাহাও নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদিতও বটে অবিদিতও বটে। গুর্ব্বানুগত্যে শ্রৌতপথে ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হয়, আবার আরোহ পথে নিজের অহমিকায় তিনি অবিদিত। আমাদের মধ্যে যিনি শ্রৌত পথে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনিও সাকল্যে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। আবার যিনি বলেন,—ব্রহ্মকে জানেন নাই, তিনিও ব্রহ্মের স্বরূপের অনন্তত্ব ও অধোক্ষজত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন॥ গীতায়,—কর্ম্ম-যোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি ক্রিয়া স্বীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই' এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ কার্যকালে মনে করেন, 'যে জড়দেহে আমি আছি, উহাই এই সকল করিতেছে, বস্তুতঃ আমি কিছুই করি না॥ শ্রীমদ্ভাগবতে,—আমার আদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রমত স্বধর্মে গুণ-দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়াও ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নের সহিত সন্ন্যাসধর্মসকল পরিত্যাগ করিয়া সেই আমার ভক্ত বিধিনিষেধের অনধীনরূপে যথোচিত ধর্মাচরণ করিবেন॥ এরূপে ভগবদ্ভাবে বিভাবিত ভক্তিযোগী কর্ম্ম-জ্ঞান, ভোগত্যাগ ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বদশা অতিক্রম করিয়া ভগবন্নিষ্ঠতাই অবলম্বন করেন॥ এইপ্রকার লক্ষণসমূহ ব্রহ্মভূত এবং শান্তভক্তের আচরণে দৃষ্ট হয়। [৪৪]

ওঁ হরিঃ॥ ভক্তৌ সর্ব্বত্রাত্মভাব দশা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৫ ॥

ঈশাবাস্যে। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ভাগবতে। যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দান ধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঞ্জসা॥ শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। অয়ং প্রপঞ্চঃ খলু সত্যভূতো মিথ্যা ন চ শ্রীপতি সংগ্রহেণ। শুদ্ধত্বমেতস্য নিবেদনেন স্বর্ণং যথা রাজতি ধাতুজাতং॥ বৈরাগ্য ভোগাবিতি ভক্তি মধ্যে স্থিতাবুদাসিন্নতয়া খলু দ্বৌ। মহাপ্রসাদগ্রহণন্তু নিত্যং ভোগঃ কদাচিৎ খলু ভক্তিরেব॥ ৪৫ ॥

ভক্তি হইলে সর্ব্বত্র চিন্ময় ভাবদশা হয়॥ ৪৫ ॥

ঈশাবাস্য উপনিষদ্ বলেন,—এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বরকর্তৃক আবৃত বা ভোগ্য। অতএব ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিজ অদৃষ্টানুসারে প্রদত্ত বিষয়সমূহ ত্যাগধর্ম্মসহকারে (যুক্তবৈরাগ্য স্বীকারপূর্ব্বক) ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে ভোগ কর। অধিক ভোগ এবং অপরের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিবে না। এই জগতে উক্তপ্রকারে বেদবিহিত ও ভগবৎ সেবাপর কর্মের সদনুষ্ঠানদ্বারা একশত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবে। এরূপে সকলে সৎকর্ম্ম নিরত হইয়া জীবিত থাকিলে কখনো কর্মের ফলে লিপ্ত হইবে না অর্থাৎ হরিভজনের কর্ম্ম করিলে জগতে কোনরূপ লিপ্ত হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে—শুদ্ধভক্তিতে সকল শুভই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা দানধর্মদ্বারা এবং অন্য যতপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধক শুভকর্ম আছে, সে সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদয়ই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হন। শ্রীমধ্বাচার্য বলেন,—এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ যেহেতু সত্যসঙ্কল্প শ্রীপতি নারায়ণের দ্বারা সৃষ্ট, ইহা সত্যরূপেই উদিত হইয়াছে এবং মিথ্যা নহে। এই জগতের বস্তুসমূহ ভগবন্নিবেদন দ্বারা শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, যথা স্পর্শমণিদ্বারা নিকৃষ্ট ধাতুও স্বর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত বৈরাগ্য ও ভোগ কেবল নিষ্প্রয়োজন; এই উভয়কেই ভক্তিদেবী উদাসীনরূপে নিজের সান্নিধ্যে আশ্রয় প্রদান করেন। ভক্তির অঙ্গরূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণাদি বিষয়-ভোগের মত দৃষ্ট হইলেও তাহারা সাক্ষাৎ ভক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। [৪৫]

ওঁ হরিঃ॥ বিশ্বৌকসস্তু প্রায়শঃ কর্মদশাপন্নাঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৬ ॥

কঠে। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ভাগবতে। লোকে ব্যবায়ামিষ-মধ্য সেবা নিত্যোহি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ চরিতামৃতে। ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥ ৪৬ ॥

বিশ্ব নিবাসী জীবসকল প্রায়ই কর্ম্মদশাপন্ন ॥ ৪৬ ॥

কঠোপনিষদে যমধর্মরাজ বলেন,—ওহে নচিকেতা, তোমাকে আমি অনেক প্রলোভনই না দেখাইলাম, কিন্তু স্বভাবতঃ প্রিয় স্ত্রী পুত্রাদি ও কার্যতঃ প্রিয়রূপ রমণীয় গৃহ, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুগুলি দিলেও তুমি সেগুলি নশ্বর, পরিণামে দুঃখ-দায়ক ও বর্ত্তমানে দুঃখ-মিশ্রিত মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছ; এমনকি, এই সমস্ত বিত্তের প্রতিভূ এই সুবর্ণময়ী রত্নমালাও তুমি গ্রহণ কর নাই, যে বিত্তময়ী রত্নমালায় অধিকাংশ মনুষ্য আসক্ত হয়, অতএব তুমি ধন্য ॥ ভাগবত বলেন,—বেদের অর্থবাদে নিরত হইয়া কর্ম্মমীমাংসকেরা সিদ্ধান্ত করে যে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ভোজন ও মদ্যপান—এই সকল বেদের প্রেরণায় তত্তৎ যজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে ঐসকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রী সঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য। বহির্ম্মুখ জীবসকল ভোগের অভিলাষ দ্বারা ভোগপ্রদায়ক কর্ম্মসকলে মগ্ন হইয়া থাকে। [৪৬]

ওঁ হরিঃ ॥ তেষাং কদাচিৎ সংসার গতি বিবেকঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেবহি। ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিস্যাৎ সম্বন্ধঃ সদ্গুরৌ তথা ॥ অনেক জন্মজনিত পুণ্যরাশি ফলং মহৎ। সৎসঙ্গাচ্ছাস্ত্র শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে ॥ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রশ্ন। কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ॥ ৪৭ ॥

তাঁহাদের কখন কখন সংসার গতি বিবেক জন্মায় ॥ ৪৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পরস্পর বিচার করিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্গণ, এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টির কারণ কে? উত্তর হইল—ব্রহ্ম; যেহেতু শ্রুতিতে বলা আছে,—যাঁহা হইতে এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও প্রাণিবর্গ জন্মিয়াছে, জন্মাইবার পর যাঁহার দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে, যাঁহার দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং যাঁহাতে প্রলয়ে লীন হইতেছে, তিনিই জগতের কারণ—ব্রহ্ম। যদি ব্রহ্মই কারণ হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? আমরাই বা কাহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া কাহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি? বিশেষতঃ আমরা কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছি, তাহা কি? অন্তে আমরা কিসের সহিত লয় প্রাপ্ত হইব? অর্থাৎ কোথায় আমাদের প্রকৃত অবস্থিতি হইবে? কাহার নিয়মে আমরা সুখ দুঃখের বিধান অনুসরণ করিতেছি? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে,—যতদিন পাপকর্মদ্বারা হৃদয় মলিন থাকে, সেইদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্র কথায় সত্যবুদ্ধি অর্থাৎ বিশ্বাস এবং সদ্গুরুর সহিত সম্বন্ধ উদিত হয় না। বহু জন্মের সুকৃতিজনিত মহৎপুণ্যরাশির বলেই সাধুসঙ্গে এবং শাস্ত্রশ্রবণে আগ্রহ,

নিষ্ঠা ইত্যাদিযুক্ত ভক্তিসাধনা দ্বারা ভাবভক্তি এবং পরমপুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়॥ জীবগণের বিবেকোদয় সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, তাহাই জীবের কর্ম-প্রবাহ নিবর্ত্তক এবং পারমার্থিক উন্নতির সূচনা। [৪৭]

ওঁ হরিঃ॥ মোচনোপায় জিজ্ঞাসা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৮ ॥

মুণ্ডকে। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণে নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন॥ তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ভাগবতে। দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাত-নির্ব্বেদ আত্মবান্। অজিজ্ঞাসিত মদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। উপাস্যরূপং তদুপাসকস্য চ কৃপালবো ভক্তিবতস্ততঃ পরং। বিরোধিনোরূপ-মথৈতদাপ্তয়ে জ্ঞেয়া ইমেঽর্থা অ পঞ্চ সাধুভিঃ॥ ৪৮ ॥

সেই বিবেক হইতে সংসার মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা উদয় হয়॥ ৪৮ ॥

শ্রেয়ঃলাভের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে,—শাস্ত্রজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি অবিদ্যাময় কাম্যকর্ম্ম দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদি লোকের হেয়ত্ব বিচার করিয়া কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হইবেন। কর্মদ্বারা নিত্যতত্ত্ব লাভ করা যায় না। কর্ম অনিত্য এবং কর্ম্মফলও অনিত্য। অতএব সেই নিত্যবস্তুর অনুভূতি লাভ করণার্থ হস্তে সমিধ্ লইয়া শ্রুতিশাস্ত্র-তাৎপর্যলব্ধ এবং পরমপুরুষে নিষ্ঠাবান সদ্গুরু সমীপে গমন করিবেন॥ ভাগবত একাদশে;—যিনি পরিণাম-দুঃখকর কাম্য-বিষয়ে বিরক্ত হইয়াছেন অথচ কখনও মদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি মঙ্গলেচ্ছু হইয়া পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেবের শরণাগত হইবেন॥ শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন,—উপাস্য বস্তুর স্বরূপ, উপাসকের স্বরূপ, ভগবানের কৃপার নিদর্শন, ভক্তির রহস্য, বিরোধি বিষয়ের জ্ঞান—এই পঞ্চবিধ অর্থ সম্বন্ধে সাধুগণ অবগত হইবেন। [৪৮]

ওঁ হরিঃ॥ অসৎসঙ্গত্যাগেন তৎফলোদয়ঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৯ ॥

তৈত্তিরীয়ে। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি॥ কঠে। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ॥ ভাগবতে। তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্ম-স্বসাধুষু। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ॥ হরিভক্তি সুধোদয়ে। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ। স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ॥ চরিতামৃতে। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ ৪৯ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলে সেই জিজ্ঞাসার ফলোদয় হয়॥ ৪৯ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদের উপদেশ যথা,—যেসকল আমাদিগের অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আচরিত যেকোন কর্ম যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, সেইগুলিই তুমি আদর্শ করিবে, আচার্য্যদিগের আচরিত কর্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে তাহা অনুসরণীয় নহে। কঠোপনিষদে,—ওহে প্রিয়তম নচিকেতঃ তুমি যে আত্মতত্ত্ব-

বিষয়ে মতি লাভ করিয়াছ, ইহা শুষ্কতর্ক দ্বারা পাওয়া যায় না এবং উহাকে তর্ক দ্বারা সরাইয়া দেওয়া যায় না। যে তত্ত্ববিদ্ নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানেন, তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই সম্যক্ জ্ঞানের কারণ হইবে। ভাগবতে,—আত্মনাশী, অসাধু, অশান্ত ও মূঢ় যোষিৎক্রীড়া-মৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে। হরিভক্তিসুধোদয়ে দৃষ্ট হয়,—যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয়, অতএব শুদ্ধসাধুলোকের সঙ্গ দ্বারা শুদ্ধ সাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকল প্রকার শুভদ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। চৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—স্ত্রী সঙ্গী এবং কৃষ্ণেতে অভক্ত,—ইহারা সকলেই অসাধু; ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে পরমার্থে অগ্রসর হওয়া যায় না। [৪৯]

ও হরিঃ ॥ সৎসঙ্গাচ্ছাস্ত্রাভিধেয় জিজ্ঞাসা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫০ ॥

ইতি জীবগতি প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্বং সম্পূর্ণম্ ॥

কেনোপনিষদি। উপনিষদং ভো ব্রূহি ॥ ভাগবতে। দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘা। সংসারেস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ চরিতামৃতে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায় ॥ ৫০ ॥

ইতি সম্বন্ধতত্ত্ব ভাষ্যং সমাপ্তং ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

সৎসঙ্গ হইলে শাস্ত্র-লিখিত অভিধেয়, জিজ্ঞাসা হয় ॥ ৫০ ॥

কেনোপনিষদে,—আচার্য্যের নিকটে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণকারী শিষ্য বলিল,—গুরুদেব, আপনি আমাকে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বলুন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয় ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষাও দুর্লভ। হে অনঘ সকল, আমরা তোমাদিগের নিকট জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে অর্দ্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবদিগের মহামূল্য ধন ॥ সাধুসঙ্গই সমস্ত মঙ্গলের মূলস্বরূপ, তাহা দ্বারাই শ্রৌত পথানুসরণ, মায়ামুক্তি এবং পরমার্থপ্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটে ॥ [৫০]

ইতি জীবগতি প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবগতি প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

সম্বন্ধতত্ত্ব সম্পূর্ণ হইল ॥

ওঁ হরিঃ ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

অভিধেয় তত্ত্বম্

অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণং

ও হরিঃ॥ নিত্য কর্ম্মহেবাভিধেয় মিত্যেকে ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৫১ ॥

মুণ্ডকে। তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ গীতায়াং। নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ। শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম্ম সমাচর । অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ চরিতামৃতে। দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন। সৎসঙ্গে কর্মত্যজি করয়ে ভজন॥ ৫১ ॥

কেহ কেহ বলেন নিত্য কর্ম্মই অভিধেয়, ইহারা কর্মী॥ ৫১ ॥

কর্ম্মমার্গ সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে যথা,—সেই অক্ষর পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, চিরন্তন, উৎপত্তি বিনাশাদি ষড়্‌বিকারহীন, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। ইহাকে পাইতে হইলে বৈদিক কর্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ বৈদিক মন্ত্রে পরব্রহ্ম বিষয়ক কর্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সেগুলি ত্রেতাযুগের যজ্ঞকার্যের জন্য বিভাগ করিয়াছেন। হে সত্যকামিগণ, তোমরা কেবল সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সেই বৈদিক কর্মসমুদয় একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান কর। গীতায়,—অনধিকারী ব্যক্তির কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। তোমার কর্মত্যাগ দ্বারা যখন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব কাম্যকর্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য-কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি অতিক্রম করতঃ নির্গুণ অবস্থা লাভ করিবে। কর্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্ব্বদা কর্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু অনাসক্তভাবে কর্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষলাভ হয়। চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, কর্মিগণের মধ্যে যাহারা দেহারামী, যাহারা কর্মনিষ্ঠ এবং যাজ্ঞিক ইত্যাদি ব্যক্তিরা যদি সৎসঙ্গপ্রাপ্ত হয়, তবে তাঁহারা কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। [৫১]

ওঁ হরিঃ॥ চিন্মাত্রাদ্বৈতজ্ঞানমভিধেয়মিত্যপরে ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫২ ॥

ছান্দোগ্যে। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥ মুণ্ডকে। কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি॥ বৃহদারণ্যকে। অয়মাত্মা ব্রহ্ম॥ ছান্দোগ্যে। একমেবাদ্বিতীয়ম্॥ অহং ব্রহ্মাস্মি॥ ঐতরেয়ে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চন॥ অষ্টাবক্র সংহিতায়াং। ক্ব ময়া ক্ব চ সংসার ক্ব প্রীতির্বিরতিঃ ক্ব বা। ক্ব জীবঃ ক্ব চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমনস্য মে॥ শ্রীবিজ্ঞান ভিক্ষুঃ॥ আত্মৈবাস্তি পরং সত্যং নান্যাঃ সংসার দৃষ্টয়ঃ। শুক্তিকা রজতং যদ্বৎ যথা মরুমরীচিকা॥ শঙ্করাচার্যঃ। রজ্জু সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ। নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ং ভবেৎ॥ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ ইতি গৌড়পাদঃ॥ ৫২ ॥

অপরে বলেন, চিন্মাত্র অদ্বৈত জ্ঞানই অভিধেয়;—ইঁহারা জ্ঞানী ॥ ৫২ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে,—তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু তুমি তাঁহারই। মুণ্ডকোপনিষদে,—বিজ্ঞানময় জীবাত্মা, অদত্তফলক কর্ম্ম—ইহারা সেই সর্ব্বোত্তম অক্ষরপুরুষে একীভাব প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম মুক্তি। বৃহদারণ্যকে,—এই প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যে,—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন॥ আমি ব্রহ্মজাতীয় বস্তু। ঐতরেয়ে,—প্রেমভক্তিই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপে কোন জড়ীয়ভেদ নাই। অষ্টাবক্র সংহিতায়,—কে আমার, কি বা ত্রই সংসার, প্রীতিই বা কি, বিরক্তিই বা কি, জীব কে, কেই বা তাহার ব্রহ্ম? এই সমস্ত বিচার দ্বারা আমার মন জড়নির্লিপ্ত হয়েছে। শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর কথায়,—কেবল আত্মাই একমাত্র সত্যরূপে অবস্থিত, আর কোন বস্তু নাই। শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মরীচিকা সদৃশ এই সংসার দৃষ্ট হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন,—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় নিজেকে জীব মনে করিলে ভয়ের কারণ হয়। আমি জীব নহি, কেবল পরমাত্মাই আমি—এরূপ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আত্মা নির্ভয় হয়। গৌড়পাদ বলেন,—অদ্বৈতই পরমার্থপ্রদ। [৫২]

ওঁ হরিঃ॥ যত্র ধর্মায় কর্ম্ম বিরাগায় ধর্মশ্চিদ্রসায় বিরাগস্তত্র গৌণরূপেণ কর্মৈবাভিধেয়ম্ ॥হরিঃ ওঁ ॥৫৩॥

ঈশাবাস্যে। হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ভাগবতে। নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥ এবং নৃণাং ক্রিয়া যোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি হেতবঃ। ত এবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ শ্রীরামানুজাচার্যঃ। উপায় বুদ্ধ্যা কর্ম্মাণি মা কুরুধ্বং মহাত্মকাঃ। কর্ম্মণামেব কৈঙ্কর্যে প্রাপ্তে ভগবতঃ মতিঃ॥ ৫৩॥

যে স্থলে কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য কৃত হয়, সেই ধর্ম বিরাগের জন্য কৃত হয়, চিদ্রসের জন্য বিরাগ কৃত হয়, সেই স্থলে কর্ম গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে॥ ৫৩॥

ঈশাবাস্য বলেন,—সেই পরমাত্মার চিন্ময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ জ্যোতির্ময়পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমেশ্বর, সত্যধর্মের প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর। শ্রীমদ্ভাগবতে বহির্ম্মুখ কর্মমাত্রের নিন্দা—যাঁহার স্বধর্মাশ্রয়রূপ কর্ম ধর্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত॥ মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়াযোগই সংসার-জনক। সেই ক্রিয়াযোগ পরতত্ত্বে কল্পিত করিতে পারিলে কর্মযোগের কর্মসত্তারূপ বিকৃতি বিনষ্ট হয়॥ শ্রীরামানুজাচার্য বলেন,—হে মহাত্মাগণ! পুণ্যফলপ্রাপ্তির জন্য উপায়বুদ্ধি দ্বারা কর্মসকল অনুষ্ঠিত করিবেন না; শ্রীভগবানে মতিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবারূপেই তাঁহার প্রীতিদায়ক কর্মসকল করিবেন॥ [৫৩]

ওঁ হরিঃ ॥ যত্র চিদ্রসায় জ্ঞানং তত্র গৌণরূপেণ জ্ঞানমভিধেয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৪ ॥

বৃহদারণ্যকে। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। ভাগবতে। তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মান মুদ্ধব। জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ॥ শ্রীচরিতামৃতে। ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়॥ জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৫৪ ॥

যে স্থলে চিদ্রসের জন্য জ্ঞান, সেই স্থলেই জ্ঞান গৌণরূপে অভিধেয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম কখনই সাক্ষাৎরূপে অভিধেয় নয় ॥ ৫৪ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—বুদ্ধিমান ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাহাতে প্রেম-ভক্তি করিবেন। ভাগবত একাদশে,—হে উদ্ধব, অতএব জ্ঞানের সহিত ভগবদধিভূত আত্মবস্তুকে অবগত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন চিত্তে ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করিবে॥ কেবল ভক্তিই সমস্ত সাধনের ফল প্রদানে সমর্থা। জ্ঞান ইত্যাদি অন্য কোন সাধন মুক্তি পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারে না। বাস্তবিক ভক্তিক্রিয়া মুক্তদশার পরেই আরম্ভ হয়, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব, চতুঃসন ইত্যাদি। [৫৪]

ওঁ হরিঃ ॥ চিদ্বিশেষ স্ফূর্তি সাধনমভিধেয়মিতি ভাগ্যবন্তঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৫ ॥

ইতি অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

প্রশ্নোপনিষদি। তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥ মাঠর শ্রুতৌ। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥ ভাগবতে। নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ মৎপাদ সেবাভিরতা মদীহাঃ। যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণ লোচনানি। রূপানি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥ শ্রীভট্টনাথঃ। নিত্য মুক্তৈক ভোগ্যং যত্তৎ পঞ্চোপনিষন্ময়ং। অপ্রাকৃতং দিব্যরূপং অচক্ষু বিষয়ং গতম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

চিদ্বিশেষের স্ফূর্তি সাধনই অভিধেয়—এই কথা ভাগ্যবান্ লোকেরা বলেন ॥ ৫৫ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—যাঁহাদের সাধারণ সংসারীর মত ব্যবহারে কুটিলতা নাই, কোনরূপ মিথ্যা নাই, আচরণে প্রতারণা নাই, তাঁহারাই পরব্রহ্মলোকে গমন করেন, যাঁহা রজোগুণের অতীত, ইহাতে ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, সর্ব্বদা একরূপ, নির্ভয়, নিরতিশয় ইত্যাদি॥ মাঠর শ্রুতি বচন যথা,—ভক্তি দ্বারাই যাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়, সেই পরমপুরুষ কেবল ভক্তিরই বশীভূত, অতএব ভক্তিই পরমশ্রেষ্ঠ বস্তু॥ ভাগবতে,—কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—মাতঃ, যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমার পদসেবারত, যাঁহারা আমার জন্য অখিল চেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে শ্লাঘা বোধ করেন,

তাদৃশ ভাগবতগণ আদৌ আমার সহিত একাত্মতারূপে সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা করেন না। আমার যে সমস্ত প্রকাশ-মূর্তির বদন প্রসন্ন এবং লোচন অরুণবর্ণ, সেই সকল অভীষ্ট সেবাপ্রদ অলৌকিক মূর্তি তাঁহারা দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভক্তিমুক্তিস্পৃহারহিত সেবাভিলাষসূচক বাক্যালাপ করেন; ফলতঃ মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিতে নিত্য পরমেশ্বরানুভব-সুখ অধিক বর্ত্তমান॥ শ্রীভট্টনাথ বলেন,— ভগবানের চিন্ময়ধাম ও সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দিব্যরূপ প্রাকৃতচক্ষুর বিষয়বস্তু নহে; যাহা কেবল নিত্যমুক্ত ভক্তগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং অনুভূত, যাঁহা ভগবদুপাসনামূলক পঞ্চ উপনিষদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। [৫৫]

ইতি অভিধেয়-নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সাধন প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ ভাগ্যবতাং সৎপ্রসঙ্গাদনন্য ভক্তৌ শ্রদ্ধা॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৬॥

ছান্দোগ্যে। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি। যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ভাগবতে। সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ চরিতামৃতে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তি ফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥ শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী॥ ৫৬॥

ভাগ্যবান পুরুষদিগের সাধুসঙ্গে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়॥ ৫৬॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন,—নারদ সনৎ কুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,— হে ভগবন্ অধ্যাপন করুন। সনৎকুমার বলিলেন, আপনি যাহা অবগত আছেন, তাহা লইয়াই শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন। তারপর যাহা আছে, আমি তাহা বলিব॥ যখন কেহ শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হন, তখন তিনি মনন করেন; শ্রদ্ধাবান্ না হইলে কেহ মনন করেন না, শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই মনন করেন। শ্রদ্ধাকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকে জানিতে চাই॥ ভাগবতে কপিলদেব বলেন,—সাধুগণের সহিত আমার বিক্রম বিষয়ক কথা উদয় হয়। তাহাতে হৃদয় ও কর্ণকে রসিত করে। তাহা শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যে আপবর্গ্য-পথ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থ নিবৃত্ত হয়, ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে রতি হয়। রতির নামান্তর ভাব। রতি ক্রমে প্রেমভক্তি হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যখন উদিত হয়, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ইত্যাদি ক্রমপরম্পরায় ভাগ্যবান্ জীব চরমে কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। শ্রদ্ধাবান জনই কেবল ভক্তির অধিকারী হন। [৫৬]

ওঁ হরিঃ ॥ সাত্বন্যোপায়বর্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৭ ॥

কঠে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং ॥ ভাগবতে। আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ চরিতামৃতে। পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান। সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥ এই আজ্ঞা বলে ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। সর্ব্ব কর্ম ত্যাগ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ॥ ৫৭ ॥

সেই শ্রদ্ধা কর্ম জ্ঞানাদি অন্যোপায় পরিত্যাগশীল ভক্তি উন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষ ॥ ৫৭ ॥

কঠোপনিষদ্ বলেন,—এই পরমাত্মা শাস্ত্রব্যাখ্যারূপ বাগ্বৈখরী দ্বারা লভ্য নহেন, বুদ্ধিকুশলতা দ্বারা প্রাপ্য নহেন, বহুশাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা অথবা বহুবিষয় বহুবার শ্রবণ করিয়াও তিনি লভ্য নহেন, তবে এই ভগবান্ ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহার দর্শন লাভ করেন। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অতএব হরিভজনই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির নিশ্চিত উপায়। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন,—আমার আদিষ্ট ধর্মশাস্ত্রমত স্বধর্মে গুণ-দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম ॥ চৈতন্য চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত সহজে বোধগম্য। [৫৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সা চ শরণাপত্তি লক্ষণা ॥ হরিঃ ওঁ ॥৫৮॥

শ্বেতাশ্বতরে। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হি বেদং আত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ গীতায়াং। সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ বৈষ্ণবতন্ত্রে। আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ চরিতামৃতে। শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ৫৮ ॥

সেই শ্রদ্ধা শরণাপত্তি লক্ষণবিশিষ্টা ॥ ৫৮ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে,—যিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্রাদি তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়াছেন, আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই পরমেশ্বরকে আমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণ লইতেছি ॥ গীতায় ভগবান্ বলেন,—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্—আমার শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না। বৈষ্ণবতন্ত্র বাক্যে—প্রেমভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই মাত্র একান্ত শরণাগতের স্বীকার্য। যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই ভক্তের বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ একান্ত বিশ্বাস, কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পালনকর্ত্তা এরূপ দৃঢ় শ্রদ্ধা, আত্মনিবেদন এবং দৈন্যভাব—এইপ্রকার শরণাগতির ষড়ঙ্গ গ্রহণ করিলেই ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি উদিত হয়। শরণাগতি বিহীনে ভগবান্ স্বীকার করেন না। [৫৮]

ওঁ হরিঃ ॥ তয়া দেশিক পাদাশ্রয়ঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্‌। না প্রাশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ভাগবতে। নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ চরিতামৃতে। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়। গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥ ৫৯ ॥

সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরুপাদাশ্রয় ঘটে ॥ ৫৯ ॥

এই ভগবদুপাসনাতত্ত্ব সকল বেদান্তের সার, পরম নিগূঢ়। পুরাকালে শ্বেতাশ্বতর ঋষির আরাধনায় তৃপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে ভগবান্‌ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শমদমাদিরহিত এবং রাগদ্বেষাদিযুক্ত অশান্তচিত্ত ব্যক্তিকে ইহা উপদেশ করিতে নাই। নিজের পুত্র অথবা শিষ্য যদি প্রশান্তচিত্ত ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে তাঁহাদিগকে ইহার উপদেশ প্রদান করা যায়। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীহরিতে যাঁহার পরাভক্তি এবং তদ্রূপ গুরুদেবেও পরমভক্তি বর্তমান, সেই মহাত্মার নিকটেই এই উপনিষদে বর্ণিত গূঢ় বিষয় সমূহ প্রতিভাত হইবে, অন্য কাহারও নিকট নহে। ভাগবতে, এই নর দেহটী সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য। সুলভে লব্ধ হইয়াছে কিন্তু সুদুর্ল্লভ। ইহা সংসার সাগর তরণের পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। ভগবৎ কৃপারূপ অনুকূল বায়ূর দ্বারা পরিচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়া যিনি এই সংসার সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। গুরুমুখে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিষয়ে শ্রবণের নিতান্ত আবশ্যকতা ॥ তত্ত্বদর্শি গুরুর আশ্রয় বিনা পরমার্থ প্রাপ্তি হয় না। [৫৯]

ওঁ হরিঃ ॥ ততঃ সাধনভক্তির্নবধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬০ ॥

বৃহদারণ্যকে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো। ভাগবতে। শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্ম সমর্পণম্ ॥ চরিতামৃতে। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন বন্দন। পরিচর্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন ॥ ৬০ ॥

গুরুপাদাশ্রয় হইতে নয় প্রকার সাধনভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে মৈত্রেয়ী, পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। ভাগবতে শ্রীনারদের উক্তি,—ভগবানের গুণ-কর্ম্ম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, অবনতি, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ এইসকল মনুষ্য মাত্রেরই পরমধর্ম্ম। এই নবধাভক্তি শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ। [৬০]

ওঁ হরিঃ ।। ভগবন্নাম রূপ গুণলীলা শ্রবণম্ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৬১ ।।

বৃহদারণ্যকে। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ভবত্যেতদ্ব্যখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ভাগবতে। পিবন্তি যে ভাগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ শ্রীজীবঃ। অথ ক্রম-প্রাপ্তং শ্রবণং। তচ্চনামরূপগুণলীলাময় শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ শ্রবণেন তদুভয় যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পাদ্যতে। নামরূপগুণেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্যসাধনক্রম্যো লিখিতম্ ॥ ৬১ ॥

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণই শ্রবণ নামক ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬১ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তোমার নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিব; কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন করিও। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি,—যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রবণদ্বারা কৃষ্ণকথামৃত পান করেন। বিষয়-বিদূষিত আশয়কে তাঁহারা এইভাবে পবিত্র করেন। তাঁহার চরণকমলের দিকে ভক্তরা ক্রমশঃ অগ্রসর হন ॥ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণের প্রণালী এই প্রকার হয়,—ভগবানের দিব্য সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণলীলাদির কথাযুক্ত শব্দ সমূহের শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শই শ্রবণ নামক প্রথম ভক্ত্যঙ্গ। প্রথমে শ্রীনাম শ্রবণ দ্বারা চিত্তের শুদ্ধতা সাধন করিতে হয়। এইভাবে শুদ্ধীভূত অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ সম্বন্ধে শ্রবণ দ্বারা এই নাম-রূপ উভয় শ্রবণের যোগ্যতা উদয় হয়। ভগবানের রূপ অন্তঃকরণে সুষ্ঠুভাবে উদয় হইলে ভগবদ্গুণ সমূহের স্ফূর্তি সম্পাদিত হয়। নাম-রূপগুণ এই সকলের সম্যক্ স্ফূর্তি দ্বারা লীলা স্ফুরণ উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। ইহাই শ্রবণ নামক ভক্ত্যঙ্গ সাধন প্রণালী [৬১]

ওঁ হরিঃ ।। তত্তৎ কীর্ত্তনম্ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৬২ ।।

তৈত্তিরীয়ে। সাম গায়ন্নাস্তে ॥ ছান্দোগ্যে। বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ॥ ভাগবতে। এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥ ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতং যদুত্তমঃ শ্লোক গুণানুবর্ণনম্। শ্রীজীবঃ। যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্তনস্য ভাগ্যং ন সম্পদ্যতে তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্তনমিতি। গান শক্ত্যাভাবে তংশৃণোতি, তদনুমোদনং। বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সংকীতনম্ ॥ ৬২ ॥

সেই নামরূপগুণলীলা কীর্তনই কীর্তন লক্ষণ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬২ ॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—ভগবদনুভূতিলব্ধ সেই ভক্তপুরুষ ভূরাদিলোক সঞ্চার করেন এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক এই সামমন্ত্র গাহিয়া জীবে অনুগ্রহ বিতরণ করেন ॥ ছান্দোগ্যে সনৎকুমার বলেন,—যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি ॥ ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন, হে নৃপ, শ্রুতিস্মৃতি

শাস্ত্রাদিতে এইটী অভিধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে, নির্ব্বেদযুক্ত যোগীপুরুষগণ অকুতোভয় পাইবার আশা থাকিলে নিরন্তর হরিনামানুকীর্ত্তন করিবেন। শ্রীনারদ বলেন, কবিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, বদ্ধজীবের তপস্যা, শ্রুত, উত্তম ইষ্ট, বেদপাঠ, জ্ঞান ও দান—এইসকল শুভকর্ম্মের অবিচ্যুত অর্থই কৃষ্ণগুণানুবর্ণন॥ শ্রীজীবগোস্বামী কীর্তন প্রণালী সম্বন্ধে বলেন,—মহতের দ্বারা কীর্তিত ভগবৎ কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য যদি না হয়, তবে নিজে এই সকলের পৃথক্ কীর্ত্তন করিবে। গান করিবার যদি ক্ষমতা না থাকে, অপরের কীর্তিত নামরূপগুণগানসমূহ শ্রবণ করিবে এবং তাহা অনুমোদন করিবে। বহু ভক্ত সম্মিলিতভাবে যে কীর্ত্তন করেন, তাহার নাম সংকীর্ত্তন। [৬২]

ওঁ হরিঃ॥ তত্তৎ স্মরণম্ ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৬৩॥

ছান্দোগ্যে। স্মরেণ বৈ বিজানাতি স্মরমুপাস্বেতি স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে॥ বৃহন্নারদীয়ে। বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥ শ্রীজীবঃ। তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং। স্মরণং পূর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সাম্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদি চিন্তনং ধ্যানং। অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণং সমাধিরিতি॥ ৬৩॥

সেই নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণই স্মরণ লক্ষণ ভক্ত্যঙ্গ॥ ৬৩॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—স্মৃতির সাহায্যেই সকলকে চিনিতে পারা যায়, স্মৃতিকে উপাসনা কর। স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি॥ বৃহন্নারদীয়ে ভগবান্ বলেন,—বিষয়সকলের ধ্যান দ্বারা চিত্ত বিষয়েতে মগ্ন হয়, সেই চিত্ত আমার ধ্যানদ্বারা আমাতেই ঐক্যলাভ করে। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—এই স্মরণাখ্য অঙ্গ পঞ্চপ্রকার। কোনকিছুর অনুসন্ধানই স্মরণ, চিত্তকে অন্যবস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাম্যভাবদ্বারা স্মৃত বিষয়কে মনে ধারণ করিবার নাম ধারণা, ভগবানের রূপাদি বিশেষভাবে চিত্তে চিন্তিত হইবার নাম ধ্যান, অমৃতের ধারের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন স্মরণই ধ্রুবানুস্মৃতি, ধ্যান করিবামাত্রে যখন ধ্যাত বস্তুর স্মরণ হয়, তাহাকে সমাধি বলিয়া জানিবে। [৬৩]

ওঁ হরিঃ॥ পাদসেবনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৪॥

কঠে। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে॥ ভাগবতে। যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-মশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী। যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ॥ শ্রীজীবঃ। সেবা চ কালদেশাদ্যুচিতা পরিচর্য্যাদি পর্য্যায়া। সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপকস্য তস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দঘনত্ব মেবাভিপ্রেতং। অত্র পাদসেবায়াং শ্রীমূর্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমানুব্রজন ভগবন্মন্দির গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থান গমনাদয়োপ্যন্তর্ভাব্যাঃ॥ ৬৪॥

পাদসেবনই চতুর্থ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৪ ॥

কঠোপনিষদে,—হৃদয় মধ্যে আসীন বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ভাগবতে শ্রীপৃথু মহারাজের উক্তি,—যাঁহার চরণসেবাভিরুচি বিষ্ণু-পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপ-দগ্ধ জীববৃন্দের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বুদ্ধিমল সদ্য বিনষ্ট করিয়া দেয়, ইত্যাদি। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—সেবা অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ ও কালভেদ অনুসারে কৃত পরিচর্যার ব্যবস্থা। সেবার অভিপ্রায় এই যে পদসেবা দ্বারাই প্রাপ্য ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া। এই পদসেবায় ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজ্যা; ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরা ইত্যাদি তদীয় তীর্থস্থানসমূহে গমন ইত্যাদি অঙ্গসমূহ অন্তর্গত বলিয়া জানিবেন। [৬৪]

ওঁ হরিঃ॥ অর্চনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৫ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। যো দেবনামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদ-কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ বিষ্ণুধর্মে, দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥ গীতায়াং পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ শ্রীজীবঃ। শ্রীনারদাদি বর্ত্মানুসারিভিঃ শ্রীভগবতাসহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষা বিধানেন শ্রীগুরুচরণ সম্পাদিতং বিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াং অর্চনমবশ্যং ক্রিয়তে এব। যে তু সম্পত্তি-মন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বাহি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণাদি নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। তথা গার্হস্থ্য ধর্মস্য দেবতাযাগস্য শাখা পল্লবাদি সেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। অতিদরিদ্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি। অর্চনমপি দ্বিবিধং। কেবলং, কর্ম্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্ব্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং, উত্তরং ব্যবহার চেষ্টাতিশয়বত্তায়া-দৃচ্ছিক ভক্তানুষ্ঠানবত্তাদি লক্ষণ লক্ষিত শ্রদ্ধানাং। আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপন মুদাহৃতম্। তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্। ক্রিয়াসমাপ্তি পর্যন্ত স্থাপনং সন্নিরোধনম্॥ সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গ প্রকাশনম্॥ অত্র শূদ্রাদি পূজিতার্চা পূজা নিষেধ বচনমবৈষ্ণবশূদ্রাদি পরমেব। ৬৫ ॥

অর্চনই পঞ্চম ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৫ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলেন, যাজ্ঞিক পুরুষগণ যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতাকে ঘৃতাদি আহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া স্বর্গাদিলোক গমন করে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, পরমেশ্বর সেই ইন্দ্রাদিরও অধিপতি, স্বর্গাদি লোকও তাঁহার চরণাশ্রিত, তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল প্রাণীর অন্তর্যামী ও নিয়ামক, সেই স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, স্বতঃ আনন্দময় পরমেশ্বরকে আমরা পূজোপহার দ্বারা পরিচর্যা করিব॥ বিষ্ণুধর্ম শাস্ত্রে,

মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতায়, মন্ত্রেতে, মন্ত্রদাতা গুরুতে ইত্যাদি এই অষ্ট প্রকার বস্তুতে যাঁহার অচলা ভক্তি বর্ত্তমান, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন ॥ গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে বলেন, শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুসরণীয় যে সকল পুরুষ ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক দীক্ষা বিধান দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চন করিবেন। যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্য। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন পুরুষের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্যাপরাধ উপস্থিত হয়। এইরূপ ভগবদর্চন গৃহস্থধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদি সেচন স্থানীয় দেবতাযাগের মূলসেচনস্বরূপ বলিয়াও তাহার অননুষ্ঠানে মহাদোষ ঘটে। অর্চন বিষয়ে কোনস্থলে মানস-পূজা ও বিহিত হইয়া থাকে। এই অর্চন দ্বিবিধ, অর্থাৎ কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীলগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্চন প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহাদের শ্রদ্ধায় ব্যবহার-চেষ্টাতিশয্য এবং যাদৃচ্ছিক ভক্ত্যনুষ্ঠান লক্ষিত হয়, এইরূপ গৃহস্থগণের এবং তদ্বৈপরীত্যরূপেও যাঁহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থগণেরও সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ কর্মমিশ্র অর্চন দর্শিত হইয়াছে। আগমশাস্ত্রে অর্চনার আবাহনাদিরীতি এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে,—আদর সহকারে তাঁহার সম্মুখীকরণই আবাহন, ভক্তি সহকারে তাঁহার নিবেশনই সংস্থাপন, আমি আপনারই হইয়া থাকি এই তদীয়ত্ব ভাব প্রদর্শনই সন্নিধাপন, ক্রিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত স্থাপনই সন্নিরোধন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশনই সকলীকরণ নামে কথিত হইয়া থাকে। এ স্থলে শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমার যে পূজানিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণব-শূদ্রাদি সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য [৬৫]

ওঁ হরিঃ ॥ ভূতশুদ্ধি কেশবন্যাসাবাহন বৈষ্ণবচিহ্নধৃতি নির্ম্মাল্যধারণ চরণামৃত পান ব্রতপালনাদীনি তদঙ্গানি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৬ ॥

ঈশাবাস্যে। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥ বহ্বৃচ পরিশিষ্টে। সহস্রারোনেমিনেমিনা তপ্ততনুঃ ॥ ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিং ভজেৎ ॥ বায়ুপুরাণে। অযাচকপ্রদাতাস্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ। শ্রীজীবঃ ॥ তত্র ভূতশুদ্ধিঃ নিজাভিলষিত ভগবৎসেবোপয়িক তৎপার্ষদ দেহ ভাবনা পর্যন্তা। অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ। কেশববিন্যাসাদীনাং হত্রাধমাঙ্গবিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্তিংধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জপ্তৈব তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্যাৎ। ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ—ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ। যানি চাত্র বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্ম্মাল্যধারণ চরণামৃতপানাদীন্যঙ্গানি তেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্যবৃন্দঃ শাস্ত্র সহস্রেষ্বনুসন্ধেয়ম্। তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী কার্তিকব্রতৈকাদশী মাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্ ॥ ৬৬ ॥

ভূতশুদ্ধি, কেশবন্যাস, আবাহন, বৈষ্ণবচিহ্নধারণ, নির্মাল্যধারণ, চরণামৃতপান, একাদশ্যাদি ব্রতপালন প্রভৃতি অর্চনের অঙ্গ ॥ ৬৬ ॥

ঈশাবাস্যে, হে লীলাময় ভগবান্, আমাদিগের হৃদয় হইতে কুটিল পাপকে বিনাশ কর। তোমাকে প্রচুরতর নমস্কার বাক্য বলিতেছি, ভূয়ো ভূয় নমস্কার করিতেছি। ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে,— মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মানব মাত্রই আত্মকল্যাণের জন্য প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীহরির ভজনা করিবেন। বায়ুপুরাণ বলেন,—অযাচিতভাবে জীবিকা নির্ব্বহনার্থ এবং দানকরণার্থ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিবে, প্রতিনিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে, শ্রীশালগ্রামের পূজা করিবে ইত্যাদি। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, সেই শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাঁহারা ভগবৎ সেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাদৃশ ভক্তগণ নিজাভীষ্ট ভগবৎ সেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদ-দেহ ভাবনা পর্যন্ত ভূতশুদ্ধিই করিবেন, যেহেতু তাহাই নিজের অনুকূল। অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধভক্ত-গণের অনভীষ্ট, কারণ পার্ষদগণ তদীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বাংশ বিগ্রহস্বরূপ। অনন্তর কেশ-বাদি ন্যাস প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহাতে অধমাঙ্গের বিষয়ত্ব বর্তমান, তৎস্থলে তন্মূর্তির ধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্র-সমূহের জপ করিয়াই কেবলমাত্র তত্তদঙ্গসমূহের স্পর্শ করিবেন, পরন্তু তত্তৎস্থানে তত্তন্মন্ত্রদেবতাগণকে বিন্যস্তরূপে ধ্যান করিবেন না। যেহেতু ভক্তগণের তাহা অনুচিত। এই অর্চনে নির্ম্মাল্য ধারণ, চরণামৃতপান প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণব-চিহ্ন অঙ্গস্বরূপ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য অসংখ্য শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি ইহারই অন্তর্ভুক্তরূপে জ্ঞাতব্য। [৬৬]

ওঁ হরিঃ॥ বন্দনম্॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তডিদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ। অনাদি-মত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥ নারায়ণ ব্যূহস্তবে। অহোভাগ্য মহোভাগ্যং অহোভাগ্যং নৃণামিদং। যেষাং হরিপদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং যথাতথা॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ যদ্যপি অর্চনাঙ্গত্বেনাপি বর্ততে, তথাপি কীর্তন স্মরণবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাপীত্যভিপ্রেত্য পৃথগ্বিধীয়তে। একহস্ত-কৃতত্ব-বস্ত্রাবৃত দেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠ-বামভাগাত্যন্ত নিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বাদিময়াঃ অপরাধাশ্চৈতে নমস্কারে পরিহর্তব্যাঃ॥ ৬৭ ॥

বন্দনই ষষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৭ ॥

ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা শ্বেতাশ্বতরে,—হে সর্ব্বেশ্বর, তুমিই স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড-সাহায্যে বিচরণ কর, আবার পুনরায় নানারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, অতএব তুমি বিশ্বরূপী॥ তুমি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, তুমিই সবুজ বর্ণ শুকাদি পক্ষী, তুমিই

লোহিত চক্ষুঃ কোকিল, অভ্যন্তরে বিদ্যুৎপূর্ণ বারিবর্ষণোন্মুখ মেঘ তুমিই, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু, সকল সমুদ্র তোমার বিভুত্বের বিকাশ, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব ॥ নারায়ণ ব্যূহস্তবে দেখা যায়,—অহো ভাগ্য, অহো কি ভাগ্য, শ্রীহরির চরণারবিন্দের তলে যে মানবের মস্তক নমিত হইয়াছে, তাহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব! শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—যদিও অর্চনাঙ্গরূপেও বন্দন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপেও ইহা অনুষ্ঠেয়—এই অভিপ্রায়েই পৃথক্ বিহিত হইতেছে। একহস্ত দ্বারা প্রণাম করা, বস্ত্রাবৃতদেহে প্রণাম, ভগবানের অগ্রে, পশ্চাদ্দেশে, বামভাগে, অতিনিকটে ও গর্ভমন্দির-মধ্যে নমস্কারানুষ্ঠান প্রভৃতি অপরাধ-স্বরূপ বলিয়া পরিত্যাজ্য [৬৭]

ওঁ হরিঃ ॥ দাস্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৮ ॥

ছান্দোগ্যে। স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচারিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি ॥ ভাগবতে। যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয় বিয়োগ সংযোগ জন্ম শোকাগ্নিনা সকল যোনিষু দহ্যমানঃ। দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়োঽহং ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্ ॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ শ্রীবিষ্ণোর্দাসম্মন্যত্বম্। অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি ॥ ৬৮ ॥

দাস্যই সপ্তম ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৮ ॥

ছান্দোগ্য বলেন, কেহ যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থানে সমর্থ হয়; উত্থান সমর্থ হইয়া পরিচর্যা করে; পরিচর্যা করিয়া অন্তরঙ্গ হয়; অন্তরঙ্গ হইয়া দর্শন করে ॥ ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদস্তবে, হে ভূমন্, সকল যোনিতেই প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ ও বিয়োগহেতু-জাত শোকানলে দগ্ধ হইয়া দুঃখের প্রতীকার স্বরূপ অন্য দুঃখ উপস্থিত হইলেও দেহাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি; অতএব আপনার দাস্যোপায় বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানই দাস্য। ভগবানের দাস্যরূপ ভজনপ্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র তাদৃশ অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। [৬৮]

ওঁ হরিঃ ॥ সখ্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ মুণ্ডকে। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি। রামার্চন চন্দ্রিকায়াম্। পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ। শ্রীজীবঃ। তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাব লক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—এই পরমেশ্বরের স্বরূপ কাহারও প্রাকৃত দৃষ্টিগোচর হয় না, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। এই পরমাত্মাকে ভক্তিলব্ধ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নির্মল মনে যাঁহারা হৃদয়ে অবস্থিতরূপে ধ্যান করেন, তাঁহারাই অমৃতত্ত্ব লাভ করেন। মুণ্ডকোপনিষদে, জীব ও পরমেশ্বর নামক দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সর্বদা শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে

এবং তাহারা পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন ইত্যাদি। শ্রীরামার্চন চন্দ্রিকায়,--পরিচর্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মনুষ্য মূর্তিতে দর্শন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য রাত্রিকালে ভগবন্মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন ইত্যাদি। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—ভগবদ্ বিষয়ে হিতাশংসন অর্থাৎ ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই এস্থলে সখ্যভাবের লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে। [৬৯]

ওঁ হরিঃ। আত্মনিবেদনম্॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭০॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে অভিধেয় নিরূপণে সাধন প্রকরণং সমাপ্তম্॥

বৃহদারণ্যকে। স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা॥ ভাগবতে। এবং সদা কর্মকলাপমাত্মনঃ পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে। সর্ব্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং তন্নিষ্ঠ বিপ্রাভিহিতঃ শশাসহ॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ দেহাদি শুদ্ধাত্মপর্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্। তৎকার্যং চাত্মার্থচেষ্টা শূন্যত্বং। তথা যামুন মুনিঃ। বপুরাদিষ্ যোপি কোপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ তদয়ং ভবতঃ পদাব্জয়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতাঃ॥ ৭০॥ ইতি সাধন প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

আত্মনিবেদনই নবম ভক্ত্যঙ্গ॥ ৭০॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মাই নিখিল ভূতের অধিপতি এবং নিখিল ভূতের রাজা। রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে যেমন সকল চক্র-শলাকাই সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণী, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয় এবং সেই সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত রহিয়াছে॥ ভাগবতে অম্বরীষোপাখ্যানে—মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত নিজকর্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছেন। শ্রীজীব বলেন,—দেহ হইতে শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন নামে কথিত হয়। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা উক্ত কার্যস্বরূপ। শ্রীযামুনাচার্য বলেন,—হে ভগবান, মনুষ্য প্রভৃতি দেহে স্বরূপতঃ যেখানেই অবস্থান করি না কেন, অথবা গুণ নিবন্ধন দেব মনুষ্যাদিই বা হই না কেন, তথাপি আমি অদ্যই তোমার পাদপদ্মে আমাকে সমর্পণ করিলাম [৭০]

ইতি সাধন প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সাধন পরিপাক প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ সাধন প্রারম্ভে দশদোষা বর্জনীয়া॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭১॥

কঠে। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ কাত্যায়ন সংহিতায়াং বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তা বিমুখ জনসংবাস বৈশসম্॥ ভাগবতে। ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥ পাদ্মে। অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন সাধনে। অবিক্লব মতির্ভূত্বা

হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥ শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥ হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥ মহাভারতে। পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনং। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥ বারাহে। সমার্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া। বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ পাদ্মে। নাম্নোহি সর্ব্বসুহৃদোহপ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বং স্তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নো পৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্যুতঃ॥ শ্রীরূপঃ। সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ। শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ॥ বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনম্। ব্যবহারেহপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্তিতা॥ অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা। সেবা-নামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা॥ কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা। ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ॥ ৭১॥

সাধনের প্রারম্ভেই দশ প্রকার দোষ বর্জন করা কর্ত্তব্য॥ ৭১॥

কঠোপনিষদে,—যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত নহে; শ্রবণ, মনন, ধ্যানাদি সাধন করিয়াও ভগবন্নিষ্ঠাহীন, বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং বিষয়লম্পট অর্থাৎ ভোগে অপরিতৃপ্ত, তাদৃশ ব্যক্তি প্রকৃত প্রজ্ঞান লাভ করে না এবং তাহার স্বকীয় প্রজ্ঞান বলে পরমাত্মার অনুগ্রহও প্রাপ্ত হয় না॥ কাত্যায়ন সংহিতায়,—প্রদীপ্ত অগ্নির জ্বালায় অথবা পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল; তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তা বিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ্ উপস্থিত না হয়। ভাগবতে। প্রলোভনাদিদ্বারা বহুশিষ্য সংগ্রহ করিবে না, বহুশাস্ত্র অভ্যাস করিবে না॥ পদ্মপুরাণে,—ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন যদি লব্ধ না হয়, অথবা যদি তাহা পাইবার পরে বিনষ্ট হয়, তাহাতেও অবিক্লব মতি হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা হরিকেই স্মরণ করিতে হইবে। যাহার হৃদয় শোক-ক্রোধাদি ভাবসমূহ দ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ ঐ সকলে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয়ে কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্তি হইবে? সর্ব্বদেবগণের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বদা আরাধ্য। কিন্তু ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অপর দেববৃন্দকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না॥ মহাভারতে,—পিতা পুত্রের প্রতি যেমন করুণাশীল, অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ দান করে না, সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ হৃষীকেশ সদ্যই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বরাহপুরাণে যথা,—হে পৃথিবী দেবি, আমার অর্চনা সম্বন্ধে যে যে অপরাধসকল আমি কীর্তন করিলাম, আমার ভক্ত বৈষ্ণব যেন এইসকল বহুযত্ন দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। পদ্মপুরাণ বলেন, ভগবানের শ্রীনাম এই প্রকারে সমস্ত শুভফলদায়ক হইলেও নামাপরাধী ব্যক্তি তাহা না পাইয়া পতিত হয়। ভগবানের এবং ভক্তগণের নিন্দা শ্রবণমাত্রেই যে ব্যক্তি সেই স্থান পরিত্যাগ করে না তাহার সুকৃতি হইতে সে চ্যুত হয়॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—ভগবদ্বহির্মুখজনের দূর হইতে সঙ্গত্যাগ, বহুশিষ্যকরণ ত্যাগ, বহ্বাড়ম্বর ত্যাগ বহু গ্রন্থকলার অভ্যাস ও ব্যাখ্যা বা বিবাদাদি পরিবর্জন, ব্যবহারে কৃপণতা ত্যাগ, শোকাদির বশীভূততা বর্জন, অন্যদেবতার অনবজ্ঞতা, প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ ত্যাগ, সাধকদেহে সেবাপরাধ ও নামাপরাধের উদ্ভব হইলেও প্রযত্নক্রমে তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তনিন্দাদিতে অসহিষ্ণুতা,—ব্যতিরেকভাবে এই দশ অঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়। [৭১]

ওঁ হরিঃ॥ তত্তু ভক্ত্যনুগত দৈন্যদয়াযুক্তবৈরাগ্যৈর্নতু নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুগত সাধন চতুষ্টয় যোগ কর্ম্মভিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭২॥

তৈত্তিরীয়ে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ভাগবতে দৈন্যং। নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুত দর্শনং। হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥ স্কান্দে দয়া। এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ, তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ যুক্তবৈরাগ্যং ভাগবতে। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥ সাধন চতুষ্টয় যোগ কর্ম নিষেধ বচনং তত্রৈব। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো য ভক্তির্মমোর্জিতা॥ স্কান্দে। অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃ শুদ্ধি স্তপঃ শান্ত্যাদয় স্তথা। অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাং। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৭২॥

সেই দশটী দোষ পরিবর্জন করিতে হইলে ভক্তির অনুগত দৈন্য দয়াযুক্ত বৈরাগ্য দ্বারাই সম্ভব। নির্ব্বেদ জ্ঞানমার্গের অনুগত সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা তাহা অসম্ভব॥ ৭২॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—সমস্ত দেবগণ অথবা ইন্দ্রিয়বর্গ বিজ্ঞানময় সর্বাধিপ ব্রহ্মকে উপাসনা করে। বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকেই শ্রেষ্ঠবোধে ধ্যান করেন; যদি বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই সকল কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব ইহা অবগত হন, যদি সেই জীব ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হন, অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যাভিমানে ভজনা করেন, তবে তাহার ফলরূপে শরীরে আত্মাভিমানজনিত সকল পাপাদি দোষ মোহাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া সমস্ত দোষমুক্ত হইয়া অভিলষিত বস্তু প্রেমভক্তি লাভ করেন। ভাগবতে অক্রূরের দৈন্য,—ভগবান্ কি আমাকে বঞ্চিত করিবেন? কখনো না; কারণ, আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিরও অচ্যুত ভগবানের দর্শন হইতে পারে. যেমন কালনদীর প্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠাদির মধ্যেও কোন একটী হঠাৎ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে, দয়া সম্বন্ধে,—হে ব্যাধ, ইহা কোনরূপ অদ্ভুত নহে, তোমার অহিংসাদি গুণসমূহ স্বাভাবিকই হইয়াছে, যেহেতু হরিভক্তিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়াদায়ক হয় না। ভাগবতে যুক্তবৈরাগ্য যথা,—ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও চিন্ময় ভগবজ্জ্ঞান উদয় হয়। যোগ কর্মাদি সাধন চতুষ্টয়ের নিষেধ বচন ভাগবতে,—হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। শুদ্ধাভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করে, এই সকল সাধন তদ্রূপ ক্ষমতাশীল নহে। স্কন্দপুরাণে। শ্রীহরির সেবাভিলাষী ভক্তগণের অন্তঃকরণশুদ্ধি, বহিঃশৌচ, তপস্যা, শান্তি ইত্যাদি সকল সদ্‌গুণসমূহ সহজে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে,—তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহনশীল ও অভিমান বর্জ্জিত হইয়া অপরকে সম্মানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। [৭২]

ওঁ হরিঃ॥ সাধন পরিপক্বে সর্বানর্থ নিবৃত্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৩॥

ছান্দোগ্যে। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ॥ ভাগবতে। শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথা রুচিঃ স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থানিষেবণাৎ॥ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ তদা রজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ চরিতামৃতে। সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥ ৭৩॥

সাধন পরিপক্ব হইতে হইতে সকল অনর্থ নিবৃত্তি হয়॥ ৭৩॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলেন,—আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়, স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। এইরূপে রাগাদি দোষ হইতে বিমুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন॥ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি,—হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছাকে শুশ্রূষা বলে। সুকৃতিবান্ শুশ্রূষু ব্যক্তির শ্রদ্ধা উদিত হয়, মহদ্ভক্ত সেবারূপ সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ নিষেবণে মহৎ সঙ্গলাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থ গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎ সেবালাভ এবং মহৎ সেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন। সাধুদিগের সুহৃদ্ শ্রীহরি হৃদয়ে বিরাজ করিয়া অভদ্ররাশিসকল বিনাশ করেন। কৃষ্ণবিস্মৃতি দ্বারা অবিদ্যা-বন্ধন তৎফলে স্বরূপভ্রম, কর্মবন্ধন স্বর্গ নরকাদিপ্রাপ্তি, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি অভদ্ররাশি অসংখ্য। ভক্তি-যোগ অবলম্বন করিয়া নিষ্কপট সাধক ভগবানের উপর নির্ভর করিলে কৃষ্ণকৃপায় অভদ্রসকল শীঘ্রই বিদূরিত হয় এবং চিত্ত স্থির হয়। অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। ভক্তভাগবত এবং গ্রন্থভাগবতের প্রতিনিত্য সেবাদ্বারা অর্থাৎ তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অভদ্রসকল নষ্টপ্রাপ্ত হইলে উত্তমঃশ্লোকরূপ শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদয় হয়। তখন রজোভাব ও তমোভাবস্বরূপ কামলোভাদি আর চিত্তকে আক্রান্ত করিতে পারিবে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয়, এবং আমাকে সমস্ত জীবাত্মার প্রভু বলিয়া দৃষ্ট হইলে সমুদয় কর্ম্মক্ষয় হয়॥ ইহাই সাধন ভক্তির পরিপাকাবস্থায় সাধকের অনর্থ নিবৃত্তির ক্রমপন্থা। [৭৩]

ওঁ হরিঃ॥ স্বরূপানাবাপ্ত্যসতৃষ্ণাপরাধহৃদয়দৌর্ব্বল্যানীত্যনর্থশ্চ চতুর্বিধঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৪॥

স্বরূপানাবাপ্তির্যথা শ্বেতাশ্বতরে। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। অসতৃষ্ণা যথা বৃহদারণ্যকে। যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ

লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।। অপরাধী যথা ঈশাবাস্যে। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ হৃদয় দৌর্ব্বল্যং কঠে। পরাচঃ কামানন্নুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্॥ ভাগবতে। কিমু ব্যবহিতাঽপত্যদারাগার ধনাদয়ঃ। রাজ্য কোষ গজামাত্য ভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ॥ কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ। অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ॥ চরিতামৃতে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ কামত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি। সেবা নামাপরাধাদি দূরেতে বর্জ্জন ॥ ৭৪ ॥

স্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসৎতৃষ্ণা, অপরাধ, হৃদয় দৌর্ব্বল্য এই চারিপ্রকার অনর্থ ॥ ৭৪ ॥

স্বরূপভ্রম সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরে,—ঈশ্বরমায়ায় মোহিত কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বস্তুস্বভাব বা বস্তুশক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, আবার কোন কোন অবিবেকী ব্যক্তি কালকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অসতৃষ্ণা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে বলেন,—পরিব্রাজকরূপ ত্যাগীগণ আমরা, আমাদের নিকট এই আত্মাই একমাত্র ফল। সেই আমরা সন্তান প্রভৃতির দ্বারা কি করিব? সম্পত্তি প্রভৃতির দ্বারাও কি করিব? এই মনে করিয়া প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞেরা পুত্রকামনা, চিত্তকামনা ও লোক-কামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিয়াছিলেন। অপরাধরূপ অনর্থ সম্বন্ধে ঈশাবাস্যে,—যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরী ভাবপ্রাপ্ত লোকসকল যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই প্রাপ্ত হয়। হৃদয় দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে কঠোপনিষৎ বলেন,—অবিবেকিগণ বাহ্য বিষয় স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগ্যবস্তুর অনুসরণ করে, তাহার ফলে তাহারা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্মাদির বন্ধনপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কোনরূপ বিষয়প্রমত্ত হইবেন না॥ ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—অপত্য, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদি, রাজ্য, কোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত, প্রভৃতি মমতাস্পদ বস্তু এইসকলে কি করিতে পারে? আত্মার তুলনায় ইহারা সকল তুচ্ছবস্তু, দেহের অনুগত এবং সমস্ত নশ্বর, অর্থের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু অনর্থ। নিত্যানন্দ রসসমুদ্র যে কৃষ্ণভক্তি, তাহার নিকট ইহারা কিছুই নয়॥ চরিতামৃতে বলেন,—ভক্তিবিহীন জ্ঞানীর জীবন্মুক্ত দশা কেবল ভানমাত্র। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের বুদ্ধিই শুদ্ধ হয় না, স্বরূপভ্রম অপগত হয় না। সমস্ত অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া বিষয় তৃষ্ণাকে দূরে রাখিয়া অখিল চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনই শ্রেয়ঃ কামীর কর্ত্তব্য। [৭৪]

ওঁ হরিঃ॥ সাধনযোগেনাচার্য্যপ্রসাদেন চ তূর্ণং তদপনয়নমেব ভজননৈপুণ্যম্॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭৫॥

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণং সমাপ্তম্॥

প্রশ্নোপনিষদি। তস্মৈ স হোবাচ অতি প্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি॥ তে তমর্চয়ন্তঃ, ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরম ঋষিভ্যো

নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ॥ ভাগবতে। গুরু শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলাভার্পণেন চ। সঙ্গেন সাধু ভক্তানা-মীশ্বরারাধনেন চ ॥ যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে স্বরূপং। আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তি যোগেন ভজত্যথো মাং ॥ যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তং ॥ চরিতামৃতে ॥ সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ গুরু অন্তর্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে ॥ ৭৫ ॥

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সাধনযোগে এবং আচার্যপ্রসাদে সেই অনর্থ চারিটী দূর করাই ভজন নৈপুণ্য ॥ ৭৫ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—আচার্য পিপ্পলাদ কৌসল্য মুনিকে বলিলেন,—বৎস, তুমি যে সকল প্রশ্ন করিতেছ, এগুলি অতি দুরূহ. যেহেতু প্রাণতত্ত্বই দুর্বিজ্ঞেয়, তাহার পর সেই প্রাণের জন্ম, ক্রিয়াকলাপ ও ব্যাপার আরও দুর্ব্বোধ্য, সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এসকল প্রশ্ন উদিত হয় না. আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি তাহা শ্রবণ কর ॥ তাহারপর শিষ্যগণ গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অনুশিষ্ট হইয়া কৃতার্থ হইল এবং গুরুদক্ষিণার অন্য কিছু না পাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দান ও প্রণিপাত দ্বারা তাঁহাকে পূজা করতঃ বলিল, গুরুদেব! আপনি আমাদের পিতা যেহেতু আমাদিগকে দুস্তর অবিদ্যা-সাগরের পরপারে যাইতে পথ দেখাইলে। সুতরাং আপনি ব্রহ্মবিদ্যা দাতা পিতা। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণকে প্রণাম, এই মহর্ষিগণকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের উপদেশ যথা,—গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধু ভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ভগবানের আরাধনা, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ-কর্ম কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার মূর্তিসমূহের দর্শন পূজনাদি এই সকল ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করে সেইরূপ আমার ভক্তিযোগের দ্বারা মন কর্মাশয়কে ধৌত করিয়া আমাকে ভজনা করে। আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা মন পরিমার্জ্জিত হইয়া বস্তু-সূক্ষ্ম ক্রমে ক্রমে দেখিতে পায় ॥ চক্ষু যেমন অঞ্জন সংযুক্ত হইয়া বহির্বস্তু ভালরূপে দেখে, তদ্রূপ ॥ সাধুসঙ্গ দ্বারাই ভক্তিসাধন পক্ক হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি উদয় হয় শুশ্রূষু এবং কৃতী সাধক হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবদনুভূতি এবং ভগবৎপ্রেরণা লাভ করেন। অনর্থনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অতএব অল্পকালেই অনর্থসকলকে অতিক্রম করিবার নির্ধার এবং তত্তৎ কার্যপ্রবর্ত্তনেকেই ভজননৈপুণ্য বলা যায়। [৭৫]

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত হইল।

ভজন ক্রম প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ ততো ভজননিষ্ঠা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৬ ॥

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ভাগবতে। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং অধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম। অন্যাভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি কায় মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিবো দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ॥ শ্রীকবিরাজ মিশ্র। দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরতু তাপত্রয়ং বাপি। সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন মুঞ্চতু কেশবস্বামী ॥ ৭৬ ॥

ভজন নৈপুণ্য হইলে নিষ্ঠা উদয় হয় ॥ ৭৬ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—কেহ যখন নিষ্ঠাবান্ হন, তখনই তিনি শ্রদ্ধালু হন, নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হন॥ নিষ্ঠাকে জানিতে হইলে কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্ আমি নিষ্ঠাকে জানিতে চাই॥ ভাগবতে,—অবন্তিনগরের ভিক্ষু কহিলেন,—আমি অনিকেত বিষয়-ত্যাগী হইয়া যে অবধূত পদ পাইয়াছি, এই পদই পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে পরাত্মনিষ্ঠা বলা যায়। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুরন্তপার যে সংসার তমঃ তাহা মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা দ্বারাই পার হইব॥ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের উক্তিতে, ভক্তিতে নিষ্ঠার পরিচয় সুষ্ঠুরূপে পাওয়া যায়। শ্রীকবিরাজ মিশ্রের ভাষায়,—আমাকে স্বারাজ্যসম্পদই প্রাপ্ত হউক বা তাপত্রয় পরম্পরাই বিতরিত হউক; যদি সুখীই হই অথবা দুঃখিই হই; নিত্যপ্রভু কেশবকে কখনই ছাড়িব না। [৭৬]

ওঁ হরিঃ ॥ রুচিস্ততঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৭ ॥

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ভাগবতে। তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ রতিরত্র রুচিরিতি শ্রীজীবঃ॥ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যঃ। লাবণ্যামৃতবন্যা মধুরিমলহরী পরীপাকঃ। কারুণ্যানাং হৃদয়ং কপোট কিশোরঃ পরিস্ফুরতু। ভবন্তু তত্র জন্মানি যত্র তে মুরলী কলঃ। কর্ণপেয়ত্বমায়াতি কিং মে নির্ব্বাণ বার্ত্তয়া॥ শ্রীযাদবেন্দ্রপুরী। বসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরো নিবিষ্টাঃ। বয়ন্তু গুঞ্জা কলিতাবতংসং গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ ॥ ৭৭ ॥

ভজননৈপুণ্য আরও বৃদ্ধি হইলে রুচি হয় ॥ ৭৭ ॥

ছান্দোগ্যে,—কেহ যখন একাগ্র হন, তখনই তিনি নিষ্ঠাবান্ হন; একাগ্র না হইয়া কেহ নিষ্ঠাবান্ হইতে পারে না, একাগ্র হইয়াই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। একাগ্রতাকে জানিতে কিন্তু

উৎসুক হওয়া প্রয়োজন। হে ভগবন্, আমি একাগ্রতাকে জানিতে চাই॥ শ্রীমদ্ভাগবতে,—প্রতিদিন আমি কৃষ্ণ-কথা গানকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহে মনোহরা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রতি হইল। শ্রীজীব গোস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, রতি শব্দে এস্থলে রুচি॥ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য বলেন,—মাধুর্যময় লহরীযুক্ত লাবণ্যরূপ বন্যার পরিপাক স্বরূপ, কারুণ্যপূর্ণ নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ মদীয় হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হউন। যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মধুরমুরলীনিনাদ কর্ণগোচর হয়, সেই সেই স্থানেই আমি যেন জন্মগ্রহণ করি। নীরস নির্ব্বাণের কথা লইয়া আমার কি হইবে? শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীর কথায়,—কাব্যরসে নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কাব্যরস প্রশংসা করিয়া থাকুন, বেদান্তনিষ্ঠ বৈদিকগণ ব্রহ্মসুখের প্রশংসা করুন, আমরা কিন্তু গুঞ্জা মালায় সুশোভিত মুরলীধর কোন নবকিশোরের আশ্রয় গ্রহণ করিব। [৭৭]

ওঁ হরিঃ॥ ততঃ আসক্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭৮॥

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি না সুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি॥ ভাগবতে। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্। গাং পর্যটন্ তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ॥ এবং কৃষ্ণমতেঃ ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা॥ শ্রীহরিদাসঃ। অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া বিদূরতরবর্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি। কলিন্দগিরিনন্দিনী তটনিকুঞ্জপুঞ্জোদরে মনোহরতি কেবলং নবতমাল নীলং মহঃ॥ শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ঃ। কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতি। গোপতিতনয়া কুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম॥ চরিতামৃতে। রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর॥ ৭৮॥

ক্রমশঃ রুচি আসক্তি হইয়া পড়ে॥ ৭৮॥

ছান্দোগ্যে,—যখন কেহ সুখলাভ করেন, তখন কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হন; সুখলাভ না করিয়া কেহ কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হন না, সুখলাভ করিয়াই কর্ত্তব্যসাধনে একাগ্র হন। ঐ সুখটীকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্, আমি সুখকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি॥ ভাগবতে। নারদ বলেন, নির্লজ্জভাবে অনন্তর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের গূঢ় চরিত্র-সকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া মদ ও মৎসর বিহীন হইয়া পৃথিবী পর্যটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম॥ অতঃপর হে ব্রহ্মন্, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণেতে আসক্তচিত্ততাহেতু পরিশুদ্ধাত্মা আমার অন্তিমকাল যথাকালে উপস্থিত হইল, যেমন সৌদামিনী বিদ্যুৎ ক্ষণার্ধের মধ্যে চমকিত হয়। শ্রীহরিদাসের উক্তিতে,—স্বর্গলোকের কথা সমাপ্ত কর, সার্ব্বভৌমত্বের সম্পত্তিরই বা কি আছে, মোক্ষরূপ লক্ষ্মী অতিদূরে চলিয়া যাউক, অহো, কলিন্দনন্দিনী যমুনানদীর তটপ্রদেশস্থ

নিকুঞ্জ বনাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া যে মনসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, এমন নবতমাল নীল বর্ণের শ্রীবিগ্রহই কেবল আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু ॥ শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় বলেন,—কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেই বা তহা প্রতীতি করিবে যে সূর্যতনয়া কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করেন? সাধনপ্রণালীতে সাধকের রুচিযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা উন্নতিলাভ করিয়া আসক্তি দশা লাভ করে। [৭৮]

ওঁ হরিঃ ॥ ততো ভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৯ ॥

ইতি আম্নায়সূত্রে অভিধেয়তত্ত্ব নিরূপণে ভজনক্রম প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

ইতি শ্রীআম্নায়সূত্রে অভিধেয় তত্ত্বং সমাপ্তম্ ॥

ছান্দোগ্যে। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ॥ শ্বেতাশ্বতরে। ভাবগ্রাহ্য মনীডাখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্। কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ভাগবতে। কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা ॥ চরিতামৃতে। আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥ কোন বৈষ্ণব বাক্য। পরিবদতু জনো যথাতথায়ং ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরা মদাতিমত্তো ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশামঃ ॥ কবিরত্ন। জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিব পদং নৈন্দ্রপদে মোদতে সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং ন চাকাঙ্ক্ষতি। কালিন্দী বনসীমনি স্থির তড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবীভুজলতাবন্ধে মনো ধাবতি ॥ শ্রীধরস্বামী। তৎ কথামৃত পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিৎ চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ॥ শ্রীগোবিন্দমিশ্রঃ। শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা। পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মধুরা মধুরা মথুরা মথুরা ॥ শ্রীরূপঃ। ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৭৯ ॥

ইতি ভজনক্রম প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

আসক্তি ক্রমশঃ ভাব অবস্থা লাভ করে ॥ ৭৯ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে ॥ শ্বেতাশ্বতরে,—তিনি ভাবগ্রাহ্য; একমাত্র ভক্তিভাব দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় যেহেতু তিনি প্রাকৃত শরীররহিত অতএব জড়েন্দ্রিয়গম্য নহেন। তিনি কাম-কর্ম্ম-বাসনারহিত কল্যাণময় স্বরূপ হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। প্রাণ প্রভৃতি ষোড়শ ভাবপদার্থের সৃষ্টকর্ত্তা। এবম্বিধ পরমেশ্বরকে ভাবদ্বারা যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন॥ ভাগবতে ভাবভক্তের লক্ষণাদি,—কৃষ্ণলীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন করেন। কখন কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া হাসিতে থাকেন। কখন কখন আশ্চর্যগতি হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা কখন নৃত্য করেন, কখন বা গান করেন।

কখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণসংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করতঃ স্তম্ভিত হন। এই সকল বিকারকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। প্রেমভক্তদিগের মুদ্রা সুদুর্গম। কখন কখন অলৌকিক বাক্য বলিতে থাকেন, তাহা সংসারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না॥ আসক্তি যখন প্রবলতা লাভ করে, তখন তাহা ভাবরূপতা ধারণ করে॥ কোন বৈষ্ণব বাক্যে দেখা যায়,—জগতের জনসমূহ আমাদিগকে দেখিয়া যথা তথা নিন্দা বা স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করুক; তাঁহারা কটুভাষী কি নয়? এসকল বিচার আমরা করিব না। হরিরস মদিরা পান দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আমরা ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইব, নৃত্যগীতাদি করিব এবং এইভাবেই অবস্থান করিব॥ কবিরত্নের কথায়,—কোনরূপ জাগতিক পদের প্রার্থনা আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় না, ইন্দ্রপদে সুখলাভ করি না। আমাদের বুদ্ধি যোগসিদ্ধি-সমূহের অনুসন্ধান করে না এবং মোক্ষ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু কেবলমাত্র যমুনা তীরবর্ত্তী বনরাজিতে বিরাজমান স্থিরবিদ্যুৎযুক্ত নীলমেঘের দ্যুতিবিশিষ্ট, শ্রীমতী রাধিকার ভুজলতালিঙ্গিত পর-ব্রহ্ম পুরুষোত্তমের প্রতি আমার হৃদয় প্রধাবিত হয়॥ শ্রীধর স্বামীর উক্তি, কোন কোন কৃতী ব্যক্তি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত-সরোবরের মধ্যে মহানন্দ সহকারে বিহার করেন, তাঁহারা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গকে তৃণসমান নিকৃষ্ট বোধ করেন॥ শ্রীগোবিন্দ মিশ্রের শ্লোকে,—কর্ণদ্বারা মথুরার নাম শুনিব, চক্ষুদ্বারা মথুরা দর্শন করিব, আমাদের অগ্রেও থাকিবে মথুরা, পশ্চাতেও মথুরা; অহো কতই না মধুর এবং সুমধুর এই মথুরা, যাহার তুলনা কেবল মথুরা॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—ভাব যাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই নববিধ অনুভাবের উদয় হয় যথা,—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরাগ, অভিমানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সম্যক্ উৎকণ্ঠা, নাম কীর্তনে সর্ব্বদা রুচি; কৃষ্ণগুণ শ্রবণে আসক্তি এবং কৃষ্ণের বসতিস্থলে প্রীতি। [৭৯]

ইতি ভজন ক্রম প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ইতি অভিধেয় তত্ত্ব সমাপ্ত হইল॥

ওঁ হরিঃ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ॥

প্রয়োজনতত্ত্বম্

প্রয়োজন নির্ণয় প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ অবিদ্যা কল্পিত জড়বিশেষো ন প্রয়োজনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮০ ॥

ছান্দোগ্যে। গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যোহন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি॥ ভাগবতে। স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ। তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ॥ শ্রীজীবঃ। অথ জীবস্তদীয়াপি তজ্জ্ঞান সংসর্গাভাবযুক্তত্বেন তন্মায়াপরাভূতঃ সন্নাত্মস্বরূপ-জ্ঞানলোপাৎ মায়া কল্পিতো-পাধ্যাবেশাচ্চ অনাদি সংসার দুঃখেন সম্বধ্যতে॥ ৮০ ॥

অবিদ্যা-কল্পিত স্বর্গাদি জড়বিশেষ লাভই প্রয়োজন নয় ॥ ৮০ ॥

ছান্দোগ্য বলেন,—ইহলোকে গো, অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রভৃতিকেই লোকে মহিমা বলে। আমি এতাদৃশ মহিমার কথা বলিতেছি না; কারণ প্রতিষ্ঠা বলিতে একের অন্যের উপর অবস্থিতি বুঝায় ॥ ভাগবতে,—স্বপ্নকালে যেরূপ পাত্র-মিত্র-সৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজসৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মে দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য প্রভাবসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দনিধি শ্রীনারায়ণকেই ভজন কবিবে। অন্যবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অন্য ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসার প্রবৃত্তি ঘটিবে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—জীবাত্মাসকল যদিও শ্রীভগবানেরই শক্তিসম্ভূত, তথাপি ভগবদ্ বিস্মৃতির হেতু ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া শক্তিদ্বারা পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া এই আত্মার নিজের স্বরূপজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া সেই মায়া-কল্পিত উপাধিসমূহে আবিষ্ট হইয়া অনাদি কর্মজনিত সংসার দুঃখে বদ্ধ হইয়া পড়ে। [৮০]

ওঁ হরিঃ ॥ নাপি নির্বিশেষঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮১ ॥

ছান্দোগ্যে। অমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ শ্বেতাশ্বতরে। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি ॥ ভাগবতে। দুরবগমাত্মতত্ত্ব নিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিত মহামৃতাব্ধি পরিবর্ত পরিশ্রমণাঃ। ন পরিলসন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বর, তে চরণসরোজ হংস কুলসঙ্গ বিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দঃ। তৎ শব্দার্থঃ প্রকট পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধিস্ত্বং শব্দার্থো ভবভয় ভর ব্যগ্রচিন্তাদি দুঃখী। তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়ো বস্তুগত্যা ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ। যস্মিন্নুৎপত্তিমায়াৎ ত্রিভুবন সহিতং চন্দ্র-সূর্যাদি সর্ব্বং যস্মিন্নাশান্তমান্তে ব্রজতি বিলয়ং স্ব স্ব কালেন যস্মিন্। বেদৈর্ব্রহ্মাপি বক্তুং প্রভবতি ন কদা যং গুণাতীতমীশং সোঽহং বাক্যন্ত কস্মাদুপদিশসি গুরোর্মন্দভাগ্যায় মহ্যং ॥ ৮১ ॥

নির্বিশেষ অবস্থা লাভও প্রয়োজন নহে ॥ ৮১ ॥

ছান্দোগ্যে,—বায়ু, সূক্ষ্মমেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন এইগুলি যেমন আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া প্রখর সৌরতেজ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রকটিত হয়, ঠিক তেমনি এই জীবাত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া ও পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন ॥ শ্বেতাশ্বতর বলেন,—তাঁহাকে ভক্তিপ্রভাবে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলেই মৃত্যু অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায়। ভাগবতে বেদস্তুতিতে। হে ঈশ্বর! ব্রহ্মানন্দ আবরণকারী রূপগুণলীলাময় তোমার যে দুর্ব্বোধ্য-তত্ত্ব জীবগণকে জানাইবার জন্য তুমি প্রপঞ্চে স্ববিগ্রহ প্রকট করিয়াছ, সেই প্রকটলীলাকারী তোমার চরিতাবলীরূপ মহামৃতসমুদ্রে মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণশীল ত্যক্তাশ্রমী বিরলপ্রচার ভক্তগণ—যাঁহারা তোমার চরণকমলাস্বাদ পরায়ণ ভাগবত পরমহংসগণের শিষ্যোপশিষ্য পরম্পরার সঙ্গবলে গৃহত্যাগী হইয়াছেন,

তাঁহারা মুক্তিপদও কামনা করেন না ॥ শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ বলেন,—তত্ত্বমসি শ্রুতিবাক্যে তৎ-শব্দের অর্থে পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রের প্রাকট্যরূপ পরমেশ্বর এবং ত্বং-শব্দের অর্থে ভবসংসারের জন্ম-মরণাদি ভয়দ্বারা ব্যগ্রচিত্ত এবং দুঃখী বদ্ধজীবকে বুঝায়। তাঁহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য কখনই সম্ভবপর নয়, কারণ তাঁহাদের দুইয়ের মধ্যে বস্তুগত নিত্যভেদ বর্ত্তমান। তৎপদার্থবাচক বস্তু এই সমস্ত জগতের সেব্য-বিগ্রহ ভগবান্ এবং ত্বংপদার্থবাচক জীব সেই ভগবানের নিত্যদাস। যে পরমেশ্বর দ্বারা এই ত্রিভুবনেরসহিত চন্দ্র-সূর্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রাদি সকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং অন্তে যাঁহার ইচ্ছায় এইসকল কালানুক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বরকে বেদবক্তা ব্রহ্মা কখনই জীবের সহিত এক বলিয়া বলেন নাই। আমাদের মন্দ ভাগ্যের ফলে কোন কোন গুরু সোঽহং এইরূপ বাক্যের উপদেশ প্রদান করে। [৮১]

ওঁ হরিঃ ॥ পরমার্থে তস্য ন প্রয়োজনত্বং কিন্তু ক্বচিদভিধেয়ত্বং ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮২ ॥

ক্বচিদভিধেয়ত্বং ঈশাবাস্যে। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চৈকত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ছান্দোগ্যে। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥ শ্রীগোপালতাপন্যাং। সোঽহমিত্যব ধার্যাত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ ॥ নৃসিংহোপনিষদি। পরে ব্রহ্মণি পর্যবসিতো ভবেৎ ॥ ন প্রয়োজনত্বং ভাগবতে। জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্য নমন্তএব জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাং স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ মহাপ্রভু। তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য। প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥ ৮২ ॥

পরমার্থ বিষয়ে তাহাদের প্রয়োজনত্ব নাই কিন্তু স্থলবিশেষে অভিধেয়ত্ব হইতে পারে ॥ ৮২ ॥

(৫৩ / ৫৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)

ঈশোপনিষদে,—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধদ্বারা ঘৃণা, শোক, মোহ ইত্যাদি তিরোহিত হয়, অতএব যে সময়ে সর্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয়, তখন একত্ব-দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে ? ছান্দোগ্যে,—হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই সৎ অথবা হে শ্বেতকতো, তুমি তাঁহার। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে,—আমিই সেই অর্থাৎ আমি সেই গোপালের সঙ্গেই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এইরূপে নিজেকে নিশ্চিত করিয়া আমি গোপাল অর্থাৎ তজ্জাতীয় বস্তু এইরূপে ভাবনা করিবে ॥ নৃসিংহ তাপনীতে। পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে নিজের শেষগতি ভাবিতে হইবে ॥ ভাগবত বলেন এই নির্বিশেষ জ্ঞান কিন্তু জীবের প্রয়োজন নহে, যথা—জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণতি-ভক্তি-সহকারে সাধুমুখে তোমার কথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্মান করতঃ কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কৃষ্ণানু-শীলন করিয়া যিনি স্থানস্থিত হইয়া জীবন যাপন করেন, হে অজিত ! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই

তোমাকে আয়ত্তাধীন করেন॥ মহাপ্রভু বলেন,—তত্ত্বমসি ইত্যাদি অভেদপর বেদবাক্য জীবের চিন্ময়ত্বসূচক প্রাদেশিকবাক্য, এই সমস্ত মহাবাক্য নহে। শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবই বেদের মূল স্বরূপ মহাবাক্য; তাহাকে না জানিয়া কেবল প্রাদেশিক বাক্যার্থ লইয়া মায়াবাদীরা মতবাদ স্থাপন করে। [৮২]

ওঁ হরিঃ॥ তত্তু সর্বত্র ন প্রশস্তং॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৩॥

ঈশাবাস্যে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয়ো ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ভাগবতে। শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং॥ যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ চরিতামৃতে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ ৮৩॥

তাহা সর্ব্বত্র প্রশস্ত নয়॥ ৮৩॥

ঈশাবাস্যে কেবল অভেদবাদের ঘোর কুফল প্রদর্শন যথা,—যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি ভক্তিবর্জিত অভেদজ্ঞানে রত হইয়া নিজেকে পরতত্ত্ব বলিয়া ভাবনা করেন এবং এরূপের বিদ্যা অর্জন করেন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আত্মবিনাশ সাধন করেন॥ ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে দেখা যায়,—হে বিভো! এই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল বোধ লাভ করিবার জন্য যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র তাঁহাদের চরম ফল হয়। স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোনপ্রকার তণ্ডুল লাভ করে না, তদ্রূপ ভক্তিবিহীন জ্ঞানে কোন পরমার্থ লাভ হয় না। দেবগণ বলিতেছেন, হে অরবিন্দাক্ষ, কেবল জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভক্তির প্রতি নিত্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা অশুদ্ধ বুদ্ধি। তাঁহারা জ্ঞানচেষ্টা দ্বারা অতৎবস্তু ত্যাগ করিতে করিতে পরমপদ পর্য্যন্ত যায়। আবার আশ্রয়রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত হয়॥ ভক্তিবিহীন জ্ঞান অমঙ্গলকর; ভক্তিদ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানবৈরাগ্যই যথার্থ এবং মঙ্গলকর। [৮৩]

ওঁ হরিঃ॥ চিদ্বিশেষ এব প্রয়োজনম্॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৪॥

ছান্দোগ্যে। ব্রূয়াদ্‌যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যা চন্দ্র সমাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্প বৃক্ষ লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং। লক্ষ্মীসহস্রশত সংভ্রম সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ চরিতামৃতে। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ ৮৪॥

ইতি প্রয়োজন নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

চিদ্বিশেষই জীবের প্রয়োজন ॥ ৮৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—তবে তিনি বলিলেন,—এই আকাশের পরিমাণ যেরূপ, হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশের পরিমাণও সেইরূপ। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই ইহার মধ্যে সংস্থাপিত, দেহধারী জীবের আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে বা যাহা নাই, সেই সমস্তও এই হৃদয়াকাশে সমাহিত॥ ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—চিন্তামণিসমূহদ্বারা সংগঠিত নিত্যধামে যাহা অনন্ত সংখ্যক কল্পতরুদ্বারা শোভিত, তথায় কামধেনুসমূহের পালনকারী এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণ তুল্য গোপিকাসমূহদ্বারা সুচারুরূপে সেব্যমান পরমপুরুষ গোবিন্দ নামক শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি॥ এই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্, সমস্ত অবতারগণের মূল অবতারী। ইহার নাম গোবিন্দ এবং সমস্ত ঐশ্বর্যসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ গোলোকধামই ইহার নিত্য অবস্থানের ধাম। [৮৪]

ইতি প্রয়োজন নির্ণয় ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥

স্থায়ীভাব প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ বিশিষ্ট ভাবোহি রতিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮৫ ॥

ছান্দোগ্যে। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥ গীতায়াং। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ অগ্নিপুরাণে। অভিমানাদ্রতিঃ সা চ পরিপোষমুপেয়ুষী। ব্যভিচার্যাদি সামান্যাৎ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে॥ শ্রীরূপ। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশু সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তি তৎস্বরূপতাং। স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥ ৮৫ ॥

চিত্তেতে সবিশেষ ভাবই রতি ॥ ৮৫ ॥

ছান্দোগ্যে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আত্মা,—এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ সবিশেষ জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই বিদ্বান্ স্বরাড্ হন; সমস্ত লোকে তিনি অপ্রতিহত গতিপ্রাপ্ত হন॥ গীতায়,—যে ব্যক্তি আত্মরতি হইয়াছেন অর্থাৎ আত্ম ও আত্ম-তত্ত্বকে জানিয়া আত্মবস্তুতেই নিরত, তিনি আত্মতৃপ্ত এবং আত্মবস্তুতেই সন্তুষ্ট হন। তিনি কেবল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম করেন, অতএব সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। জগতে তাঁহার করণীয় কার্য কিছুই নাই॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,—নিজের সিদ্ধ-

রূপাদির অভিমান দ্বারা ভগবদ্রতি পরিপুষ্ট হয়, তাহা ব্যভিচারী ইত্যাদি সামগ্রীর মিলনে শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি রুচি দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করিলে ভাবভক্তি হয়। উহার স্বরূপ—শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা, এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তিরূপ সূর্যের কিরণসদৃশ। শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষরূপ ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণাদি সর্ব্ববস্তুর প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত এবং উহাতে তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মনোবৃত্তি-স্বরূপতা লাভ করিয়া ব্রহ্মবং স্বয়ং প্রকাশরূপা হইলেও চিত্তবৃত্তিদ্বারাই প্রকাশ্যবৎ স্ফুরিত হয়। [৮৫]

ওঁ হরিঃ॥ উল্লাসময়ীতর রাগশূন্যা রতিঃ প্রীতিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৬ ॥

তৈত্তিরীয়ে। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ বিষ্ণুপুরাণে। নাথযোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি॥ যা প্রীতি-রবিবেকানাং বিষয়েষ্বন-পায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥ চরিতামৃতে। সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দধাম॥ ৮৬॥

রতি উল্লাসময়ী ও ইতর রাগশূন্য হইলে প্রীতি নাম প্রাপ্ত হয়॥ ৮৬॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—তিনি আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। আনন্দময় পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরের দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে, ক্রমশ আনন্দময় পরমেশ্বরের দিকেই অগ্রসর হইয়া পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের স্তবে,—হে প্রভো, সহস্র সহস্র জীবযোনীতে আমি যে কোনটীতেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন, সেই সেই জন্মে সর্বদা তোমার শ্রীচরণে যেন অচলাভক্তি আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক। বিষয়ীব্যক্তি-গণের বিষয়ভোগের প্রতি যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তেমন তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ তোমার প্রীতি অপসৃত না হউক॥ প্রেমাঙ্কুররূপ রতি গাঢ় হইয়া পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাকার ধারণ করে। [৮৬]

ওঁ হরিঃ॥ দৃঢ় মমতাতিশয়াত্মিকা প্রীতিঃ প্রেমা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৭॥

কঠে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ গোপালোপনিষদি। এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে, নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব॥ পঞ্চরাত্রে। অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥ শ্রীরূপঃ। সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ৮৭॥

প্রীতি দৃঢ মমতাতিশয়রূপিণী হইলে প্রেমনাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

কঠোপনিষদ্ বলেন,—সেই ভগবানকে প্রবচনের দ্বারা, বুদ্ধিশক্তির দ্বারা এবং বহুশ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না, কিন্তু যাঁহার অতিশয় ভক্তিবলে তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন তিনিই একমাত্র সেই পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময় দিব্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ॥ গোপালতাপনী বলেন,—যে সমস্ত ভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামনা হইতে মুক্ত হইয়া এবং অনুক্ষণ ভাবভাবযুক্ত হইয়া প্রীতিদ্বারা ভজনা করেন, তাহাদিগকেই এই ভগবান্ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিভুজ গোপরূপ এবং স্বীয় ধাম বৃন্দাবন ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ভগবদ্ধামকেই শ্রুতিগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কীর্তন করেন ॥ এই প্রেম সম্বন্ধে পঞ্চরাত্র বলেন,—যে ভাবভক্তিতে দেহগেহাদি অন্য বিষয়ে মমতা পরিত্যাগ করত শ্রীবিষ্ণু বিষয়ে মমতা প্রযুক্তা হয়, তাহাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি মহাজনগণ প্রেম বলিয়া থাকেন ॥ শ্রীরূপ গোস্বামীর উক্তি যথা,—যে ভাবভক্তি নিজের প্রথম দশা হইতেও চিত্তের অতিশয় স্নিগ্ধত্ব সম্পাদন করে, পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায় এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা প্রকাশ করে, সেই ভাবকেই পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া কীর্তন করেন। [৮৭]

ওঁ হরিঃ ॥ বিস্রম্ভাত্মপ্রেমা প্রণয়ঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮৮ ॥

তৈত্তিরীয়ে। যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ ভাগবতে। উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ ॥ শ্রীরূপঃ। প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটং তদগন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে ॥ ৮৮ ॥

অটল বিশ্বাস স্বরূপ প্রেমই প্রণয় ॥ ৮৮ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যদি কোন উপাসক প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, প্রাকৃত শরীররহিত, অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বাধার অথচ স্বয়ং অনাধার এই পরমাত্মার আশ্রয়ে নির্ভয় পাইবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠা সহযোগে ভক্তি অবলম্বন করেন, তবে তিনি নির্ভয়প্রাপ্ত হন। ভাগবতে,—মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামাকে বহন করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ বলেন,—যে রতিতে স্পষ্টতঃ সংভ্রমাদির প্রাপ্তিযোগ্যতা থাকিলেও তাহাতে যদি সংভ্রমলেশও স্পর্শ না করে, তবে তাহাকে প্রণয় বলে। [৮৮]

ওঁ হরিঃ ॥ কৌটিল্যাভাসাত্মক ভাববৈচিত্র্যানুগুণ প্রণয়োমানঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮৯ ॥

তৈত্তিরীয়ে। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি ॥ ভাগবতে। কচিদ্ ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা ॥ শ্রীরূপ। অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ৮৯ ॥

কৌটিল্যের আভাসপ্রাপ্ত ভাববৈচিত্র্যের অনুগুণ প্রণয়কে মান বলা যায় ॥ ৮৯ ॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—সেই ব্রহ্মকে মননস্বরূপ বোধে উপাসনা করিলে উপাসক মানবান্ হইবে। ভাগবতে। মানিনী গোপিকাগণ কখনও কৃষ্ণের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া প্রেমভাবে বিহ্বলতা প্রদর্শন করিতেন॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—এই মান প্রাচীনদের মতে, সর্পের স্বভাবসিদ্ধ কুটিলগতির ন্যায় প্রেমেরও স্বাভাবিক গতি বক্রই হয়, এইজন্য কারণে ও অকারণে নায়ক এবং নায়িকার মান প্রকাশ হয়। [৮৯]

ওঁ হরিঃ ।। চেতো দ্রবাতিশয়াত্মক প্রেমৈব স্নেহঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯০ ॥

বৃহদারণ্যকে। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাদনন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ ভাগবতে। বীক্ষ্যন্তঃ স্নেহসম্বদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ। ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে। নির্য্যাত্যাগারান্নোঽভদ্রমিতিস্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ॥ চরিতামৃতে। কাঁদিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাঞী। বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই॥ সন্ন্যাসী হৈয়া মোরে না দিল দরশন। তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ। [৯০]

চিত্তের অতিশয় দ্রবতা বিশিষ্ট প্রেমই স্নেহ ।। ৯০ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর; কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরতম॥ পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ যথা ভাগবতে। স্নেহপাশে হৃদয় সম্যক্ বদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া পাণ্ডবাদি সকলেই পলকহীন নেত্রে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে যেই সকল স্থানে কৃষ্ণ গমন করিতেছিলেন সেই সকল স্থানেই তাঁহার পূজনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহ হইতে নির্গত হইলে বন্ধুপত্নীগণ অতিশয় আসক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে কোন প্রকার অমঙ্গল না হয় এইজন্য বিগলিত অশ্রু নিরুদ্ধ করিলেন॥ চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীশচীমাতার স্নেহের কথা পাষাণসদৃশ হৃদয়কেও বিগলিত করে। [৯০]

ওঁ হরিঃ॥ অভিলাষাত্মক স্নেহ এব রাগঃ ।। হরিঃ ওঁ ॥ ৯১ ॥

বৃহদারণ্যকে। আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ॥ কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্চরেৎ॥ ভাগবতে। বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো। ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনম্॥ চরিতামৃতে। নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥ তুমি সব করিতে পার গমনাগমন। গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন॥ আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি। তার যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি॥ ৯১ ॥

অভিলাষস্বরূপ স্নেহকে রাগ বলা যায়॥ ৯১॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—কেহ যদি এই পরমাত্মাকে, ইনি আমার এইরূপে জানিতে পারেন, তবে তাহার কি আর দুঃখ থাকিবে? ভাগবতে কুন্তীদেবীর স্তবে,—হে বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ, যে সমস্ত বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে মুক্তিপ্রদ তোমার দুর্লভ দর্শন লাভ হয়, আমাদিগের সেই প্রকারের বিপদ্‌সকল পুনঃপুনঃ উপস্থিত হউক॥ চরিতামৃতে শচীমাতার অভিলাষাত্মক স্নেহ নিমাইর প্রতি উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। [৯১]

ওঁ হরিঃ।। রাগোঽনুক্ষণং বিষয়াশ্রয়য়োর্নবীনত্বং সম্পাদয়ন্ননুরাগঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৯২॥

তৈত্তিরীয়ে। এতমানন্দময় মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সামগায়ন্নাস্তে। হাঁ৩বু, হা৩বু, হা৩বু॥ ভাগবতে। যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহো গতস্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবং। পদে পদে বা বিরমেত তৎপদাচ্চলাপি যং শ্রীন জহাতি কর্হিচিৎ॥ শ্রীবাসুদেব ঘোষঃ॥ না জানিয়া না শুনিয়া প্রীতি করিলাম গো পরিণামে পরমাদ দেখি। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে এমতি ঝরয় দুটি আঁখি॥ হের যে আমারে দেখ, মানুষ আকার গো, মনের অনলে আমি পুড়ি। জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িয়া রৈয়াছি গো পাকালিয়া পাটের ডুরি॥ আন্ধুয়া পুরুখে যেন, দীন হীন মীন হেন, নিঃশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঁই। বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতি পিরিত গো তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই॥ ৯২॥

রাগ তদীয় বিষয় ও আশ্রয়ের অনুক্ষণ নবীনত্ব সম্পাদন করিলে অনুরাগ নাম প্রাপ্ত হয়॥ ৯২॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যে ব্যক্তি অন্নময়াদি পুরুষে আত্মজ্ঞানে অতৃপ্ত হইয়া ক্রমে আনন্দময় পুরুষে সংক্রান্ত হন, তিনি ইচ্ছামত ভোগাধিকারী হন ও ইচ্ছামত আকৃতি হইয়া ভূরাদিলোকে সঞ্চরণ করেন এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক এই সামমন্ত্র গাহিয়া জীবে অনুগ্রহ বিতরণ করেন॥ ভাগবতে,—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ যদিও ভগবান্‌কে পার্শ্বে পাইয়া প্রতিনিত্য রাত্রিকালে তাঁহার চরণকমলযুগল প্রতিক্ষণ নবনবায়মানরূপে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেন, যে চরণকমল চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত কখনই পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা সেই পদযুগল দর্শন স্পর্শনাদি করিয়া কখন বিরাম লাভ করিতেন না। [৯২]

ওঁ হরিঃ॥ অসমোর্দ্ধচমৎকারেণোন্মাদনং মহাভাবঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৯৩॥

ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণং সমাপ্তম্॥

মুণ্ডকে। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ভাগবতে। গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা ভবেৎ॥ শ্রীরূপঃ। ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়াঃ মহাভাব দশাং ব্রজেৎ। যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাম্॥ ৯৩॥ ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন করিয়া অনুরাগ মহাভাব হয় ॥ ৯৩ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে,—যেমন নদীগুলি বিভিন্ননাম ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত অর্থাৎ মিলিত হয়, তখন আর তাহাদের নাম-রূপের পৃথক্ পরিচয় থাকে না। সেইরূপ জীব অবিদ্যাজনিত নাম ও রূপসকলকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে মুক্তাবস্থায় ত্যাগপূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় ॥ ভাগবত বলেন,—শ্রীগোবিন্দের দর্শন মাত্র দ্বারাই গোপীগণ পরমানন্দ লাভ করিতেন; তাঁহার বিনা দর্শনে গোপিকাদের প্রতি ক্ষণকাল শত শত যুগের ন্যায় পরিণত হইয়া অসহনীয় যাতনা প্রদান করিত ॥ রূপগোস্বামী বলেন,—ইহাই সেই প্রৌঢ়ারতি, যাহা মহাভাব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহা মুক্তপুরুষসকল কামনা করেন এবং ইহা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণেরও কাম্যবস্তু। [৯৩]

ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

রস প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ সামগ্রী পরিপুষ্টা রতিরেব রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৪ ॥

তৈত্তিরীয়ে। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ অগ্নিপুরাণে। ন ভাব হীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। ভাবয়ন্তি রসেনাভি ভাব্যন্তে চ রসাইতি॥ শ্রীভরত মুনিঃ। শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণী কৃতৌ। প্রমাতা তদভেদেন স্বয়ং যয়া প্রতিপদ্যতে॥ চরিতামৃতে। এইসব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব। স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাবানুভাব॥ সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥ যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর। মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর ॥ ৯৪ ॥

সামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইলে রতিই রস হয় ॥ ৯৪ ॥

তৈত্তিরীয় বলেন—পরব্রহ্মই রসরূপ আনন্দময়পুরুষ। এই রসস্বরূপকে পাইলেই লোক প্রকৃত আনন্দবিশিষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণ বলেন,—রস কখনই ভাববর্জিত হয় না, তথা ভাবও কখনই রসবিহীন হয় না। রস দ্বারাই ভাবনা করিতে হয় এবং এই রসকেই ভাবিতে হইবে॥ শ্রীভরত-মুনির উক্তিতে,—বিভাবাদির সাধারণীকরণে এমন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যে শক্তিদ্বারা ঐ কাব্য নাট্যাদির অনুভবকর্ত্তা ধ্বনিজ্ঞ ভক্ত প্রমাতা সেই প্রাচীন ভক্তের সহিত নিজের অভিন্নতা জানিতে পারেন॥ চরিতামৃত বলেন,—রসের মূলস্বরূপ স্থায়ীভাবের সহিত চতুর্বিধ সামগ্রী মিলনে রস হয়। এই সামগ্রী যথা,—রসের হেতুস্বরূপ বিভাব, রসের কার্যস্বরূপ অনুভাব, রসের কার্য্য-বিশেষ রূপ সাত্ত্বিকভাব এবং রসের সাহায্যরূপ ব্যভিচারীভাব। এই প্রকার কৃষ্ণভক্তিরস অত্যন্ত সুমধুর অবস্থা ধারণ করে যথা দধি, মিছরি, ঘৃত, মরীচ, কর্পূরাদির মিলন অমৃতরসোপম হয় ॥ [৯৪]

ওঁ হরিঃ॥ স চ পঞ্চবিধো মুখ্যঃ সপ্তবিধো গৌণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৫ ॥

বৃহদারণ্যকে। যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতং॥ বারাহে। পুত্র-ভ্রাতৃ-সখিত্বেন স্বামিত্বেন যতো হরিঃ। বহুধা গীয়তে বেদৈর্জীবোংশস্তস্য তে নতু॥ চরিতামৃতে। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ॥ ৯৫॥

সেই রস মুখ্য পঞ্চপ্রকার, গৌণ সপ্ত প্রকার॥ ৯৫॥

বৃহদারণ্যকে,—আকাশাদি পঞ্চভূতের যথা পর পর গুণের আধিক্য। ঐরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস এবং এসকল পঞ্চ রসের ভক্তগণ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই শ্রীহরিকেই অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি, তাঁহাকে জানিয়া আমি অমর হইয়াছি॥ বরাহপুরাণে,—শ্রীহরির সহিত ভক্তিমান্ জীবগণ পুত্র, ভ্রাতৃ, সখা, স্বামী, ইত্যাদি বহুতর সংবন্ধদ্বারা যোগযুক্ত হইয়া সেবা করেন; এই সকল জীবগণ সেই ভগবানেরই অংশ স্বরূপ, কিন্তু ভগবান্ কখনই জীবের অংশ নহেন॥ চরিতামৃতে,—পঞ্চ মুখ্যরতি চতুর্বিধ সামগ্রী মিলনে পঞ্চপ্রকার রসরূপতা লাভ করে। এই পঞ্চরসই মুখ্য ভক্তিরস॥ [৯৫]

ওঁ হরিঃ॥ শান্ত রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৬॥

ছান্দোগ্যে। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ ভাগবতে। ঋষয়ো বাতবসনা শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ চরিতামৃতে। শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর। শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়॥ শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা॥ কৃষ্ণনিষ্ঠ তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে। এই দুইগুণ ব্যাপে সর্ব্বভক্ত জনে॥ আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূত গণে॥ শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ ৯৬॥

প্রথম মুখ্যরসের নাম শান্ত রস॥ ৯৬॥

ছান্দোগ্যে,—এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। ভাগবতে। দিগম্বর ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শান্তভাব হইয়া ব্রহ্মধামে গমন করেন॥ শান্তভক্তের উদাহরণ নবযোগেন্দ্র, চতুঃসন ইত্যাদি। এই শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। এই রসের ভক্তেরা কৃষ্ণে মমতাবিহীন নিষ্ঠাদ্বারা পরিচিত। পরতত্ত্বে পরংব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপ জ্ঞানই ইঁহাদের প্রবল। আকাশের শব্দরূপ গুণ যেমন অপর সর্ব্বভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ শান্তের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগরূপ গুণদ্বয় অপর সকল ভক্তগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। [৯৬]

ওঁ হরিঃ॥ দাস্য রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৭॥

অগ্নিবেশ্মশ্রুতি। অংশোহ্যেষ পরস্য ভিন্নং হ্যেনমধীয়িরে। ব্রহ্মদাস্য ব্রহ্ম কিতবা ইতি॥ ভাগবতে। কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো দাসেষ্বনন্য শরণেষু যদাত্মসাত্ত্বং যো রোচয়েৎ সহমৃগৈঃ

স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎ কিরীটতট-পীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্‌গন্ধ বাসো অলংকার চর্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ চরিতামৃতে ॥ দাস্য ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর। শান্তেরগুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন ॥ দাস্য রতি রাগপর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥ ৯৭ ॥

দ্বিতীয় মুখ্য রসের নাম দাস্যরস ॥ ৯৭ ॥

অগ্নিবেশ্ম শ্রুতি বলেন,—জীবগণ পরব্রহ্মের অংশ অতএব ইহাদিগকে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এরূপ জানিবে। ব্রহ্মদাস স্বরূপ জীব কিপ্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারে? ভাগবতে। হে অশেষবন্ধো! অনন্য শরণ দাসদিগকে সখ্যভাবে আত্মসাৎ কর; তাহা বিচিত্র নহে। যে তুমি স্বয়ং ঈশ্বরদিগের শ্রীমৎ কিরীট তট পীড়িত পাদপীঠ হইয়াও অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হইয়াও শাখামৃগ বানরগণের সহিত সখ্য করিতে রুচি প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে কৃষ্ণ, তোমার ব্যবহৃত মালা, গন্ধ, অলঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ চরিত্রামৃত বলেন,— ভগবানের দাস্যভক্তগণের সংখ্যা অনেক। শান্তভক্তের কেবল স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত প্রভুর অসীম ঐশ্বর্যের জ্ঞান দাস্য ভক্তিতে যুক্ত হয়। ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান দ্বারা দাস্যভক্তে সম্ভ্রম ও গৌরবাদি ভাব প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। শান্তের দুই গুণের সঙ্গে দাস্য ভক্তিতে সেবন রূপ আর একটা অধিক গুণ থাকে। এই দাস্যরতির চরমসীমা রাগপর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় [৯৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সখ্যরসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৮ ॥

মুণ্ডকে দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ॥ ভাগবতে। অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলি সম্পন্মৃতুলাচ্ছবালুকং স্ফুটং সরোগন্ধ হৃতালি পত্রিক ধ্বনি প্রতিধ্বান লসদ্দ্রুমা-কুলম্ ॥ অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢং ক্ষুধার্দিতাঃ বৎসা সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনৈস্তৃণম্ ॥ বাল্মীকী রামায়ণে। সোহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া। রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্ব্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহঃ ॥ চরিতামৃতে। সখ্যভক্ত শ্রীদামাদ পুরে ভীমার্জুন। শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সখ্যে বিশ্বাসময় ॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়োয় করে ক্রীড়ারণ। কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগসীমা। সুবলাদ্যের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৯৮ ॥

তৃতীয় মুখ্যরসের নাম সখ্যরস ॥ ৯৮ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ বলেন,—জীব ও পরমেশ্বর নামে দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সর্ব্বদা যুক্ত থাকে ও তাহারা পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, একই শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। ভাগবতে,—কৃষ্ণ কহিলেন; হে বয়স্যগণ, অহো, এই পুলিন অতি রম্য। ইহাতে আমাদের কেলিসম্পৎস্বরূপ মৃদুবালুকা সকল বর্ত্তমান। প্রস্ফুটিত সরোবর জাত সরোজগন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে

ক্রম সকল শোভা পাইতেছে। এই স্থানে আমরা ক্ষুধার্দিত হইয়াছি, আমরা আহার করি, দিবস অতিবেল হইতেছে। বৎস সকল নিকটস্থিত তৃণে অল্পে অল্পে চরুক ও যমুনার জল পান করুক॥ বাল্মীকি রামায়ণে গুহকের সখ্যভাব যথা,—হে লক্ষ্মণ, সেই রামচন্দ্রের প্রিয়সখারূপে আমিই এখানে বর্তমান আছি, সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র শয়ান অবস্থায় আছেন, আমি ধনুক হস্তে আমার সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত তাঁহার রক্ষা করিব, কোন চিন্তার কারণ নেই, তুমিও যাইয়া বিশ্রাম কর॥ চরিতামৃত বলেন,—সখ্যের উদাহরণ বিশ্রম্ভ সখ্যে শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি ব্রজসখাগণ এবং গৌরবসখ্যে ভীমার্জুনাদি পুরবাসীগণ। সখ্যভক্তিতে শান্ত ও দাস্যের গুণের সহিত বিশ্বাসময়তা অধিকরূপে থাকে। ব্রজসখাগণের সখ্যভাবে কোন গৌরবের প্রতিবন্ধক না থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে নানাপ্রকারের ক্রীড়া করে কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করে। সখ্যে এবং বাৎসল্যে ভক্তগণের রতির সীমা অনুরাগ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। তারমধ্যে সুবলাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাঁহাদের প্রেমদশা ভাব পর্যন্ত বিস্তৃত হয় [৯৮]

ওঁ হরিঃ॥ বাৎসল্য রসঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৯৯॥

পারাশর্যায়ণ শ্রুতিঃ॥ অংশোহ্যেষ পরস্য সোঽয়ং পুমানুৎপদ্যতে চ ম্রিয়তে চ নানাহ্যেষং ব্যপদিশতি পিতেতি পুত্রেতি ভ্রাতেতি চ সখেতি চেতি॥ ভাগবতে। তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্। স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং মত্বা পরংব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥ চরিতামৃতে। বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন॥ বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনের ইহা নাম—পালন॥ সখ্যেরগুণ অসঙ্কোচ অগৌরব আর। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥ আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥ ৯৯॥

চতুর্থ মুখ্যরসের নাম বাৎসল্যরস॥ ৯৯॥

পারাশর্যায়ণ শ্রুতি বলেন,—এই জীব পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া এই জগতে জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি স্বীকার করিয়া কখন পিতা, কখন পুত্র, কখন ভ্রাতা এবং কখন সখা ইত্যাদি পর্যায় দ্বারা সূচিত হন। আত্মাতে এই ভাবসকল নিত্য বর্তমান। ভাগবতে দশমে,—তখন সেই সেই গোপবালকের জননীগণ বংশীরব শুনিয়া সত্বরে উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্র জ্ঞানে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক পুত্রস্নেহে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত পান করাইতেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা ও গুরুজন-সকল বাৎসল্য রসের ভক্ত। শান্তের ও দাস্যের গুণ সকল বাৎসল্যে পালনরূপে প্রকাশ পায়। তারপর সখ্যের দুইগুণ অসঙ্কোচ এবং অগৌরবের সঙ্গে মমতাধিক্যও বাৎসল্যে দৃষ্ট হয়, যাহা দ্বারা তাড়ন ভর্ৎসনাদি ব্যবহারও দেখা যায়। চারিরসের গুণযুক্ত এই বাৎসল্য অমৃতের মত স্বাদু এবং ইহাতে কৃষ্ণ পাল্য এবং ভক্তগণ পালন কর্তা॥ [৯৯

ওঁ হরিঃ ॥ মধুর রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০০ ॥

বৃহদারণ্যকে। তদযথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো নবাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং॥ ভাগবতে। এবং শশাংকাংশু বিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণাঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথারসাশ্রয়াঃ॥ চরিতামৃতে। মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়॥ সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়। কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥ এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার। রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবলমধুর। অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার॥ ১০০॥

পঞ্চম বা চরম মুখ্যভাবের নাম মধুর রস॥ ১০০॥

বৃহদারণ্যকে,—প্রিয়া পত্নীর দ্বারা আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেমন বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানে না, ঠিক তেমনি এই প্রত্যগাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানেন না॥ ভাগবতে,—এইরূপে চন্দ্রকিরণ-বিরাজিত রাত্রে অনুরক্তা অবলাগণের সহিত সেই সত্যকাম কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে অবরুদ্ধরতি হইয়া শরৎ-কাব্য-কথাশ্রয়ে আনন্দ সেবা করিয়াছিলেন॥ শ্রীচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন,—মধুর ভক্তির কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং সেবার চরমসীমা দৃষ্ট হয়। ইহাতে অসঙ্কোচ, লালন, মমতা ইত্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রেয়সীগণ কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। ইতর সমস্ত রসের গুণ এবং মধুরের নিজস্বগুণ মিলিত হইয়া এই পঞ্চগুণে শ্রীকৃষ্ণের চমৎকারময় সেবা সম্পাদন হয়। মধুরের পরাকাষ্ঠায় অধিরূঢ় মহাভাবের উদয় হয় [১০০]

ওঁ হরিঃ ॥ উত্তরোত্তর মুখ্যরস প্রশংসা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০১ ॥

বৃহদারণ্যকে। অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টোঽনুচিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ॥ ব্রহ্মসংহিতায়। ধর্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥ চরিতামৃতে। পঞ্চবিধরস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য। মধুর নাম শৃঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য॥ ১০১॥

ঐ পঞ্চ প্রকার রসে মধুর রসের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা॥ ১০১॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—সূক্ষ্ম, বিস্তীর্ণ, পুরাতন মার্গটি আমায় স্পর্শ করিয়াছে, উহা আমার দ্বারা অবশ্যই অনুভূত হইয়াছে। ধীর ব্রহ্মজ্ঞেরা সেই মার্গে যুক্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে মোক্ষধামে গমন করেন॥ ব্রহ্মসংহিতায়। —হে ব্রহ্মন্, অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস দ্বারা আমারই ভজনা করিবে। আমার বিষয়ে যে যে ভক্তিরসের ভাবনা করিবে, সিদ্ধিকালে অনুরূপ চরমফল পাইবে॥ এই প্রকারে পঞ্চবিধরসে শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষে মধুররস এই সব রস অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে [১০১]

ও হরিঃ ॥ হাসাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র ভয়ানক বীভৎসেতি গৌণরসঃ সপ্তবিধঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০২ ॥

হাস্যরস স্তলবকারে। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ বীররসঃ শ্বেতাশ্বতরে। বীরান্ মা নো রুদ্র ইত্যাদি॥ করুণরস শ্বেতাশ্বতরে। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥ রৌদ্রস্তথৈব। একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশানীভিঃ॥ ভয়ানক কঠে। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।' ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ বীভৎসশ্ছান্দোগ্যে। ইমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্বম্রিয়স্বেত্যেত তৃতীয়ংস্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সতে॥ অগ্নিপুরাণে। রাগাদ্ভবতি শৃঙ্গারো রৌদ্রস্তৈক্ষ্ণাৎ প্রজায়তে। বীরোঽবষ্টম্ভজঃ সঙ্কোচভূর্বীভৎস ইষ্যতে। শৃঙ্গারাজ্জায়তে হাসো রৌদ্রাত্তু করুণা রসঃ। বীরাচ্চাদ্ভুত নিষ্পত্তিঃ স্যাদ্বীভৎসাদ্ভয়ানকঃ॥ শ্রীরূপঃ। হাসাদ্ভুত স্তথা বীরঃ করুণোরুদ্র ইত্যপি। ভয়ানকঃ স বীভৎসঃ ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥ ১০২॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই সপ্ত প্রকার গৌণরস॥ ১০২।

তলবকারে হাস্যরস,—পরমেশ্বর কর্তৃক জয়লাভে দেবতারা কিন্তু গর্ব্ববোধ করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিলেন, আমরাই এই জয় করিয়াছি, এই উৎকর্ষ আমাদেরই। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার বলেই এই জয় হইয়াছে দেবতারা বুঝিল না॥ শ্বেতাশ্বতরে বীররস :—হে জীব-দুঃখ নাশক পরমেশ্বর, আমাদের উৎসাহী ভৃত্যবর্গকে অনিষ্ট করিও না ইত্যাদি॥ করুণরস শ্বেতাশ্বতরে,—বদ্ধজীব নিজের দীনতাবশত দুঃখ কপ্রিয়া থাকে। সেইখানেই রৌদ্ররস যথা,—যিনি এই সমস্ত সংসারকে স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত করিতেছেন সেই রুদ্র অর্থাৎ সংসার রোগ বিদ্রাবণকারী পরমেশ্বর—অদ্বিতীয়ই। প্রলয়কালে রুদ্রমূর্তিতে তিনিই সমস্ত সংহার করিবেন॥ কঠোপনিষদে ভয়ানকরস,—বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বর দণ্ডধর এবং প্রকাশশালী বজ্রতুল্য নিয়ামক যাহার ভয়ে অগ্নি দাহ করিতেছে, সূর্য তাপ প্রদান করিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি দেবগণ নিজ নিজ কার্য করিতেছেন যমও ভয়ে দৌড়াইতেছেন॥ বীভৎসরস ছান্দোগ্যে—এই জীবগণ "জন্মাও ও মর" এই ঈশ্বরাদেশক্রমে পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান। এই কারণেই ঐ লোক পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং এই গতিকে ঘৃণা করিবে॥ অগ্নিপুরাণে,—রাগদ্বারা শৃঙ্গাররস, তীক্ষ্ণতা দ্বারা রৌদ্ররস উৎপত্তি হয়। ভুজবলাদি উৎসাহ দ্বারা বীররস, ঘৃণা সঙ্কোচাদি দ্বারা বীভৎস উদয় হয়॥ শৃঙ্গার হইতেও হাস্যরস, রৌদ্র হইতে করুণরস, বীর হইতে অদ্ভুত রস এই সকল নিষ্পন্ন হয়, বীভৎস হইতে যথা ভয়ানকের নিষ্পত্তি হয়॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণরস॥ [১০২]

ওঁ হরিঃ ॥ গৌণাস্তু মুখ্যান্ পরিচরন্তো ভক্তি রসাব্ধিং পরিবর্ধয়ন্তি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৩ ॥

ইতি রসপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মুণ্ডকে। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় তথেতি ॥ অগ্নিপুরাণে। অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ। তথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥ শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ। সচেৎ কবির্বীতরাগো নীরস ব্যক্তমেবতৎ ॥ কবিভির্যোজনীয়া বৈভবাঃ কাব্যাদিকে রসাঃ। বিভাব্যতেহি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে ॥ শ্রীরূপঃ ॥ ভক্তানাং পঞ্চধোক্তানামেষাং মধ্যাত এব হি। ক্বাপ্যেকঃ ক্বাপ্যনেকশ্চ গৌণেষ্বালম্বনো মতঃ ॥ অমীপঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসামতাঃ। এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি রসপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

গৌণ রসগুলি মুখ্যরসে বিচরণ করিতে করিতে ভক্তিরস সমুদ্রকে পরিবর্ধন করে ॥ ১০৩ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—যেমন নদীগুলি বিভিন্ন নাম ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় এবং পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত হয় সেই প্রকার, ইত্যাদি ॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,—অনন্তপার কাব্যময় জগতে কবিই হচ্ছেন প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, যাহা দ্বারা এই কাব্যময় বিশ্ব রচিত হইয়া নানারূপ ধারণ করে। শৃঙ্গাররসকে অবলম্বন করিয়া কবি আনন্দময় কাব্য জগতের উৎপত্তি করেন। সে কবি যদি রাগবিহীন হন, তবে তাহার সৃষ্ট কাব্যসকল নিরানন্দজনক হইবে। কাব্যের মধ্যে কবির দ্বারা বিভিন্ন রসযোজনা দ্বারা কাব্য বৈভবযুক্ত হয়। রতি আস্বাদনের হেতুগুলিকে বিভাব বলিয়া জানিবে ॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তমধ্যেই গৌণরসে হাস্যাদি রসের কোনও একজন দাস অবলম্বন হয়। কোথাও বা করুণাদি গৌণরসে শান্তদাসাদি অনেকেই আলম্বন হয়। শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ ভক্তব্যতীত হাস্যাদি গৌণরস সম্ভবপর নহে, অতএব দাস্যাদির ন্যায় হাস্যাদি গৌণরসবিশিষ্ট ভক্তগণেরও পৃথক্ সংজ্ঞা উচিত নহে ॥ শান্ত প্রভৃতি ঐ পাঁচটিই হরিভক্তিরস বলিয়া সম্মত, এই পঞ্চরসে হাস্যাদি প্রায়ই ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। [১০৩]

ইতি রস প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

রসাস্বাদন প্রকরণম্।

ওঁ হরিঃ ॥ সামগ্রী চতুর্বিধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৪॥

মাণ্ডুক্যে ॥ ব্রহ্মচতুষ্পাৎ ॥ অগ্নিপুরাণে। স্থায়িন্যষ্টৌরতিমুখ্যা স্তম্ভাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। মনো-হনুকূলেহনুভবঃ সুখস্য রতিরিষ্যতে ॥ শ্রীরূপঃ। অথাস্যাঃ কেশবরতেঃ লক্ষিতায়া নিগদ্যতে ॥ সামগ্রী-পরিপোষণে পরমা রসরূপতা। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্ব্যভিচারিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিস্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১০৪।

সামগ্রী চারি প্রকার ॥ ১০৪ ॥

মাণ্ডুক্য বলেন,—এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদযুক্ত ॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,—স্থায়ীভাবের সঙ্গে সামগ্রীরূপে মিলিত হয়,—স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রধান রূপে, এবং বিভিন্ন ব্যভিচারী ভাব সকল। কৃষ্ণ-সেবায় ভক্তের সেবোন্মুখী মনের অনুকূল সুখকেই রতি বলা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—কেশব বিষয়ক এই রতি বিভাবাদি সামগ্রীর সাহচর্যে পরিপুষ্ট হইয়া পরম রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই স্থায়ীভাব শ্রীকৃষ্ণরতিই — বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব-কদম্ব দ্বারা শ্রবণাদি কর্ত্তৃক ভক্ত-জনের হৃদয়ে চমৎকার বিশেষে পুষ্টা আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই ভক্তিরস হয় [১০৪]

ওঁ হরিঃ ॥ আলম্বনোদ্দীপনাত্মকো বিভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৫ ॥

কঠে। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ অগ্নিপুরাণে। বিভাব নাম সদ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ। রত্যাদি ভাব বর্গো'হয়ং যমাজীব্যোপজায়তে ॥ শ্রীরূপঃ। তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥১০৫॥

বিভাবই প্রথম সামগ্রী। তাহা দুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন ॥ ১০৫ ॥

কঠ বলেন,—পরমেশ্বররূপ এই আলম্বনই পরম শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই আলম্বনকে জানিয়া জীব পরমধাম প্রাপ্ত হয় ॥ অগ্নিপুরাণে, — বিভাব নামক এই রসের হেতু আলম্বন ও উদ্দীপনাত্মক। রতি ইত্যাদি ভাববর্গসকল এই দুই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ শ্রীরূপ বলেন,—রতি আস্বা-দনের হেতুগুলিকে বিভাব বলিয়া জানিবে। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন [১০৫]

ওঁ হরিঃ ॥ ত্রয়োদশ লক্ষণাত্মকোহনুভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৬॥

তৈত্তিরীয়কে। ভৃগুস্তস্মৈ জাতা বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তন্ত্রয়োদশমন্নং প্রাণং মনোবিজ্ঞান-মিতি ॥ অগ্নিপুরাণে। আরম্ভ এব বিদুষামনুভাব ইতিস্মৃতঃ। সচানুভূয়তে চাত্র ভবত্যাত নিরুচ্যতে ॥ শ্রীরূপঃ। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোট্টনং। হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকোনপেক্ষিতা। লালাস্রাবোট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োপি চ ॥ ১০৬ ॥

দ্বিতীয় সামগ্রীর নাম অনুভাব, তাহা তের প্রকার ॥ ১০৬ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট প্রশ্ন করিলেন,—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সেই ত্রয়োদশ তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন ॥ অগ্নিপুরাণে, স্থায়ীভাবে বিভাবাদির মিলনের প্রারম্ভেই তাহার কার্য যাহা প্রকট হয় তাহাকে অনুভাব বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। যাহা অনুভূত হয় তাহাই এখানে অনুভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ এই ত্রয়োদশ অনুভাব শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা. প্রভৃতি ত্রয়োদশ বাহ্যিক বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাবের বোধ হয় [১০৬]

ওঁ হরিঃ ॥ অষ্টলক্ষণঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৭ ॥

মুণ্ডকে। প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ অগ্নিপুরাণে। অষ্টাস্তম্ভাদয়ঃ সত্ত্বাদ্রজসস্তমসঃ পরং ॥ শ্রীরূপঃ। চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটং। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছেদ্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভস্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথবেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ ॥ ১০৭ ॥

তৃতীয় সামগ্রী সাত্ত্বিকভাব ; তাহা অষ্ট প্রকার ॥ ১০৭ ॥

মুণ্ডক বলেন,—ইনিই প্রাণ, যেহেতু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইঁহাকে যিনি সেইরূপে জানেন ও সাক্ষাৎ করেন, তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধে অত্যুক্তি করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার যে ভক্ত ভগবানকে লইয়াই ক্রীড়ারত, তাঁহাতেই রতি সম্পন্ন এবং ভগবৎ প্রীত্যর্থে ক্রিয়াপরায়ণ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ অগ্নিপুরাণে,—স্তম্ভাদি এই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সম্পূর্ণভাবে রজোগুণ ও তমোগুণ বিরহিত শুদ্ধসত্ত্বের ক্রিয়া ॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—চিত্ত সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে, প্রাণও বিকার প্রাপ্ত হইয়া দেহকে যথেষ্ট বিক্ষোভিত করে, তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি ভাবের উদয় হয়। সাত্ত্বিক ভাব আটটি--স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় [১০৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সঞ্চারিস্তু ত্রয়স্ত্রিংশলক্ষণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৮ ॥

ঐতরেয়ে। যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি ॥ সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ অগ্নিপুরাণে। বৈরাগ্যাদির্মনঃ খেদো নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে ইত্যাদি ॥ শ্রীরূপঃ ॥ নির্ব্বেদোহথ বিষাদো, দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌচ মদগর্বৌ। শঙ্কা ত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ। মোহো, স্মৃতিরালস্যং জাড্যংব্রীডাবহিত্থা চ। স্মৃতিরথ বিবর্ক চিন্তা মতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকঞ্চ ॥ ঔগ্রামর্ষাসূয়া শ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ। সুপ্তির্ব্বোধ ইতীয়ং মে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ ॥ ১০৮ ॥

চতুর্থ সামগ্রী সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, তাহারা তেত্রিশ প্রকার ॥ ১০৮ ॥

ঐতরেয় বলেন,—এই যে হৃদয় ও এই যে মন ইঁহারাও উপলব্ধির কারণ। ইঁহাদের বৃত্তিগুলির নির্দ্দেশ যথা,—সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টিঃ, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি (রাগাদি দুঃখ), স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (জীবিকাবৃত্তি), কাম, বশ, এই সমস্তই প্রজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের নামধেয় অর্থাৎ বহিরঙ্গ রূপভেদ হইতেছে। অগ্নিপুরাণ বলেন,—বৈরাগ্য, মানসিক খেদ, নির্ব্বেদ ইত্যাদি সমস্ত সঞ্চারীভাবরূপে বলা হইয়াছে॥ শ্রীরূপ বলেন,—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব। [১০৮]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তিরসোহি মায়াগন্ধশূন্য পরমার্থ স্বরূপগত চিদ্বৈচিত্র্যং ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৯ ॥

বৃহদারণ্যকে। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥ তাপনী শ্রুতৌ। সকলং পরং ব্রহ্মৈবৈতৎ। যো ধ্যায়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি॥ ভাগবতে। নিভৃত মরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ় যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুং স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ॥ শ্রীরূপঃ। সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ। তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥ পরমানন্দ-তাদাত্ম্যাদ্ রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ। রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি॥ ১০৯॥

ভক্তিরসই মায়াগন্ধশূন্য পরমার্থ স্বরূপগত চিদ্বৈচিত্র ॥ ১০৯ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই আত্মার বিষয় জানিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করিবেন। তিনি বহু শব্দের চিন্তা করিবেন না, কারণ তাদৃশ বাক্যসকল গ্লানিকর॥ তাপনী শ্রুতি বলেন, এই সমস্তই পরব্রহ্মেরই; সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষকেই যে ধ্যান করে এবং ভজনা করে, সে নিশ্চয়ই অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয়॥ ভাগবতে.—শ্রুতিগণ কহিলেন, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে নিভৃতে দৃঢ়রূপে যোগযুক্তহৃদয়ে মুনিগণ যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকেই শত্রুভাবে অসুরগণ স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হন। ব্রজস্ত্রীগণ তাঁহারই সর্পাকৃতি ভুজদণ্ডে আসক্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ন্যায় কান্তভাবে তাঁহার চরণপদ্মসুধা লাভ করিয়াছি। (ইহাকে রাগানুগা সাধনভক্তি বলা যায়)। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—অভক্তগণের নিকট এই ভক্তিরস সর্বথাই দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু শ্রীহরিচরণারবিন্দই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই এই ভক্তিরসের একমাত্র আস্বাদক। এই রতি হ্লাদিনীশক্তির অংশ বলিয়া পরমানন্দমূলাই, শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতার হিসাবে কৃষ্ণরূপ বিভাব হ্লাদিনীশক্ত্যাত্মক, ভক্তরূপ বিভাব ত রত্যাবিষ্টই, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ রতি হইতেই

জাত হয়, সুতরাং রত্যাদির অর্থাৎ রস্যবস্তুর বিভাবাদি ও এই রসের পরমানন্দতাদাত্ম্যবশতঃ শ্রীভগবদ্বশীকারি মহানন্দস্বরূপে এই রসের স্বপ্রকাশতা (মন আদির নিরপেক্ষ প্রকাশ যুক্ততা) এবং অনন্য স্ফূর্তিশীল অখণ্ডতা সিদ্ধ হইল। [১০৯]

ওঁ হরিঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণলীলা তু সর্ব্বরস প্রতিষ্ঠা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১০ ॥

গোপালতাপনী। তদুহোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েৎ তং যজেৎ তং ভজেদিতি ওঁ তৎসদিতি॥ ছান্দোগ্যে। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ॥ চরিতামৃতে। কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলা হয় অনুরূপ॥ যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাই অখিলরসের প্রতিষ্ঠা ॥ ১১০ ॥

গোপালতাপনী বলেন,—হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এরূপ বলিলেন, সেই ধ্যেয়বস্তু ভগবান্ নিত্য-কিশোর গোপবেশধারী, শ্যামসুন্দর এবং কল্পতরুর তলে বিরাজ করেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, এই পরমদেবতারই ধ্যান করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিবে, আরাধনা করিবে, তিনিই পরাৎপর শাশ্বত পরব্রহ্ম॥ ছান্দোগ্য বলেন,—আমি শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ দ্বারা তাঁহার স্বরপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব এবং সেই স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ দ্বারা পরমাশ্রয়রূপ শ্যামসুন্দরের আশ্রয় পাইব॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—মথুরামণ্ডল অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ধাম, যেখানে কৃষ্ণ নামক এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ চৈতন্য চরিতামৃত সুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব, অবতারিত্ব, লীলা পুরুষোত্তমত্ব, মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা, তাঁহার স্বরূপশক্তির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি-সকল প্রতিপাদন করিয়াছেন। [১১০]

ওঁ হরিঃ ॥ বিশুদ্ধ রাগমার্গেণ সৈবান্বেষ্টব্যা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১১ ॥

গোপালতাপনী। যোহবৈ কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গুণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ চরিতামৃতে। রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ। স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ॥ রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥ ১১১ ॥

বিশুদ্ধ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা অন্বেষণ করিবে ॥ ১১১ ॥

গোপালতাপনীতে,—কামনাযুক্ত হইয়া যে কোন ব্যক্তি যখন কর্ম করে, তখন সে কামকর্ম-বন্ধনগ্রস্ত হয়, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা যখন কৃষ্ণতোষণরূপ কর্মসকল করে, তখন কর্মবন্ধনে বঞ্চিত হয় না পরন্তু আত্মপ্রসন্নতাই লাভ করে॥ ব্রহ্ম সংহিতায়,—সেই চিন্ময় বৃন্দাবনে মাধুর্যলক্ষ্মীরূপ গোপিকাগণই ভগবানের প্রেয়সীবর্গ, পরমপুরুষ গোবিন্দই তাঁহাদের প্রিয়কান্ত, কল্পতরুই বৃক্ষসমূহ, সেখানকার ভূমি চিন্তামণি দ্বারা রচিত, জলই অমৃত, ব্রজরমণীগণের কথাই গান, তাঁহাদের স্বাভাবিক গমনই নৃত্য, বংশীই গোবিন্দের প্রিয়সখী. চিদানন্দই উজ্জ্বল জ্যোতি যাঁহা সমস্ত পরম আস্বাদযুক্ত॥ এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ রাগমার্গদ্বারাই লভ্য হন। বিধিমার্গের ভজনদ্বারা অবতারী শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না [১১১]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বেন সিদ্ধস্বরূপেণ তৎপ্রবেশস্তু জীব চরম মহিমা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১২ ॥

ছান্দোগ্যে ॥ অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ মহাকৌর্মে। অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং ॥ পদ্মপুরাণে। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্ব সম্পন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥ শ্রীরূপঃ। পতিপুত্র সুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ ॥ ১১২ ॥

স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করাই জীবের চরম মহিমা ॥ ১১২ ॥

ছান্দোগ্যে,—আবার এই যে সম্প্রসাদ (স্বরূপসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত) ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরম জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ সেই ব্রহ্মের নামই সত্য,—গুরু এই উপদেশ দিলেন। মহাকূর্মে—ভগবানের সঙ্গে রমণেচ্ছা দ্বারা মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণও বিধিমার্গানুসারে তপস্যা অর্থাৎ সেবা করত স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি পূর্ব্বক সেই বিভু, অজ ও জগৎকারণ বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ দ্বারকায় মহিষীত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে,—দণ্ডকারণ্য বাসী সেই মুনিসকলে সাধন বলে স্ত্রীভাব অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছাত্মক প্রেম প্রাপ্তি করত গোকুলে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীরাধাদি গোকুল-দেবীদের সঙ্গবশতঃ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্যময় অনুরাগ বিশেষে তাঁহারা শ্রীহরিকে প্রাপ্তি করিয়া প্রপঞ্চের অগোচর গোকুল প্রকাশে মনোরথ পূর্তি করিলেন এবং প্রপঞ্চগোচরত্ব পরিত্যাগ করত পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ বলেন,—(নারায়ণ ব্যূহস্তবে) যাঁহারা সর্ব্বদা প্রযত্নসহকারে শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা ও মিত্ররূপে ধ্যান করিতেছেন—তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি [১১২]

ওঁ হরিঃ ॥ তত্রৈব তদ্ভজনং তদ্রসনং শুদ্ধচিন্ময় স্বরূপেণ সিধ্যতি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৩ ॥

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

গোপালোপনিষদি। তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্বীত্যুবাচ তং হি বৈ তাভিরেয়ং বিচার্য। তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্বমনুকৃত্বা তূষ্ণীমাসুঃ ॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ-পদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্ ॥ কর্ণিকারং মহদ্যন্ত্রং ষট্‌কোনং বজ্রকীলকং। ষড়ঙ্গ ষট্‌পদী স্থানম্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ। প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতিরূপেণ মনুনা কামবীজেণ সঙ্গতম্ ॥ তৎ কিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥ শ্রীরূপঃ। কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈ-র্গতেরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢানন্দ চমৎকার কাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ১১৩ ॥

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

তাহাতে কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণরস শুদ্ধচিন্ময় স্বরূপের দ্বারা সিদ্ধ হয় ॥ ১১৩ ॥

গোপালতাপনী উপনিষদে,—তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা গান্ধর্বিকা নামক গোপী অন্যান্য গোপীকা-দের সঙ্গে বিচার করিয়া বলিলেন, গান্ধর্বী রাধিকাকেই নিজেদের অগ্রণীরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহারা সকলে মৌনভাবে অবস্থিত হইলেন। ব্রহ্মসংহিতায়। গোকুল নামক শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম সহস্রদলযুক্ত কমল পুষ্পের মত আকৃতি বিশিষ্ট এবং ভগবানের অনন্তাংশ সম্ভূত এই কমলের কর্ণিকারে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজ করেন। ভগবানের নিত্যাবাসরূপ এই কর্ণিকার ষট্, কোন আকৃতিযুক্ত শ্রেষ্ঠ যন্ত্র যাহার মধ্যে বজ্রাকৃতি কেন্দ্রভাগে স্বরূপ শক্তিযুক্ত ভগবান্ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরতত্ত্ব বিরাজ করেন। এই রসময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির সহিত মহা প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া এইরূপ ধামে নিত্যকাল অবস্থান করেন ॥ অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরং জ্যোতির্ময় ভগবান্ যিনি এরূপে অবস্থিত, তিনি কামবীজ এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া এই কামবীজযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ছয়পদে বিভক্ত হইয়া ষট্‌কোনের ছয়দিকে বিরাজ করিতেছেন। সেই সহস্রপত্র কমলের কর্ণিকারের আবরণরূপ কিঞ্জল্ক ভাগে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখাগণ অবস্থান করেন এবং পত্রসমূহে রাধাদি অসংখ্য গোপিকাগণের উপবন স্বরূপ ধামসকল বিদ্যমান। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতিই (লৌকিক রসবৎ সংকরি-নিবন্ধতার অপেক্ষা শূন্য) অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহায্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রৌঢানন্দের চরম সীমা অর্থাৎ প্রেমাবস্থা লাভ করে [১১৩]

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

সম্পত্তি প্রকরণম্।

ওঁ হরিঃ ॥ অধিকারক্রমেণ হ্যুত্তরোত্তর প্রাপ্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৪ ॥

বৃহদারণ্যকে। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈষং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব ॥ ভাগবতে। স্বেস্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ কচিদ্‌গুণোঽপি দোষঃ স্যাৎ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ। গুণদোষার্থ নিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধ্যতে ॥ যতো যতো নিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ। এষধর্ম্মো ৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহ ভয়াপহঃ ॥ চরিতামৃতে। অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ পরকার ॥ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥ ১১৪ ॥

অধিকার ক্রমেই উত্তরোত্তর প্রাপ্তি হয় ॥ ১১৪ ॥

বৃহদারণ্যকে,—তখন যে যে স্থান হইতেই জল তুলিয়া লওয়া হউক না কেন, কেবল লবণ স্বাদই পাওয়া যায়—ঠিক তেমনি, হে প্রিয়ে, অনন্ত অপার এই মহদ্ভুত কেবল বিজ্ঞান স্বরূপই বটে। ভাগবতে। নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্যয়ই দোষ, গুণ-দোষের এইরূপ নির্ধারণ অবগত হইবে। কদাচিৎ গুণও দোষরূপে এবং দোষও গুণরূপে গৃহীত হয়। এক বিষয়েই গুণ-দোষের এতাদৃশ নিয়ম তাহাদের ভেদ নিবারণ করিয়া থাকে। যে যে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতেই মানব বিমুক্তি লাভ করিতে পারিবে, ইহাই শোক মোহ বিনাশন কল্যাণকর ধর্ম্মরূপে গণ্য হইয়া থাকে ॥ চরিতামৃত বলেন,—এই পঞ্চপ্রকার রতি অধিকার ক্রমেই উত্তরোত্তর প্রাপ্তি হয়। যাহার যেমন অধিকার, সেরূপ রতিই তাহার নিকটে শ্রেয়রূপে পরিণত হয়। [১১৪]

ওঁ হরিঃ ॥ নির্গুণ শ্রদ্ধামূলাহি বৈধী ভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৫ ॥

বৃহদারণ্যকে। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধাধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব ॥ শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ভাগবতে। সাত্ত্বিকাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্য-ধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ গীতায়াং। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতে-নান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ শ্রীরূপঃ। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ। তথাসক্তিস্ততো ভাবাস্ততঃ। প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১১৫ ॥

বৈধী ভক্তি নির্গুণ শ্রদ্ধা মূলা ॥ ১১৫ ॥

বৃহদারণ্যকে,— কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। ভগবন্, আমি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি॥ ভাগবতে,—আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মশ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাঁহা তামসী, মৎসেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণ। যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন, এবং যাহার—বিষয়েতে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশপুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে॥ গীতায় ভগবান্ বলেন,—সকামকর্ম্মরত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানযোগী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকামকর্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও। যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বযোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব হে পার্থ, তুমি সেইপ্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তি যোগী হও॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,- ভক্তি-মার্গের সাধকগণের প্রেম উদয়ের ক্রমপন্থা যথা,—প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেম [১১৫]

ওঁ হরিঃ॥ রুচি মূলাহি রাগানুগা ভক্তিঃ॥ ওঁ হরিঃ ॥ ১১৬॥

বৃহদারণ্যকে। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়-মাত্মা॥ ভাগবতে। হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্, বাদরায়ণিঃ। অধ্যগন্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন-প্রিয়ঃ॥ শ্রীজীবঃ। বিষয়িনঃ স্বাভাবিকো বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুং সুহৃদো দৈবমিষ্টম্, ইত্যাদৌ। তদেবং তদভিমান লক্ষণ ভাব বিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগ প্রযুক্তা শ্রবণকীর্তনস্মরণপাদসেবনবন্দনাত্ম নিবেদন প্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তি রিত্যুচ্যতে। যস্ম পূর্ব্বোক্ত রাগ বিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ততে॥ ১১৬॥

ব্রজবাসীদিগের সেবানুকরণে রুচিই রাগানুগাভক্তির মূল॥ ১১৬॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর॥ ভাগবতে। সেই হরিগুণে আক্ষিপ্তচিত্ত নিত্যবৈষ্ণবজনপ্রিয় বাদরায়ণি ভগবান্ শুক এই বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন॥ শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি সন্দর্ভে বলেন,—বিষয়ীর বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই রাগ নামে কথিত হয়। 'আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ্ এবং ইষ্টদেব হইয়া থাকি' ইত্যাদিবাক্যে। অতএব এইরূপে তত্তদভিমানরূপ ভাব বিশেষ দ্বারা স্বাভাবিকরাগের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হইলে তদ্রাগযুক্তা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-

বন্দনাত্মনিবেদন প্রায়া তাঁহাদের ভক্তি 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে কথিত হয়। যাঁহার পূর্ব্বোক্ত রাগবিশেষে রুচিমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, অনন্তর রুচিদ্বারা তদীয় রাগের অনুগমনশীলা সেই রাগানুগা ভক্তি তাঁহারই সম্বন্ধে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে [১১৬]

ওঁ হরিঃ ॥ মহিমা জ্ঞানযুক্তো হি প্রথমা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৭ ॥

মুণ্ডকে। দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি ॥ পঞ্চরাত্রে। মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্তঞ্চ সুদৃঢ়ঃ সর্ব্বথাধিকঃ॥ স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তথা সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা॥ শ্রীরূপঃ। মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাং॥ শ্রীজীবঃ। ততো বিধিমার্গ ভক্তি বিধিমাপেক্ষতি সা দুর্ব্বলা ॥ ১১৭ ॥

বৈধীভক্তি মহিমা জ্ঞানযুক্তা ॥ ১১৭।

মুণ্ডকোপনিষদে। অঙ্গিরা মুনি শৌনককে বলিলেন,—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে। পরা ও অপরা ভেদে এই বিদ্যা দুইপ্রকার তন্মধ্যে অপরা হইতেছে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ইত্যাদি॥ পঞ্চরাত্র বলেন,—মাহাত্ম্যজ্ঞান কথন দ্বারা সর্ব্বতোভাবে এই ভক্তি সুদৃঢ় হইবে। ভগবানের প্রতি সাধকের স্নেহকেই ভক্তি বলা যায়। ইহা সার্ষ্টি, সামীপ্য ইত্যাদি প্রকার॥ শ্রীরূপ বলেন,—বিধিমার্গাবলম্বী ভক্তগণ ভগবানের মহিমা জ্ঞান দ্বারা যুক্ত হন॥ শ্রীজীব বলেন,—বিধিমার্গের এই ভক্তি শাস্ত্র বিধির অপেক্ষা করে, অতএব ইহা ভগবদ্বশীকরণে অল্পশক্তিবিশিষ্টা। [১১৭]

ওঁ হরিঃ ॥ কেবলাহি দ্বিতীয়া প্রবলা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৮ ॥

মুণ্ডকে। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্র তদদৃশ্য মগ্রাহ্য মগোত্র মবর্ণ মচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ভাগবতে। গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংস দ্বেষ্যাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ শ্রীরূপঃ। রাগানুগাশ্রিতানাং তু প্রায়শঃ কেবলা ভবেৎ॥ শ্রীজীবঃ। ইয়ঞ্চ স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ত্ততে ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া ॥ ১১৮ ॥

রাগানুগা ভক্তি কেবলা এবং বৈধী ভক্তি অপেক্ষা প্রবলা ॥ ১১৮ ॥

মুণ্ডকে,—অতঃপর পরা-বিদ্যার নির্দ্দেশ করিতেছেন, যে বিদ্যা দ্বারা সেই অধিকারী পরব্রহ্ম-প্রাপ্ত হন। সেই ব্রহ্ম প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, হস্ত দ্বারা অগ্রাহ্য, তাঁহার কোন প্রাকৃত বংশ পরিচয় নাই, প্রাকৃত হস্তপদাদিশূন্য। তিনি নিত্য, কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিজ অচিন্ত্য ঐশী শক্তি দ্বারা দেব, মনুষ্য, তির্যগাদি সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন দেহে অন্তর্যামিরূপে প্রতিভাত, বিশ্বব্যাপক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম; এই নিত্য চিন্ময় সবিশেষ ব্রহ্মবস্তু অপচয় রহিত, সর্ব্বকারণকারণ সেই পরমপুরুষকে ধীর ব্যক্তিগণ পরাবিদ্যার দ্বারা নিজ হৃদয়মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন॥ ভাগবতে,—নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাবেশ দুই প্রকার অর্থাৎ রাগাবেশ ও বৈধাবেশ। কাম, ভয়,

দ্বেষ, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকল রাগধর্মী অর্থাৎ সাক্ষাৎ রাগ অথবা রাগধর্ম্মপ্রাপ্ত তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ দ্বেষ। সাধনপ্রাপ্তা গোপীগণ কাম হইতে কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হন। কংস – ভয় হইতে, শিশুপাল – দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিগণ—সম্বন্ধবুদ্ধি হইতে এবং তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহ হইতে কৃষ্ণাবেশ লাভ করিয়াছ। আমরা ঋষিগণ বিধিবুদ্ধি হইতে কৃষ্ণভজন করি। ইহার মধ্যে ভয় ও দ্বেষ প্রতিকূল বলিয়া ভক্তদের গ্রহণীয় নহে। কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে রাগভক্তি আছে॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—রাগাশ্রিত ভক্তগণ প্রায় শুদ্ধ স্বাভাবিক অনুরাগকেই অবলম্বন করেন॥ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—রাগানুগা ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্তিত বলিয়া বিধিভক্তি হইতে প্রবল বলিয়া জানিবে। [১১৮]

ওঁ হরিঃ ॥ আসক্তি পর্য্যন্তা সাধনভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৯॥

মুণ্ডকে। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ শ্রীনারায়ণ পঞ্চরাত্রে। ভাবোন্মত্তো হরে কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাৎমনঃ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী। বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধি। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিং। হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ॥ ১১৯॥

শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি॥ ১১৯॥

মুণ্ডক বলেন,—সত্যনিষ্ঠাদি সাধনদ্বারা প্রাপ্য সেই পরম নিধান বস্তু স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সর্বাধিক বৃহৎ, অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার রূপ অচিন্ত্য, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, তিনি চন্দ্র সূর্যেরও আলোক প্রদাতা, প্রকৃতির অতীত পরব্যোমে তিনি অবস্থিত, আবার ভক্তগণের তিনি অত্যন্ত সমীপে বর্ত্তমান, যাঁহাকে হৃদয়-গুহার মধ্যেই তত্ত্ববিদ্‌গণ দর্শন করেন॥ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—হে পার্বতি, শ্রীহরির ভাবে উন্মত্ত ব্যক্তি পরমানন্দে উন্মত্ত হইয়া আত্ম-বিষয়ক সুখ-দুঃখ কিছুই জানিতে পারেন না। রূপগোস্বামী বলেন,—এই সাধন প্রকরণে বৈধভক্তির অধিকারী ব্যক্তি রতির আবির্ভাবকাল পর্যান্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করে। সাধনের অভিনিবেশ নিষ্ঠা প্রথমতঃ ভক্তিতে রুচি উৎপাদন এবং শ্রীহরিতে আসক্তি জন্মাইয়া রতির উদয় করে। [১১৯]

ওঁ হরিঃ ॥ ভাবাম্মহাভাব পর্য্যন্তা হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিদ্রূপা সিদ্ধাভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২০॥

সৌপর্ণ শ্রুতিঃ। সর্বদৈন মুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ॥ মুক্তাহ্যেনমুপাসতে॥ বৃহত্তন্ত্রে। যথা শ্রীমিত্য মুক্তাপি প্রাপ্তকামাপি সর্ব্বদা। উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুমেবং ভক্তো ভবেদপি॥ শ্রীনারদঃ। তত্র সুক্তং ভবস্তিস্তু মুক্তিস্তুর্যা পরাৎপরা। নিরহং যত্র চিৎসত্তা স তুর্যা মুক্তি উচ্যতে। পূর্ণাহন্তাময়ী ভক্তিস্তুর্যাতীতা নিগদ্যতে। কৃষ্ণরামময়ং ব্রহ্ম ক্বচিৎ কুত্রাপি ভাসতে। নির্বীজেন্দ্রিয়তা তত্র আত্মস্থং কেবলং সুখং। কৃষ্ণস্তু পরিপূর্ণাত্মা সর্বত্র সুখরূপকঃ॥ শ্রীরূপঃ। স্যাদ্ দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্

স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়োরাগাঽনুরাগো ভাব ইত্যপি। বীজমিক্ষু স চ রসঃ সগুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করসিতা সা চ সা যথাস্যাৎ। সিতোপলা। ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ॥ সিদ্ধান্তরত্নে। তথা চ হ্লাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি সিধ্যতি। তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্য পরিকরাশ্রয়ক তদনুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ॥ ১২০॥

ভাব হইতে মহাভাব পর্যন্ত সিদ্ধাভক্তি হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিদ্রূপা॥ ১২০॥

সৌপর্ণ শ্রুতিতে,-- বিমুক্তিদশা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অনুদিন ভগবানের উপাসনা করিবে, মুক্ত পুরুষগণই বাস্তবিক উপাসনা করেন॥ বৃহত্তন্ত্রে উক্ত আছে,-- লক্ষ্মীদেবী নিত্যমুক্তা এবং প্রাপ্তকামা হইয়াও নিত্যকাল শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভক্তগণ অবিরতভাবে তাঁহার আরাধনা করিবেন॥ শ্রীনারদ বলেন,-- চতুর্থ পুরুষার্থরূপ এই মুক্তি মায়াতীত তত্ত্ব। এই মুক্তি প্রাপ্তিতে অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া চিন্মাত্র সত্তার প্রকাশ হয়। অনন্তর প্রাপ্য যে ভক্তি, তাহাতে, ভক্তিমান্ জীবের কৃষ্ণদাস্যরূপ চিন্ময় অভিমান বা শুদ্ধ অহঙ্কার প্রকাশিত হয়, এই ভক্তি, চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিগদিত হইয়াছে। ভক্তিনেত্রদ্বারা পরব্রহ্মের নিত্য-সচ্চিদানন্দময় রূপ বহু ভাগ্যের ফলে কেহ কেহ দর্শন করেন। এই ভক্তি কেবল আত্মসুখরূপা এবং ইহাতে জড়েন্দ্রিয়বর্গের মূলবীজ পর্যন্ত থাকেনা। ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণই সর্ব-সুখস্বরূপ প্রভু॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,-- সামান্যতঃ সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে রতির তিন-প্রকার ভেদ অবস্থিত। এই রতি দৃঢ়া ও বিঘ্নদ্বারা অপ্রতিহতা হইলে তাহার নাম হয়,-- প্রেম, তাহা ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন বীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড হয়, তাহা হইতেই রস, পরে গুড়, শর্করা, তাহা হইতে সিতা তারপরে উপলা হয়; তদ্রূপ রতি হইতে এই সমস্ত পরিণতি হইয়া ভাব পর্যন্ত আরোহণ করে। এই সমর্থা রতিই প্রোচ্ছলিতা (বিবৃদ্ধ) হইয়া মহাভাব দশা প্রাপ্তি করে॥ সিদ্ধান্তরত্নে,-- হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ শক্তির সমবেত সারভাগই ভক্তিশক্তি রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির সারত্ব হেতু এই ভক্তি নিত্যকাল তাঁহার সেই স্বরূপ-শক্তির পরিকররূপ ব্রজবাসীগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ইহা তাঁহাদের ও সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অভিলাভ-বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে। [১২০]

ওঁ হরিঃ॥ উপাধি বিয়োগে স্বরূপোদয়োহি মুক্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ১২১॥

ছান্দোগ্যে। য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ বিষ্ণুপুরাণে। নিরতিশয়াহ্লাদ সুখভাবৈক লক্ষণা। ভেষজং ভগবৎ প্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতাঃ॥ ভাগবতে। মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। শ্রীজীবঃ। স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপ সাক্ষাৎকার উচ্যতে॥ ১২১॥

জীবের মায়াসঙ্গ উপাধি বিগত হইলে যে স্বরূপের উদয় হয় তাহাই মুক্তি ॥ ১২১ ॥

ছান্দোগ্য বলেন,—যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাবিহীন, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত॥ বিষ্ণুপুরাণে,—এই স্বরূপোপলব্ধিরূপ মুক্তি অতিশয় আহ্লাদদায়ক এবং সুখরূপ ; ইহা সংসার ব্যাধির ভেষজ এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ঐকান্তিকী পথ ॥ ভাগবত বলেন,—অন্যথা স্বরূপকে পরিহার করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থান করাকেই মুক্তি বলা যায়। এই সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—স্বরূপ ব্যবস্থিতির অর্থ নিজের কৃষ্ণদাস্য-রূপের উপলব্ধি। [১২১]

ওঁ হরিঃ ॥ সা স্বরূপসিদ্ধা বস্তুসিদ্ধা চেতি দ্বিবিধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২২ ॥

স্বরূপসিদ্ধা মুক্তির্বৃহদারণ্যকে। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে ॥ বস্তু সিদ্ধা চ ছান্দোগ্যে। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ॥ স্বরূপসিদ্ধা ভাগবতে। যত্র মে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্ম দর্শনং ॥ বস্তুসিদ্ধা তত্রৈব। যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ শ্রীজীবঃ। মুক্তৌ জীবদ-বস্থামাহ। অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ সর্ব্বাসুখময়া দিশঃ তত্রোৎক্রান্তা-বস্থায়াং সৈবাঽন্তিমা মুক্তিশ্চ পঞ্চধা। সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্যেতি ভেদেন। এষা চ পঞ্চবিধাপি গুণাতীতা সাযুজ্যে চ আন্তর সাক্ষাৎকার এব। তথাপি প্রকটস্ফূর্ত্তি লক্ষণং তৎ সুষুপ্তিবদনতি প্রকট স্ফূর্তিলক্ষণাদ্ ব্রহ্মসাযুজ্যাদ্ভিদ্যতে ॥ ১২২ ॥

সেই মুক্তি স্বরূপসিদ্ধা ও বস্তুসিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার ॥

স্বরূপসিদ্ধা মুক্তি বৃহদারণ্যকে,—মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত রহিয়াছে, তাহারা যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মরমানুষ অমর হয়, এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুসিদ্ধা মুক্তি ছান্দোগ্যে,—এই যে সম্প্রসাদ, ইনি এই দেহ হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন ॥ স্বরূপসিদ্ধি ভাগবতে। সৎ অর্থাৎ লিঙ্গদেহ এবং অসৎ স্থূল দেহ। এই দুই দেহ অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে কৃত হইয়াছে। চিদ্রূপগত সম্বিৎদ্বারা যখন এই উভয় দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন ॥ বস্তুসিদ্ধা সেইখানেই—মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিদ্যা তাহা যখন উপরত হয়, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীয়ান্ হন ॥ শ্রীজীব বলেন,—মুক্তপুরুষগণের জীব-দশা ভাগবতে যথা, ভক্তসকল অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়বিষয়-বিরক্ত, দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের মন শান্ত, সমচেতা অর্থাৎ চিন্মাত্রে সমবুদ্ধি ও জড়মাত্রে তুল্যবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাকে লাভ

করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকল দিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময়। এই অবস্থা অতিক্রম করিবার পরেযে অন্তিমমুক্তি পাওয়া যায়, তাহা পঞ্চবিধা যথা,—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। এই পঞ্চবিধমুক্তিই গুণাতীত। সাযুজ্য শব্দের বাস্তবিক অর্থ আত্যন্তিক সাক্ষাৎকার। কিন্তু ইহলোকে যেমন জাগ্রদবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে বিভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিন্ময় আত্মার জাগ্রদবস্থারূপ প্রথম চতুর্বিধ মুক্তি এবং পঞ্চম সাযুজ্য এই আত্মার সুষুপ্তিরূপ এইভাবে সাযুজ্য ইতর মুক্তি হইতে ভেদ-প্রাপ্ত হইয়াছে। [১২২]

ওঁ হরিঃ ॥ সা ভক্তেরনপায়িনী সহচরী ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৩ ॥

গেপোলোপনিষদি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে নৈবস্মিন্ মনস কল্পনমেত-দেব চ নৈষ্কর্ম্যং ॥ নারদ পঞ্চরাত্রে। হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতা-স্তস্যা শ্চেটীকাবদনুব্রতাঃ ॥ শ্রীজীবঃ। প্রীত্যৈব আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। যাং প্রীতিং বিনা তৎ স্বরূপস্য তদ্ধর্ম্মান্তর বৃন্দস্য চ তৎসাক্ষাৎকারো ন সম্পদ্যতে। যত্র সা তত্রাবশ্যমেব সম্পদ্যতে। যাবত্যেব প্রীতি সম্পত্তিস্তাবত্যেব তৎসম্পত্তিঃ। সুখঞ্চ নিরুপাধি প্রীত্যাস্বাদু। তস্মাৎ পুরুষেণ সৈব সর্ব্বদা অন্বেষ্টব্যেতি ॥ ১২৩ ॥

সেই মুক্তি ভক্তির নিত্য সহচরী ॥ ১২৩ ॥

গোপালতাপনীতে,—ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্পন্ন হয়। ইহাতে সাধকের চিত্ত কর্মজ্ঞানাদির উপাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির ভাবনা দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বলা হইয়াছে। পঞ্চরাত্রে,—মুক্তিদেবী ইত্যাদি সমস্ত সিদ্ধিগণ, অদ্ভূত প্রকারের ভুক্তিসমূহ, এইসকল হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীরূপে অনুসরণ করে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—ভগবানে প্রেমভক্তিরূপা প্রীতিই সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি করে। এই প্রীতি ব্যতিরেকে ভগবৎ স্বরূপ, ভগবদ্ধর্ম ইত্যাদি কোন নিত্যতত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব শ্রেয় প্রার্থীর এই প্রীতিই প্রয়োজনরূপে সাধন করিতে হয়। প্রীতি থাকিলেই দৈবী সম্পত্তি লাভ হয়। এই ভগবৎ প্রীতিই নিরুপাধিক সুখের হেতু। অতএব জীবমাত্রেরই ইহা সর্বদা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। [১২৩]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তিঃ কদাচিৎ জ্ঞানবৈরাগ্য পরিসেবিতা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৪ ॥

কঠে। পরা চঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ভাগবতে। তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া ॥ বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং

জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ শ্রীরূপঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা। ঈশৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বং উচিতং তয়োঃ ॥ যদুভে চিত্তকাঠিন্যে হেতুপ্রায়ে সতাং মতে। সুকুমার স্বভাবেঽয়ং ভক্তি-স্তদ্ধেতুরীরিতা ॥ কিন্তু জ্ঞান বিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি ॥ ১২৪ ॥

কোন অবস্থায় ভক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা পরিসেবিত ॥ ১২৪ ॥

কঠোপনিষদে,—মুমুক্ষু ব্যক্তি কোনরূপে বিষয়ে প্রমত্ত হইবেন না; অবিবেকিগণ বাহ্য বিষয় স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগ্যবস্তুর অনুসরণ করেন, তাহার ফলে তাহারা অবিদ্যা কামনা ও কর্ম্মাদির বন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবেকী ব্যক্তি অমৃতকেই শাশ্বতপদ জানিয়া নশ্বর বিত্তাদি-বিষয় কামনা করেন না। ভাগবতে—পূর্ব্ববিচার ক্রমে শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদশাস্ত্র ও গুরূপদেশ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তির কৃপায় পরমাত্মতত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥ সেই পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করাইবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয় বৈরাগ্য ও অভেদ সন্ধানরহিত জ্ঞান উদয় হয় ॥ রূপ গোস্বামী বলেন,—জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গের অবিরোধী হইলে ভক্তিমার্গ-প্রবেশের জন্য তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকৃত হয়, ভক্তি-প্রবেশ হইলে তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই, যেহতু জ্ঞান বৈরাগ্যর ভাবনা করিলে ভক্তি-বিচ্ছেদই হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুগণ বলেন যে ভক্তি-প্রবেশের পরে জ্ঞান ও বৈরাগ্য থাকিলে চিত্তের কঠিনতা হয়; অতএব সুকোমল-স্বভাবা ভক্তিই শুদ্ধভক্তির হেতু বা দ্বারস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সাধ্য যে মুক্তি, এবং বৈরাগ্য দ্বারা সাধ্য যে জ্ঞান, এই সব কেবল ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। [১২৪]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বতস্তদপেক্ষা শূন্যা স্বতন্ত্রা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৫ ॥

তৈত্তিরীয়ে। আনন্দো ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ ভাগবতে। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব, ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকান্যপি সম্ভবাৎ ॥ বাগ্‌গদগদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতিশ্চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ শ্রীরূপঃ। প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব ভক্তেরধিকৃতস্য চ। অঙ্গত্বেসুনিরস্তেপি নিত্যাদ্যখিল কর্মণাম্ ॥ জ্ঞানস্যাধ্যাত্মিকস্যাপি বৈরাগ্যস্য চ ফল্গুনঃ। স্পষ্টতার্থং পুনরপি তদেবেদং নিরাকৃতম্ ॥ ধন শিষ্যা-দিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা। বিশেষণত্ত মেবৈষাং সংশ্রয়ন্ত্য-ধিকারিণাম্। বিবেকাদীন্যতোঽমীষামপি নাঙ্গত্বমুচ্যতে ॥ কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা। ইত্যেষাঞ্চ নযুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যঙ্গান্তর পাতিতা ॥ ১২৫ ॥

স্বভাবতঃ ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যর অপেক্ষা শূন্যা ও স্বতন্ত্রা ॥ ১২৫ ॥

তৈত্তিরীয়ে,—ব্রহ্মের তাদৃশ আনন্দময় স্বরূপকে হৃদয়ে অনুভব করিলে কোনকালে জন্ম-মরণাদি দুঃখ এবং ভয় হয় না ॥ ভাগবতে,—হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সন্ন্যাস এই সকল আমাকে সাধিতে পারে না। ভক্তিই কেবল আমাকে বশীভূত করিতে পারে। অনন্য ভক্তিদ্বারা সাধুদিগের প্রিয় আত্মরূপ আমি লব্ধ হই। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করেন ॥ স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহ্যলক্ষণ এই,—গদ্গদ বাক্যের সহিত যাঁহার চিত্ত দ্রব হয়, অনুক্ষণ রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, বিগতলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন। আমার ভক্তিযুক্ত এরূপ পুরুষ ত্রিভুবন পবিত্র করেন ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—শুদ্ধভক্তির লক্ষণে জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত এবং অধিকারি নিরূপণে বৈরাগ্যাভাব ইত্যাদি দ্বারা নিত্যনৈমি-ত্তিকাদি নিখিল কর্মের ভক্ত্যঙ্গত্ব নিরস্ত হইলেও এস্থলে স্পষ্টতার নিমিত্তই কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গুবৈরাগ্যের পুনরায় নিরাকরণ হইল। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাও কদাচ উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কারণ এস্থলে ভক্তি-শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানি হইল। ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে ধনশিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু পরিচর্যামূলক যাবতীয় ব্যাপার একজনের পক্ষে এক সময়ে সম্পাদন অসাধ্য বলিয়া যে যে অঙ্গে ধনশিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা, তাহাতেই মুখ্যত্বহানি, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন হানি নহে ॥ গীতা শাস্ত্রে প্রোক্ত বিবেকাদি এই সকল ভক্ত্যধিকারীদের দশাবিশেষের বিশেষণরূপেই গৃহীত, বিবেকাদি কখনও ভক্ত্যঙ্গ নহে। কৃষ্ণভজনে উন্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যম, নিয়ম, অহিংসা প্রভৃতি ও শৌচাদি স্বয়ংই উপস্থিত হয়—ভক্তদের যম নিয়মাদি স্বতঃসিদ্ধই। হরিসেবাকরণে সর্বতোভাবে অভীপ্সু জনেই ঐ সমস্ত গুণাবলী স্বয়ংই উপস্থিত হয়। এই জন্য যম, নিয়ম ও শৌচাদিকে ভক্ত্যঙ্গ বলা যায় না। [১২৫]

ওঁ হরিঃ ॥ সা জীব স্বভাব মহিম রূপা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৬॥

বৃহদারণ্যকে। এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ভাগবতে। অহো ভাগ্য মহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম্॥ শ্রীজীবঃ। স্বরূপশক্তি সম্বন্ধাম্নায়া-ন্তর্ধানে সংসার নাশঃ। যেষাং তু মতে মুক্তাবানন্দানুভবো নাস্তি তেষাং পুমর্থতা ন সম্পাদ্যতে। স্বতোঽপি বস্তুনঃ স্ফুরণাভাবে নিরর্থকত্বাৎ। ন চ সুখমহংস্যামিতি কস্যবিদিচ্ছা। কিন্তু সুখমনু-ভবামীত্যেব। তৎ সম্পত্তি লাভাৎ স্বে মহিম্নি স্বরূপ সম্পত্তাবপি মহীয়তে পূজ্যতে প্রকৃষ্ট প্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

সেই ভক্তি জীবের স্বভাব মহিমা স্বরূপ ॥ ১২৬ ॥

বৃহদারণ্যকে,-- ইহা জীবের পরমগতি, ইহা জীবের পরম বিভূতি, পরম লোক, ও পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বন করিয়া অপর জীবগণ জীবন ধারণ করেন॥ ভাগবতে ব্রহ্মা বলেন,-- অহো কি ভাগ্যের কথা, নন্দগোপাদি ব্রজবাসীগণের ভাগ্যের কথা কি আর বলিব! যাঁহাদের সুহৃৎ স্বরূপে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজে অবস্থান করিতেছেন॥ শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন,-- ভক্তিসাধন বলে স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহ লাভ হয়, ইহার ফলে মায়া অন্তর্দ্ধান হয় এবং সংসার বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহাদেব মতে মুক্তির পরে জীবের অনুভবরাহিত্য ঘটে, অর্থাৎ আনন্দানুভব নাই, তাঁহাদের পুরুষার্থ সম্পন্ন হয়না। বাস্তব বস্তুর স্ফুর্তির অভাবে ওই রূপ মুক্তি নিরর্থক। আমি যদি সুখপ্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে সেইরূপ মুক্তির প্রয়োজন কি আছে? ভক্তি-মার্গে কিন্তু জীব কৃষ্ণ-সেবানন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের পরমার্থ-সম্পত্তি লাভ দ্বারা ভক্তিমার্গের পথিক জীব নিজের স্বভাবোচিত মহিমাদ্বারা সম্পন্ন হয়, তথা সমস্ত চিন্ময় তত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ লাভ করে। [১২৬]

ওঁ হরিঃ॥ বদ্ধানাং সা কেবলং সাধু প্রসঙ্গজা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৭॥

শ্বেতাশ্বতরে। যস্য দেবে পরাভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ভাগবতে। ভবাপবর্গ ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ॥ শ্রীরামানুজ স্বামী। বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গত্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রজায়তে। তেন নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ং॥ অতঃ সর্বাত্মনা কার্যা বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গতিঃ। প্রতিকূলাদি সংসর্গ মানসং ভাষণাদয়ঃ। সুদূরতঃ পরিত্যাজ্যাঃ প্রপন্নানাং মহাত্মনাং। অয়ং হি চরমোপায়ো নান্যোপায়স্ততঃপরম্॥ ১২৭॥

বদ্ধজীবের পক্ষে সেই ভক্তি কেবল সাধুসঙ্গ হইতে উদিত হন॥ ১২৭॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,-- যে ভাগ্যবান্ পুরুষের অখণ্ডৈকরস আনন্দময় পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং অনুরূপ স্বীয় গুরুদেবেও পরা-ভক্তি বিরাজমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই উপনিষদে মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর-বর্ণিত রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিভাত হইবে। ভাগবতে শ্রীমুচুকুন্দ-স্তবে,-- জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যে জন্মে তাহার ভব ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই, হে অচ্যুত, তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ ও সদ্গতিস্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,-- কৃষ্ণভক্তি জন্মের মূলই হচ্ছে কেবল সাধুসঙ্গ। শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশে,— বৈষ্ণবগণের সঙ্গদ্বারাই দিব্যজ্ঞান সম্যগ্‌রূপে উদয় হয়। তাহা দ্বারাই চরম শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়।

অতএব সমস্ত প্রযত্ন দ্বারা সাধুসঙ্গই জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতিকূল সঙ্গ, প্রতিকূল মনোবৃত্তি, প্রতিকূল কথা ইত্যাদিকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ইহাই ভগবৎপ্রপন্ন মহাত্মাগণের চরমোপদেশ, ইহাই চরমোপায়, আর কিছু নয়। [১২৭]

ওঁ হরিঃ॥ ভগবৎ কৃপা হেতুকা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৮ ॥

কঠে। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ॥ নারদসূত্রে। মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা॥ শ্রীবল্লভস্বামী। মহতাং কৃপয়া যাবদ্ভগবান্ দয়য়িষ্যতি। তাবদানন্দসন্দোহঃ কীর্তমানঃ সুখায় হি॥ ১২৮॥

সেই ভক্তি কোন স্থলে কৃষ্ণ-কৃপা হেতুকা ॥ ১২৮ ॥

কঠোপনিষদে,—পরমেশ্বর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, আকাশ হইতেও মহত্তর, তিনি জীবের হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরের উপাসনাশীল, সেই ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার মহত্ত্ববিশিষ্ট পরমেশ্বর স্বরূপকে দর্শন করিয়া শোকাদিপূর্ণ সংসার-সাগর অতিক্রম করেন॥ নারদভক্তিসূত্রে,—প্রধানতঃ মহতের কৃপা দ্বারাই ভক্তিলাভ হয়, কোন কোন স্থলে ভগবৎ কৃপালেশও ইহার হেতু হইতে পারে॥ শ্রীবল্লভাচার্য বলেন,—মহদ্ ব্যক্তিগণের কৃপা দ্বারা ভগবান্ যখন জীবের প্রতি দয়াশীল হইয়া এই ভক্তি প্রদান করেন, তখন তাঁহার নামাদি কীর্তন দ্বারা ভক্তগণ পরমানন্দ সুখলাভ করেন। [১২৮]

ওঁ হরিঃ॥ আম্নায় প্রভাবা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৯ ॥

মুণ্ডকে। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥ অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বাতাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং সভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভরদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং॥ শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ প্রপচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাপ্তে সর্ব্বমিদম্ বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ পদ্মপুরাণে। সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ ভাষ্যকারঃ শ্রীবলদেবঃ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্। অক্ষোভ্য জয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্। শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয়ধর্মান্ ক্রমাদ্বয়ং। পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ। তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্। দেবমীশ্বর শিষ্যং তং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ১২৯॥

তাহা বেদ ও আচার্য্য-পরম্পরা দ্বারা বদ্ধ ॥ ১২৯ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে,-- ব্রহ্মবিদ্যার প্রবক্তারূপ ঋষি-পরম্পরা বলিতেছেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেববৃন্দের আদিদেব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, সকলবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে উপদেশ করিলেন। অথর্বা পূর্বে অঙ্গির্নামক মুনিকে তাহাই উপদেশ করিলেন। অঙ্গির, মুনি ভরদ্বাজ গোত্রের সত্যবাহ মুনিকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন, অতঃপর সত্যবাহ সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরা নামক নিজপুত্রকে অথবা শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। শুনক মুনির পুত্র শৌনক, যিনি বৃহৎ বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা, অঙ্গিরা মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— হে ভগবন্, কোন তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞেয়বস্তু বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমাকে উপদেশ করুন ॥ পদ্মপুরাণ বলেন,-- শ্রৌত-পরম্পরা অবলম্বন না করিয়া যাহারা উপাসনা করে, তাহাদের মন্ত্রাদি সকলই বিফল হয়। কলিযুগে পৃথিবী পাবনকারী চতুর্বিধ শুদ্ধ শ্রৌত সম্প্রদায় থাকিবে যথা—ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায় এবং সনক সম্প্রদায় ; এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পরমার্থকে পাওয়া যায় ॥ ইহার ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর্য্যন্ত পরম্পরার কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিবেন। [১২৯].

ওঁ হরিঃ। পুরুষচেষ্টাঽদৃষ্টজনন্যথ সাধবঃ সর্বাত্মনা সেব্যাঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৩০ ॥

ইতি সম্পত্তি প্রকরণং সম্পূর্ণম্।

ইতি আম্নায় সূত্রে প্রয়োজনতত্ত্বং সম্পূর্ণম্।

শ্রীআম্নায়সূত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

বৃহদারণ্যকে। সবায়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মাভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রমেন-ম্রিয়মানঃ পাপ্মনো বিজহাতি ॥ প্রশ্নে। ত্বং হি নঃ পিতা যেঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ॥ পাদ্মে। আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥ ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তাঃ জনার্দ্দনে ॥ মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং ॥ ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ভাগবতে,— দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনং ॥ নারদসূত্রে। নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যারূপ কুলধন ক্রিয়াদি বিভেদঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ শ্রীবলরাম দাসঃ। ভাইরে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া। এ ভব তরিয়া যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, নিতাই চৈতন্য গুণ গাঞা ॥ চৌরাশীলক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম, ভালই দুর্লভ দেহ পাঞা। মহন্তের দায় দিয়া, ভক্তিপথে না চলিয়া, জন্ম যায় অকারণে বৈয়া ॥ মালামুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ, ফিরি আমি লোক দেখাইয়া ॥ মাখালের ফল লাল,

দেখিতে সুন্দর ভাল, ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া ॥ চন্দন তরুর কাছে, যত বৃক্ষলতা আছে, আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া। হেন সাধুসঙ্গ সার, নাই বলরাম ছার, ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া ॥ ১৩০ ॥

চৈতন্য দেবস্য চতুঃশতাব্দে নেত্রাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।

আম্নায়মালা প্রভুভক্ত কণ্ঠে গৌড়ে প্রদাতা হরিজন্মঘস্রে ॥

হরিং বদ হরিং বদ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

ওঁ হরিঃ ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

পুরুষচেষ্টাই অদৃষ্টের জননী, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সাধু সেবাই কর্ত্তব্য ॥ ১৩০ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই সংসারবদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু স্বীকার করিয়া পাপ কর্মে রত হইয়া থাকে, তাহার পাপ প্রশমনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রশ্নোপনিষদে,—হে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক সদ্‌গুরু, আপনিই আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি অবিদ্যাময় সংসারের পরপার আমাদের দেখাইয়া উদ্ধার করিলেন। এই পরম ঋষিগণকে ভক্তিভরে প্রণাম অর্পণ করিতেছি ॥ পদ্মপুরাণে--সমস্ত উপাসনার মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; হে দেবি, তাহা হইতেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের। যেহেতু ভক্তগণের কৃপা দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন ॥ ভগবানের ভক্তগণ যদি শূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাহারা শূদ্র নহে। সমস্ত বর্ণের মধ্যে ভগবান্ জনার্দনের অভক্তগণ-সকলেই প্রকৃত শূদ্র। মহতের সেবা সংসার মুক্তির নিশ্চয় দ্বার স্বরূপ, যথা স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ নরকের প্রশস্ত দ্বার। অর্ধক্ষণের সাধুসঙ্গও অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ। স্বর্গ, মোক্ষ ইত্যাদি ফলসকল এই অত্যল্প সাধুসঙ্গের নিকট তুল্য হয় না। ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গপ্রাপ্ত হইলে মানবগণের অপ্রাপ্য আর কি থাকে? ভাগবতে,---দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয় ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা সুদুর্লভ ॥ শ্রীনারদ ভক্তিসূত্রে দৃষ্ট হয়,-- ভগবদ্ভক্তগণের প্রাকৃত জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়া ইত্যাদিদ্বারা তাঁহাদের ভেদবিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে,—সর্বশাস্ত্র তারস্বরে সাধুসঙ্গের মহিমাই কীর্তন করে; সমস্ত শ্রেয়ের মূল হচ্ছে সাধুসঙ্গ। ভগবান্ সাধুদিগের অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের আচরণদ্বারা প্রচার করেন যে সাধুসঙ্গই কেবল সর্বসিদ্ধিদায়ক, অতএব সর্বপ্রকার চেষ্টাদ্বারা সাধুসেবা কর্ত্তব্য। গ্রন্থান্তে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবলরাম দাসের কীর্ত্তনের মাধ্যমে নিষ্কপটরূপে সাধুসঙ্গ করিবার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [১৩০]

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের চারিশত দুই বৎসরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই আম্নায় মালা রচনা করিয়া সমস্ত প্রভুভক্তদিগের কণ্ঠে সমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তসকল যত্ন সহকারে এই প্রসাদী মালা নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করুন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।

সম্পূর্ণম্